সংস্কৃত-সাহিত্য গ্রন্থমালা—৩

কবিতাবলী

সংস্কৃত ও প্রাকৃত নারী কবিগণ কর্তৃক রচিত

শ্রীরমা চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

এই গ্রন্থে ২৬ জন বৈদিক নারী ঋষি, ৩২ জন সংস্কৃত নারী কবি এবং ৯ জন প্রাকৃত নারী কবির যথাক্রমে ২৫৩টী ঋক্, ১৪২টী সংস্কৃত কবিতা, এবং ১৬টী প্রাকৃত কবিতার বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইল। বৈদিক নারী ঋষি ব্যতীত, পরবর্তী যুগের অন্যান্য নারী কবি ও লেখিকা-গণের বিষয়ে এতদিন আমরা বিশেষ কিছুই জানিতাম না। সম্প্রতি ইঁহাদের অমূল্য রচনাসমূহ কিছু কিছু সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইয়াছে; কিন্তু বাংলা ভাষায় অনুবাদ না থাকায়, সংস্কৃত ও পালি, প্রাকৃত ভাষায় অনভিজ্ঞদের পক্ষে উহাদের রস গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় নাই। বৈদিক নারী ঋষিদের নাম বহুদিন হইতেই অনেকের নিকট সুপরিচিত হইলেও, তাঁহাদের সূক্তেরও বাংলা ভাষায় অনুবাদ একত্রে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এই কারণে, এতদিন বৈদিক নারী ঋষি ও পরবর্তী যুগের নারী কবি ও লেখিকাগণের রচনাসমূহ জনসাধারণের নিকট অজ্ঞাতই থাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্তমান যুগ নারী-প্রগতির যুগ। শিক্ষায়, দীক্ষায়, কর্মে সকল ক্ষেত্রেই নারী আজ পুরুষের সহিত সমান অধিকার দাবী করিতেছে। সেই জন্য স্বভাবতঃই, প্রাচীন ও মধ্য যুগের নারীদের সামাজিক অবস্থা জানিবার জন্য সকলে উৎসুক হইয়াছেন। সামাজিক অবস্থার কথা জানিতে হইলে সেই সময়ে শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থার কথা জানা সর্বপ্রথম প্রয়োজন। পুনরায়, শিক্ষার কথা জানিতে হইলে কবি ও লেখকলেখিকার রচনাবলীর সম্বন্ধে জ্ঞান থাকাও প্রয়োজন। সেজন্য, বর্তমানে অনেকেই নারী কবি ও লেখিকাগণের রচনাবলী সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। বর্তমান গ্রন্থে কেবল নারী ঋষিদের সূক্ত এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত নারী কবিদের

কবিতাবলী বাংলায় অনুবাদ করা হইল। আশা করি নারীদের অন্যান্য রচনাসমূহও (স্মৃতি, কাব্য, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি) শীঘ্রই বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়া জনসাধারণের নিকট সুগম হইবে।

বৈদিক নারী ঋষিদের সূক্ত অনুবাদকালে, সুবিখ্যাত বেদভাষ্যকার সায়ণের ভাষ্য অনুসরণ করা হইয়াছে। সায়ণভাষ্যই বেদের ভাষ্য-সমূহের মধ্যে প্রসিদ্ধতম, এবং সাধারণতঃ ইহাকেই বেদের শাস্ত্রসম্মত প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করা হয়। সূক্ত এবং সূক্তের সায়ণভাষ্যের মূল রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে ম্যাক্‌সমূলার সম্পাদিত ছয় খণ্ডে সমাপ্ত, সায়ণভাষ্যসমেত ঋগ্বেদ।

এই স্থলে একটী কথা বলা কর্তব্য। সূক্তের বাংলা অনুবাদে এইরূপ ( ) বন্ধনী-চিহ্নের (ব্র্যাকেটের) আধিক্যে হয়ত কেহ কেহ বিরক্ত হইবেন। কিন্তু বেদের অনুবাদে ইহা অনিবার্য; কারণ বেদের ভাষা এরূপ সংক্ষিপ্তা অথচ সারগর্ভা (condensed) যে, প্রকৃত তথ্যটী পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইলে সূক্তবহির্ভূত অনেক কথাই পাদপূরণরূপে বলা অত্যাবশ্যক। বন্ধনীচিহ্ন না দিয়া এই সকল কথা বলিলে, কোন শব্দ মূল সূক্তের অন্তর্গত, এবং কোনটাই বা ব্যাখ্যার জন্য পাদপূরণ মাত্র সে বিষয়ে গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য, বন্ধনীচিহ্ন ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ। পাঠকপাঠিকা যেন বন্ধনী-চিহ্নের অন্তর্গত শব্দ বাদ না দেন, তাহা হইলে অর্থবোধের বাধা ঘটিবে—একটানা পড়িয়া গেলেই সমস্ত বাক্যটীর অর্থ সুগম হইবে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিতা অনুবাদের পক্ষেও এই একই কথা প্রযোজ্য—অবশ্য সে স্থলে ব্যাখ্যার জন্য পাদপূরণের প্রয়োজন অনেক অল্প। [ ] এইরূপ বন্ধনী চিহ্নের ভিতরে কবিতার যে শিরোনামা দেওয়া হইয়াছে, তাহা মূল কবিতায় সকল স্থলে নাই—কিন্তু বুঝিবার সুবিধার জন্য সংযোজিত করা হইয়াছে।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত নারী কবিগণের কবিতার মূলরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সম্পাদিত "Sanskrit and Prakrit Poetesses," Part A. সংস্কৃত কবিতা অতি বৃহৎ বৃহৎ সমাসবহুল বলিয়া বাংলা ভাষায় তাহার সরল অনুবাদ করিতে হইলে, একটী সাধারণ অসুবিধা এই যে, কোন্ শব্দটী কাহার বিশেষণ, তাহা সকল সময়ে ঠিক মত বোঝা যায় না। যথা, একটী সমাসে 'ক' 'খ'য়ের বিশেষণ, এবং 'খ' 'গ' বা মূল শব্দটীর বিশেষণ। এ স্থলে সংস্কৃত সমাসে অর্থ বুঝিবার দিক হইতে কোনোরূপ অসুবিধা না থাকিলেও, বাংলায় সমাসটী ভাঙ্গিয়া 'ক খ গ' লিখিলে এরূপও মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে 'ক' 'গ'য়ের বিশেষণ, 'খ'য়ের নহে। যথা, "প্রতাপ-জ্বর-সংভ্রান্ত-গোলিকা জীব-হারিণী ভূশণ্ডী।" এ স্থলে, যদি বাংলায় অনুবাদ করা যায়—'প্রতাপজ্বরে ঘূর্ণায়মানা গোলাবিশিষ্টা ভূশণ্ডী' (অস্ত্রবিশেষ), তাহা হইলে প্রথম বিশেষণটীকে, অর্থাৎ 'প্রতাপজ্বরে ঘূর্ণায়মানা,' 'গোলা' বা 'ভূশণ্ডী' উভয়ের বিশেষণ রূপেই গ্রহণ করা যায়, যদিও প্রকৃতপক্ষে ইহা 'গোলা'রই বিশেষণ, 'ভূশণ্ডী'র নহে। এস্থলে এরূপ দ্ব্যর্থবোধকতা বা অনিশ্চয়তা দূর করিবার জন্য কেহ কেহ সংযোজন চিহ্ন (হাইফেন্) ব্যবহার করিয়াছেন—যথা 'প্রতাপজ্বরে-ঘূর্ণায়মানা-গোলা-বিশিষ্টা'। কিন্তু ইহা প্রথমতঃ ব্যাকরণদুষ্ট, কারণ সংযোজন চিহ্ন দিয়া ইহাদের একটি শব্দে পরিণত করিলেই সমাস করিতে হয়, এবং সমাসে বিভক্তি চিহ্ন ('প্রতাপজ্বরে') থাকা নিষেধ। দ্বিতীয়তঃ, বাংলায় ইহা দৃষ্টিকটু ও অনাবশ্যকভাবে জটিলও বোধ হয়। সেইজন্য সংযোজন চিহ্ন না ব্যবহার করিয়া 'কমা' (comma) ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ। যথা—যদি এরূপ লেখা হয়—'প্রতাপজ্বরে ঘূর্ণায়মানা গোলাবিশিষ্টা, জীবের ধ্বংসকারিণী ভূশণ্ডী'—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে 'প্রতাপ জ্বরে - - - বিশিষ্টা' শব্দটী সর্ব্বসমেত 'ভূশণ্ডী'র বিশেষণ; কিন্তু

'প্রতাপজ্বরে ঘূর্ণায়মানা' শব্দটা 'গোলা'রই বিশেষণ, 'ভূশণ্ডী'র নহে। ইহা যদি 'ভূশণ্ডী'র বিশেষণ হইত, তাহা হইলে এইরূপ লেখা হইত— 'প্রতাপজ্বরে ঘূর্ণায়মানা', গোলাবিশিষ্টা, জীবের ধ্বংসকারিণী ভূশণ্ডী'। এই গ্রন্থে পুস্তকে যেস্থলে সমাস ভাঙ্গিয়া বা ঘুরাইয়া লিখিলে অর্থবোধের সঙ্গতি হয়, অথচ ভাষার অসুবিধা হয় না, সেস্থলে তাহাই করা হইয়াছে। কিন্তু অগত্যাপক্ষে উপরি উক্ত প্রথায় 'কমার' আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় সম্বোধন পদ সম্বন্ধে কোনও সাধারণ নিয়ম নাই। কোনো কোনো স্থলে সাধারণতঃ সংস্কৃত নিয়ম রক্ষা করা হয়। যথা, 'মাতঃ', 'রাজন্', 'মহাত্মন্,' 'সখে' প্রভৃতি। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সংস্কৃত-নিয়ম মানা হয় না। যথা, 'পতি'র স্থলে 'পতে', 'লতা'র স্থলে 'লতে', 'সরমা'র' স্থলে 'সরমে', 'জ্ঞানী'র' স্থলে 'জ্ঞানিন্', 'পুরূরবা' স্থলে 'পুরূরবস্',—এরূপ ব্যবহার দেখা যায়। বাংলাভাষায় অপ্রচলিত এই সকল পদ ব্যবহার করিলে কাহারও কাহারও পক্ষে হয়ত বুঝিবার অসুবিধা হইতে পারে। সেইজন্য বর্তমান অবস্থায় সংস্কৃত নিয়ম অনুসরণ না করিয়া সাধারণ বাংলা পদ ব্যবহার করাই বোধ হয় শ্রেয়ঃ। গ্রন্থের সর্বত্রই এক নিয়ম অনুসরণ বাঞ্ছনীয় বলিয়া প্রচলিত 'রাজন্', 'মহাত্মন্' প্রভৃতি স্থলেও সাধারণ বাংলা পদ 'রাজা', 'মহাত্মা' প্রভৃতি ব্যবহার করা হইল।

লিঙ্গ সম্বন্ধেও বাংলাভাষায় বাধ্যতামূলক নিয়ম নাই। প্রথমতঃ, কোন্ শব্দ কি লিঙ্গ, সে-সম্বন্ধে স্থলে স্থলে সংস্কৃত নিয়ম মানা হয় (যথা, 'মহতী প্রতিভা', 'ভূয়সী প্রশংসা',)। স্থলে স্থলে মানা হয় না (যথা 'তীব্র বিদ্যুৎ' বা 'মধুর ভাষা')। দ্বিতীয়তঃ, বিশেষণের স্ত্রীলিঙ্গে রূপ সম্বন্ধে নিয়মও সার্বজনীন নহে। যথা,'বিদুষী নারী', 'সুন্দরী স্ত্রী' প্রভৃতির প্রচলন আছে, কিন্তু 'ক্লান্তা নারী', 'উপস্থিতা স্ত্রী' প্রভৃতির প্রচলন

সেরূপ নাই। কিন্তু বাংলা ভাষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রীলিঙ্গের রূপ মানিয়া চলা হয় বলিয়া, এস্থলে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক অপ্রচলিত স্ত্রীলিঙ্গরূপ ব্যবহার করিলেও অর্থবোধের দিক্ হইতে অসুবিধা হইবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই। সেইজন্য এই গ্রন্থের সর্বত্র স্ত্রীলিঙ্গ রূপই ব্যবহার করা হইল। কিন্তু বাংলায় প্রায় কোনো স্থানেই ক্লীবলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গে প্রভেদ করা হয় না। যথা, সংস্কৃত নিয়মানুসারে 'ক্ষণস্থায়ি বস্তু' লিখিলে সকলেই একবাক্যে বানান ভুল বলিবেন। তাহা সত্ত্বেও লিঙ্গ সম্বন্ধে একই নিয়ম প্রচলন বাঞ্ছনীয় বলিয়া পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের ন্যায় ক্লীবলিঙ্গ স্থলেও এই গ্রন্থে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মই অনুসরণ করা হইল।

'জ্ঞানিগণ' ('জ্ঞানীগণে'র স্থলে), বিধাতৃপুরুষ' ('বিধাতাপুরুষে'র 'মনকষ্ট' ('মনকষ্টের' স্থলে) প্রভৃতি স্থলে সংস্কৃত সমাস অনুযায়ী বানান লেখা হইল।

কেহ কেহ বলেন যে, অনুবাদকের প্রধান উদ্দেশ্য পাঠকপাঠিকাকে মোটামুটি মূল অর্থ গ্রহণে সাহায্য করা,প্রতি শব্দের আক্ষরিক অর্থ নহে, কারণ আক্ষরিক অনুবাদে প্রায়ই ভাষা শ্রুতিকটু হইয়া পড়ে। কিন্তু এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে মূলের সহিত মিল না থাকিলে, কেবল ভাবার্থমূলক অনাক্ষরিক অনুবাদের (Free Translation) মূল্য অধিক নহে ; এবং ভাষার দিক্ হইতে অনেক ক্ষেত্রে অধিকতর শ্রুতিমধুর হইলেও, অর্থের দিক্ হইতে ইহা নানারূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিতে পারে। সেইজন্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ যথাসম্ভব আক্ষরিক অনুবাদই অনুবাদের একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত প্রথা বলিয়া গ্রহণ করেন।

সংস্কৃত হইতে বাংলা অনুবাদের আর একটী উপায়, মূলের পদবিন্যাস (construction) ইচ্ছামত আমূল বা আংশিক পরিবর্তিত করিয়া ভাবালম্বনে অনুবাদ করা। ইহাতে সমাসগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র বাক্যে পরিণত করা যায় বলিয়া, বাংলা অনুবাদ অনেকাংশে অধিক সুবোধ্য ও শ্রুতিমধুর হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে মূলটীর আক্ষরিক অন্বয় দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন এবং সেই অন্বয়টী বুঝিবার জন্য মূল কবিতাটীও উদ্ধৃত করা আবশ্যক। কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থে সর্ব্ব-সমেত ৪১১টী কবিতার অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া উহা সম্ভবপর নহে। সে জন্য মূলের পদবিন্যাস যথাসম্ভব রক্ষা করা হইয়াছে।

সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ গ্রন্থের দোষত্রুটী সম্বন্ধে অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে কৃতজ্ঞ হইব। যুদ্ধের জন্য, মুদ্রাযন্ত্রের আংশিক অসুবিধা নিবন্ধন গ্রন্থ প্রকাশে বহু বিলম্ব ঘটিল।

৩ ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
অক্টোবর, ১৯৪৫

রমা চৌধুরী

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

নারী কবিগণের রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ভূমিকায় উক্ত হইযাছে যে, এই গ্রন্থে ২৪ জন বৈদিক (ঋগ্বেদের) নারী ঋষি, ৩২ জন সংস্কৃত নারী কবি, এবং ৯ জন প্রাকৃত নারী কবির যথাক্রমে, ২১৩টী ঋক্, ১৪০টী সংস্কৃত কবিতা, এবং ১৬টী প্রাকৃত কবিতার বাংলা অনুবাদ প্রদত্ত হইল। বৈদিক নারী ঋষিগণের সূক্ত সমূহ প্রাচীন যুগে ভারতীয় নারীদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির অন্যতম প্রধান প্রমাণ। সেই সুবর্ণযুগে পুত্র ও কন্যা, নর ও নারীর ভিতর কোনোরূপ সামাজিক প্রভেদ করা হইত না। কন্যা পুত্রেরই ন্যায় মাতা পিতার আকাঙ্ক্ষার ধন ছিলেন, পুত্রেরই ন্যায় সমান আদরে প্রতিপালিতা হইতেন, ও উপনয়ন প্রভৃতি শাস্ত্রীয় সংস্কারে পূর্ণ অধিকারিণী হইতেন। বেদপাঠ ও অন্যান্য বিষয়ক জ্ঞান লাভে তাঁহার কোনোরূপ বাধা ত ছিলই না, উপরন্তু সর্বদিক্ হইতেই সমাজে সেরূপ সুব্যবস্থা ছিল। বিবাহের পর কন্যা স্বামীর প্রকৃত সহধর্মিণী হইতেন, এবং ধর্মার্থ সকল বিষয়ে সমান দাবী করিতেন। সমাজে নারীর এরূপ উন্নত অবস্থার জন্যই সেই সময়ের নারীগণ সকল বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করিযাছিলেন, এবং "ঋষি" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া অদ্যাপি জগতে অমরা হইয়া আছেন।

দুঃখের বিষয় যে, পরবর্তী যুগে নারীদের সামাজিক অবস্থার ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতে থাকে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, সেই সময়ে বহু নারী কবি ও লেখিকাগণের অমূল্য দানে সংস্কৃত ভাষা বহুলভাবে সমৃদ্ধতরা হয়। বিশেষভাবে, নারী কবিগণের প্রগাঢ় জ্ঞান

ও অতুলনীয়া কবিত্ব শক্তি সম্বন্ধে সেই সময়ের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উদাত্ত প্রশংসা বাণীর কথা আমরা জানি। যথা, বাৎস্যায়ন তাঁহার "কামসূত্রে" গণিকা, রাজপুত্রী ও মহামাত্যদুহিতৃগণের শাস্ত্রজ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছেন[১], এবং অন্যান্য কলা ও শিল্পবিদ্যার মধ্যে কাব্য-কৌশলও কন্যার অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন[২]। বিখ্যাত কবি, নাট্যকার ও আলঙ্কারিক রাজশেখর (৮৮০-৯২০ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁহার "কাব্যমীমাংসা" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন "পুরুষের ন্যায় নারীও কবি হইতে পারেন। প্রতিভা আত্মারই ধর্ম—স্ত্রী ও পুরুষে ভেদের অপেক্ষা ইহা করে না। শ্রুত হয় এবং দৃষ্টও হয় যে, রাজপুত্রী, মহামাত্যদুহিতা, গণিকা, ও কৌতুকিভার্যাগণ শাস্ত্রজ্ঞ ও কবি ছিলেন[৩]।" ধনদদেব তাঁহার "শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি" নামক কোষকাব্যে বলিয়াছেন :—"শীলা, বিজ্জা, মারুলা, মোরিকা প্রমুখ বিজ্ঞ স্ত্রীগণও কাব্যরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন[৪]।" রাজশেখর শীলাভট্টারিকাকে মহাকবি বাণেরই ন্যায় পাঞ্চালী রীতিতে কাব্যরচনায় সুনিপুণা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন[৫]। ভাব ও ভাষার প্রতি সমান দৃষ্টি রাখাই

---

(১) "সন্ত্যপি খলু শাস্ত্র-প্রহত-বুদ্ধয়ো গণিকা রাজপুত্র্যো মহামাত্যদুহিতরশ্চ।" কামসূত্র ১-৩-১২।

(২) কামসূত্র ৩-১৪।

(৩) "পুরুষবদ্যোষিতোঽপি কবীভবেযুঃ। সংস্কারো হ্যাত্মনি সমবৈতি, ন স্ত্রৈণং পৌরুষং বা বিভাগমপেক্ষতে। শ্রূয়ন্তে দৃশ্যন্তে চ রাজপুত্র্যো মহামাত্য-দুহিতরো গণিকাঃ কৌতুকি-ভার্য্যাশ্চ শাস্ত্র-প্রহত-বুদ্ধয়ঃ কবয়শ্চ।" কাব্যমীমাংসা, পৃঃ ৫৩ (গাইকোয়াড় ওরিয়েণ্টাল্ সিরিজ)।

(৪) "শীলা-বিজ্জা-মারুলা-মোরিকাদ্যাঃ কাব্যং কর্ত্তুং সন্ত বিজ্ঞাঃ স্ত্রিয়োঽপি।" শ্লোক ১৬৩।

(৫) "শব্দার্থয়োঃ সমো গুম্ফঃ পাঞ্চালী রীতিরিষ্যতে।
শীলা-ভট্টারিকা-বাচি বাণোক্তিষু চ সা যদি॥" সূক্তিমুক্তাবলী পৃঃ ৪৭।

এই রীতির প্রধান কথা। বিখ্যাত নারী কবি বিকটনিতম্বাকেও রাজশেখর নিম্নলিখিত ভাবে প্রশংসা করেন: "বিকটনিতম্বার বাণীতে অনুরঞ্জিত হইয়া কে না নিজ কান্তার মুগ্ধমধুর বচন পর্যন্ত নিন্দা করেন[৬]?" প্রভুদেবী সম্বন্ধেও তিনি বলেন[৭]: "প্রেমবিষয়ক কবিতারচনায় ও নানাবিধ কলায় সুনিপুণা লাট (গুর্জর) দেশীয়া প্রভুদেবী বিগতা হইয়াও সকলের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন।" বিজয়াঙ্কা নামক অপর এক নারী কবির সম্বন্ধে রাজশেখরের মত এইরূপ:—"সরস্বতীতুল্যা কর্ণাটদেশীয়া বিজয়াঙ্কা জয়লাভ করুন,—যিনি বৈদর্ভ রীতিতে কালিদাসের পরবর্তিনী ছিলেন[৮]।" তৎকালীন কবিমণ্ডলীর মধ্যে নারী কবিগণ কিরূপ সম্মানীয় স্থান অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা রাজশেখর প্রমুখ মহামনীষিবৃন্দের এইরূপ ভূয়সী প্রশংসা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

বৈদিক নারী ঋষি, সংস্কৃত নারী কবি ও প্রাকৃত নারী কবি—এই তিন শ্রেণীর নারী কবিগণের সাধারণ ভাবধারা ও পরস্পর বৈশিষ্ট্যের বিষয় কিছু আলোচনা করা হইতেছে।

বৈদিক নারী ঋষি

বৈদিক নারী ঋষিগণের সূক্তাবলীতে নারীজনোচিত মনোভাব অতি সুস্পষ্ট। ব্রহ্মবাদিনী ঋষি হইয়াও তাঁহারা এই মাটীর পৃথিবীর

---

(৬) "কে বৈকটনিতম্বেন গিরাং গুম্ফেন রঞ্জিতাঃ।
নিন্দন্তি নিজ-কান্তানাং ন মৌগ্ধ্য-মধুরং বচঃ॥" সূক্তিমুক্তাবলী, প্রভৃতি দেখুন।

(৭) "সূক্তীনাং স্মরকেলীনাং কলানাং চ বিলাস-ভূঃ।
প্রভুদেবী কবির্লাটী গতাঽপি হৃদি তিষ্ঠতি॥" সূক্তিমুক্তাবলী প্রভৃতি দেখুন।

(৮) "সরস্বতীব কার্ণাটী বিজয়াঙ্কা জয়ত্যসৌ।
যা বৈদর্ভ-গিরাং বাসঃ কালিদাসাদনন্তরম্॥" সূক্তিমুক্তাবলী প্রভৃতি।

প্রতি বিমুখা ছিলেন না—উপরন্তু এই মর জগতের সকল সৌন্দর্য ও আনন্দের পরিপূর্ণ উপভোগেই তাঁহাদের আগ্রহ ছিল সমধিক। বস্তুতঃ, পরবর্তী যুগে "ব্রহ্মবাদিনী" ও "ঋষি" এই শব্দদ্বয় সন্ন্যাস-ব্রতাবলম্বিনী, চিরকুমারী, সংসারত্যাগিনী নারী—এই বিশেষ অর্থেই কেবল ব্যবহৃত হইলেও, বৈদিক যুগে সেই বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইত না। বৈদিক সূক্তকারগণের প্রত্যেককেই, বিবাহিত অবিবাহিত নির্বিশেষে, "ঋষি" ও "ব্রহ্মবাদী" নামে অভিহিত করা হইত[৯]। সুতরাং নারী ঋষিগণ যে সকলেই সন্ন্যাসিনী ও অবিবাহিতা ছিলেন, ইহা মনে করা ভুল। উপরন্তু অনেকেই বিবাহিতা ও বিবাহেচ্ছুকা ছিলেন। যে সময়ে শত শত কৃত্রিম বিধিবিধান মানবকে নাগপাশে আবদ্ধ করে নাই, মানব জাতির সেই প্রথম স্বর্ণ প্রভাতে প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত ক্রোড়ে বর্দ্ধিত মানব যেরূপ একদিকে ছিল প্রকৃতির সৌন্দর্যের পূজারী, সেইরূপ অপর দিকেও ছিল পার্থিব প্রেমেরই সাধক। নারী ঋষিগণও তাঁহাদের সূক্তাবলীতে তাঁহাদের পার্থিব আশা আকাঙ্ক্ষানিচয় অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রেমই তাঁহাদের নিকট ছিল সর্বাপেক্ষা কাম্য বস্তু, বিবাহিত জীবনের সুখই ছিল শ্রেষ্ঠা সম্পদ্। পার্থিবা সুখশান্তির জন্যই সাধারণতঃ তাঁহারা দেবার্চনা ও ধর্মকার্যে লিপ্তা হইতেন। সেই জন্য, সূক্তে তাঁহারা দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন উপযুক্ত স্বামী, স্বামীর একনিষ্ঠ প্রেম, সপত্নীবিনাশ, ধনসম্পদ্ প্রভৃতি—আধ্যাত্মিক উন্নতি, স্বর্গ বা মোক্ষ নহে। যথা, ঘোষা কুষ্ঠরোগাক্রান্তা হইয়া পতিলাভে অসমর্থা হইলে, অশ্বিনীদ্বয়ের নিকট রোগমুক্তি ও উপযুক্ত স্বামী প্রার্থনা করিতেছেন

---

(৯) ঋগ্বেদের এক একটী সম্পূর্ণ কবিতার নাম "সূক্ত", এবং সূক্তান্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শ্লোকের নাম "ঋক্"। যাঁহারা ঋক্ প্রণয়ন করিতেন তাঁহাদের সকলকেই "ঋষি" বলা হইত।

(১০-৩৯, ৪০)। বয়ঃপ্রাপ্তা কুমারী অথচ বিবাহেচ্ছুকা রমণীর প্রাণের তীব্রা আকৃতি এই দুই সূক্তে অতি সুন্দর অভিব্যক্ত হইয়াছে। বিশ্ববারা দাম্পত্য সুখের জন্য অগ্নির প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছেন (৫-২৮)। অপালাও চর্মরোগাক্রান্তা হইয়া স্বামিপরিত্যক্তা হইলে, ইন্দ্রের প্রসাদপ্রার্থিনী হন (৮-৮০)। স্বামীর জন্য স্বামিপরিত্যক্তা রমণীর প্রবল আকাঙ্ক্ষা এই সূক্ত হইতে সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়। অপর এক স্বামিপরিত্যক্তা নারীর চিত্র পাই আমরা জুহূর সূক্তে (১০-১০৯)। স্বামীর পাপে, নিজের পাপে নহে, তিনি স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হন, তথাপি তিনি অনুযোগ না করিয়া নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া কাল অতিবাহিত করেন। অপালা ও জুহূ—এই দুই স্বামিপরিত্যক্তার মধ্যে প্রভেদ সুন্দর লক্ষিত হয়। অপালা স্বীয় দোষে স্বামিপরিত্যক্তা হইলেও প্রগল্‌ভা, অন্যগামিনী হইতেও তাঁহার বাধা নাই। কিন্তু জুহূ স্বামীরই দোষে স্বামিপরিত্যক্তা হইলেও শান্তশিষ্টা, সহনশীলা সতী।

দৈহিক ভোগেচ্ছার অসঙ্কোচ প্রকাশ রোমশা (১-১২৬-৭), লোপামুদ্রা (১-১৭৯-১, ২), ইন্দ্রাণী (১০-৮৬-১৬, ১৭) প্রভৃতির সূক্তে দৃষ্ট হয়। রোমশা নবযৌবনপ্রাপ্তা, লোপামুদ্রা বার্দ্ধক্যগ্রস্তা, ইন্দ্রাণী বয়ঃপ্রাপ্তা ও স্বামীর প্রিয়তমা মহিষী—কিন্তু তাঁহাদের মনোগত আশঙ্কা ও আকাঙ্ক্ষা একই। রোমশার ভয় তাঁহাকে যেন স্বামী অব্যুৎপন্না বলিয়া উপেক্ষা না করেন; লোপামুদ্রার ভয় তাঁহাকে যেন স্বামী জরাগ্রস্তা বৃদ্ধা বলিয়া অনাদর না করেন; ইন্দ্রাণীর আশঙ্কা সপত্নীর জন্য; সেইজন্য তিনি স্বামীকে স্বীয় সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন করিতে সর্বদাই চেষ্টাশীলা।

সপত্নীর প্রতি নারীর চিরন্তনী তীব্রা ঈর্ষ্যা ও ঘৃণার অতি উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যায় ইন্দ্রাণী (১০-১৪৫) ও শচীর (১০-১৫০) সূক্ত

দুইটীতে। সপত্নীকে অতি দূর দেশে প্রেরণ করিতে, এমন কি হত্যা করিতে পর্যন্ত, ইহার আপত্তি নাই। স্বামীকে সম্পূর্ণ লাভ করিতে বাধা পাইলে নারী যে কিরূপ ক্রূরা ও ক্ষিপ্তা হইতে পারে, তাহার প্রকাশ এই দুইটী সূক্তের ছত্রে ছত্রে। সপত্নীপুত্রের প্রতিও নারীর প্রবলা ঈর্ষ্যার অতি বাস্তব চিত্র দৃষ্ট হয় ইন্দ্রাণীর পূর্বোক্ত সূক্তে (১০-৮৬)। সপত্নীপুত্রের প্রতি স্বামীর মন বিমুখ করিবার জন্য তিনি নানা কলাকৌশল প্রয়োগ করিতেছেন। প্রথমতঃ, তিনি ইন্দ্রকে এই বলিয়া উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন যে, বৃষাকপি ইন্দ্রের ন্যায্য অর্ঘ্য হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, তিনি ইহাও বলিতেছেন যে, বৃষাকপি তাঁহাকে (ইন্দ্রাণীকে) পুরুষরক্ষক-বিহীনা রূপে তুচ্ছ করে। অবশেষে, তিনি ইন্দ্রকে স্বীয় সৌন্দয দ্বারা আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন। স্বামীর উপর একচ্ছত্রা সম্রাজ্ঞী রূপে রাজত্ব করিতে ইচ্ছুকা হইলে নারী যে প্রতিদ্বন্দ্বী দূরীকরণের জন্য কিরূপ কূটবুদ্ধির পরিচয় দেয়, তাহার অতি বাস্তব পরিচয় আছে এই সূক্তটীতে।

শশ্বতীর সূক্তে (৮-১-৩৪) পতিব্রতা রমণী স্বামীর পাপ-ক্ষালনের জন্য কিরূপ তপস্যা করেন, ও কৃতকার্যা হইলে কিরূপ আহ্লাদিতা হন, তাহাই দর্শিত হইয়াছে।

সূর্যার বিখ্যাত সূক্তে (১০-৮৫) নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তুর কথা বর্ণিত আছে। শ্বশুরগৃহে পুত্রপরিজনবেষ্টিতা হইয়া সম্রাজ্ঞীরূপে চিরপ্রতিষ্ঠিতা হওয়াই, ইহার মতে, নারী জীবনের চরম লক্ষ্য বস্তু। একবিবাহ ও বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত দম্পতীর একনিষ্ঠ প্রেমের জাজ্বল্যমান উদাহরণ এই সূক্তে দৃষ্ট হয় (নিম্নে দেখুন)।

অগস্ত্যসহোদরা (১০-৬০-৬), অদিতি (৪-১৮-৪) ও ইন্দ্র-মাতৃগণের (১০-১৫৩) সূক্তে মাতৃভাবের নিদর্শন দৃষ্ট হয়। পুত্রের

জন্য ধনাদি কামনা, পুত্রের কার্যাবলীর প্রশংসা, প্রভৃতি মাতৃজনোচিত কার্যই এই সূক্তগুলির বিষয়বস্তু ।

শ্বশুরের প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসার দৃষ্টান্ত বসুক্রপত্নীর সূক্তে (১০-২৮-১) পাওয়া যায় ।

নারীজীবনের বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা ব্যতীতও, বিভিন্ন প্রকারেব নারীর চিত্রও নারী ঋষিগণের সূক্তসমূহে পাওয়া যায়। যথা—শত প্রলোভনেও অটলা দূতী (১০-১০৮), স্বামিত্যাগিনী অসতী (১০-৯৫-১৫), ভ্রাতৃপ্রেমকামা নারী (১০-১০) প্রভৃতি। পার্থিব ভোগ ও প্রেম ব্যতীত, গোধার ইন্দ্রস্তব (১০-১৩৪-৬, ৭), সার্পরাজ্ঞীর সূর্যস্তব (১০-১৮৯) প্রভৃতি ধর্মমূলক সূক্ত। বাকের সূক্তটীই (১০-১২৫) একমাত্র দর্শনমূলক, অর্থাৎ, ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের ফল। তিনি ব্রহ্মের সহিত স্বীয় অভিন্নতা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া সমগ্র বিশ্বই আত্মময় দর্শন করিতেছেন (নিম্নে দেখুন)।

নদী (৩-৩০) ; রাত্রি (১০-১২৭) প্রভৃতিতে প্রাকৃতিক বস্তু বর্ণনা ও যমীর একটী সূক্তে (১০-১৫৪) মৃতের অবস্থা বর্ণনা আছে ।

এইরূপে, বৈদিক নারী ঋষিগণ নানা বিষয়ে সূক্ত রচনা করিয়াছেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহারা প্রধানতঃ পার্থিব বিষয়েই অনুরাগিণী ছিলেন, এবং নারীজীবনের নানা অবস্থার বিষয় সুন্দর ভাবে চিত্রিত করেন। যথা (১) বিবাহেচ্ছুকা অনূঢ়া কন্যা (ঘোষা), (২) নববধূ (সূর্যা), (৩) পতিপ্রাণা সাধ্বী (শশ্বতী), (৪) ঈর্ষ্যাজর্জরিতা কুটিলা পত্নী (ইন্দ্রাণী), (৫) ভোগেচ্ছুকা পত্নী (রোমশা ও লোপামুদ্রা), (৬) স্বামিপরিত্যক্তা প্রগল্‌ভা পত্নী (অপালা), (৭) স্বামি-পরিত্যক্তা শান্তা পত্নী (জুহূ), (৮) অগ্নিহোত্রী স্ত্রী (বিশ্ববারা), (৯) শ্রদ্ধাশীলা পত্নী (বসুক্রপত্নী), (১০) পুত্রগর্বিতা মাতা (অদিতি) প্রভৃতি।

বৈদিক নারী ঋষিদের চিত্রণে নারীর সামাজিক অবস্থা

বৈদিক যুগে সামাজিক অবস্থা, নারীদের অবস্থা কি ছিল, ইত্যাদি বিষয় আমরা জানিতে পারি প্রধানতঃ গৃহ্যসূত্রাদি হইতেই। কিন্তু ঋগ্বেদাদির সূক্ত হইতেও সে সম্বন্ধে কিছু কিছু অবগত হওয়া যায়। বৈদিক (ঋগ্বেদের) নারী ঋষিগণের সূক্তাবলী হইতে আমরা সেই সময়ের নারীগণের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কি জানিতে পারি, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে।

বৈদিক যুগে যে বাল্যবিবাহের প্রচলন একেবারেই ছিল না, তাহা সর্ববাদিসম্মত সত্য। নারী ঋষিগণের সূক্ত হইতেও ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। বয়ঃপ্রাপ্তা, অনূঢ়া কন্যা ঘোষার (১০-৩৯, ৪০) পতিলাভের জন্য কাতরভাবে প্রার্থনার কথা আমরা জানি। অবশ্য এক্ষেত্রে ঘোষা কুষ্ঠরোগগ্রস্তা ছিলেন বলিয়াই হয়ত তাঁহার পূর্বে বিবাহ হয় নাই—এইরূপ আপত্তি কেহ কেহ উত্থাপন করিতে পারেন। কিন্তু রোমশা (১-১২৬-৭), উর্বশী (১০-৯৫), সূর্যা (১০-৮৫), যমী (১০-১০) প্রভৃতির দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে যৌবন-বিবাহই দেশের প্রচলিতা রীতি ছিল।

বিবাহের সময়ে কন্যার পিতা যে বরকে যৌতুকাদি দান করিতেন, তাহা আমরা সূর্যার সূক্ত হইতে জানিতে পারি। সূর্যার বিবাহের সময়ে তাঁহার পিতা গাভী প্রভৃতি যৌতুক সূর্যার পতিগৃহে গমনের পূর্বেই প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে (১০-৮৫-১৩)। কিন্তু ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা ভ্রম যে, বৈদিক যুগেও বর্তমান যুগের ন্যায় বাধ্যতামূলক বরপণ প্রথার প্রচলন ছিল। উপরন্তু, সে সময়ে বিবাহ প্রধানতঃ প্রেমমূলক ছিল এবং প্রায়ই বর ও কন্যা পরস্পর স্বয়ং তাহা স্থির করিতেন বলিয়া, বাধ্যতামূলক বরপণের

প্রশ্নই উঠিত না। বহু স্থলেই বরই সাগ্রহে কন্যা যাচ্ঞা করিতেন। সূর্যা ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত (১০-৮৫-৮, ১৫)।

বিবাহের পরে পতিগৃহে বধূর সম্মানীয় স্থানের অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সূর্যার সূক্তে (১০-৮৫)। তিনিই গৃহপত্নী, গৃহের সকল ভৃত্যাদি তাঁহার আদেশেই পরিচালিত হয় (ঋক্ ২৬, ২৭), গৃহস্থিত সকল ব্যক্তি ও পশুগণের মঙ্গলের কারণ তিনিই (ঋক্ ৪৩, ৪৪), তিনিই পতির সর্বময়ী কর্ত্রী (ঋক্ ৪৫)। "শ্বশুরের সম্রাজ্ঞী হও, শ্বশ্রূর সম্রাজ্ঞী হও, ননন্দার সম্রাজ্ঞী হও দেবরগণের সম্রাজ্ঞী হও" (ঋক্ ৪৬)—এই সুবিখ্যাত বধূবরণ মন্ত্র বৈদিক যুগে বিবাহিতা নারীর শ্বশুরগৃহে উচ্চস্থান প্রমাণ করে।

বৈদিক যুগে বহুবিবাহ প্রথার কথা জানা যায় ইন্দ্রাণী (১০-১৪৫) ও শচীর (১০-১৫৯) সূক্তদ্বয় হইতে। উভয় সূক্তেই ইন্দ্রপত্নী সপত্নীদিগের বিরুদ্ধে তীব্র হলাহল উদ্গীরণ করিয়াছেন। কিন্তু বহুবিবাহ প্রচলিত থাকিলেও, একবিবাহই যে ছিল সমাজের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্য, তাহার প্রমাণও নারী ঋষিদের সূক্ত হইতেই পাওয়া যায়। সূর্যার পূর্বোল্লিখিত সূক্তই এই বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই সূক্তে পতিগৃহে আগতা বধূর উদ্দেশ্যে যে আশীর্বাণী উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা দাম্পত্যজীবনের অতি উচ্চ আদর্শের প্রতীক। বধূ যেন চিরকাল, বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত, পতির সহিত সম্মিলিতা হইয়া, গৃহের একচ্ছত্রা সম্রাজ্ঞী হইয়া, পুত্রপৌত্রাদি পরিবেষ্টিতা হইয়া, সুমঙ্গলময়ী রূপে সুখে কালযাপন করেন—এই আশীর্বাদই বধূকে বারংবার করা হইতেছে (ঋক্ ২৭, ৩৬, ৪২, ৪৩, ৪৭)। সকল দেবতা যেন বধূ ও বরের উভয়ের হৃদয় সম্মিলিত ও পরস্পরানুকূল করেন—এই প্রার্থনাও বারংবার ধ্বনিত হইয়াছে (ঋক্ ৩৬, ৪৩. ৪৭)। এইরূপ সম্মিলিত দাম্পত্যজীবনের মধ্যে বহুপত্নীত্বের স্থান যে নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

বৈদিক যুগে বিবাহবিচ্ছেদ প্রথার প্রচলন ছিল কি না, সে বিষয়ে সাক্ষাৎ কোনো প্রমাণ নাই। নারী ঋষিদেব সূক্তেও স্বামি-পরিত্যক্তা নারীর চিত্রই কেবল আছে, তাহার অধিক কিছু নহে।

কিন্তু বৈদিক যুগে যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল, এবং সতীদাহ প্রথার প্রচলন একেবারেই ছিল না, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বিধবাদেব অনেক স্থলেই দেবরদের সহিত বিবাহ হইত বলিয়া, "দেবর" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ "দ্বিতীয়ো বরঃ"। নারী ঋষিগণের একটী ঋকে বিধবা ও দেবরের প্রেমসম্পর্কের উল্লেখ আছে (১০-৪০-২)।

বৈদিক যুগে নারী স্বাধীনতার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সে সময়ে পর্দাপ্রথাব অস্তিত্ব ছিল না। উপরন্তু, গুরুগৃহে, যজ্ঞক্ষেত্রে, তর্কসভায়, আমোদ উৎসবে, এমন কি, যুদ্ধক্ষেত্রে পযন্ত নবনাবীর সমান অবাধ গতি ছিল। নারী ঋষিগণের সূক্তেও স্বাধীনা নারীর চিত্র পাওয়া যায়। যথা, একাকিনী স্নানার্থে গমনশীলা অপালা (৮-৯১), রাজসমীপে প্রত্যর্থিনীরূপে আগতা অগস্ত্যভগিনী (১০-৬০-৬), বহু দূর দেশে গতা যমী (১০-১০-১) প্রভৃতি।

নারী ঋষিদের একটী সূক্তে (ঘোষার সূক্তে) দুইজন নারী যোদ্ধার নামোল্লেখ পাওয়া যায়, যথা, বধ্রিমতী ও বিশ্‌পলা। যুদ্ধে শত্রুগণ বধ্রিমতীর হস্ত ছেদন করিলে, তিনি অশ্বিনীদ্বয়ের শরণাপন্না হন, এবং তাঁহারা তাঁহাকে সুবর্ণময় হস্ত প্রদান করেন—এইরূপ কিম্বদন্তীব উল্লেখ আছে (১০-৩৯-৭)। বধ্রিমতী বিবাহিতা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম ছিল হিরণ্যহস্ত। বিশ্‌পলা খেল রাজার সৈন্যদলে স্ত্রী-যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধেও এক কিম্বদন্তীর উল্লেখ ঘোষার সূক্তে পাওয়া যায়। যথা, সংগ্রামে শত্রুগণ বিশ্‌পলার জঙ্ঘা ছেদন করিলে, অশ্বিনীদ্বয় তাঁহাকে লৌহজঙ্ঘা প্রদান করিয়া চলনশক্তিমতী

করেন। নারী যোদ্ধাদের নির্ভীকতার পরিচয় এই সূক্তে পাওয়া যায়।

বৈদিক যুগে নারীর যে যজ্ঞাদি শাস্ত্রীয় কর্মে সর্ববিধ অধিকার ছিল, তাহাও সর্ববাদিসম্মত সত্য। শাস্ত্রজ্ঞা উপযুক্তা নারী যজ্ঞে বিশিষ্ট পদও গ্রহণ করিতে পারিতেন। নারী ঋষিদের সূক্তেও অগ্নিতে আহুতি প্রদানকারিণী বিশ্ববারা ও শ্রদ্ধার উল্লেখ আছে। বিশ্ববারা ঘৃতপূর্ণা স্রুচ্ (অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদানের জন্য কাষ্ঠময় হাতা), পুরোডাশ্ (অগ্নিতে নিক্ষেপের জন্য অর্ঘ্য), এবং অন্যান্য যজ্ঞীয় দ্রব্য বহন করিয়া অগ্নির উদ্দেশ্যে স্তব করিতে করিতে অগ্নির অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন—এইরূপ বর্ণনা আছে (৫-২৮-১)। শ্রদ্ধাও অগ্নিতে ঘৃত, পুরোডাশ্ প্রভৃতি আহুতি প্রদান করিতেছেন, এই চিত্র আমরা পাই (১০-১৫১)।

নারীর তপস্যার চিত্র আমরা পাই শশ্বতীর সূক্তে (৮-১-৩৪)। তিনি স্বয়ং মহতী তপস্যা করিয়া স্বামীকে দেবশাপ হইতে মুক্ত করেন। জুহূর সূক্তেও (১০-১০৯) পতিব্রতা, তাপসী নারীর সুন্দর বর্ণনা আছে। স্বামীর পাপ জুহূতে অনুবর্ত্তন করে, এবং সেইজন্যই তিনি স্বামিপরিত্যক্তা হন। পরে দেবগণের কৃপায় জুহূর পাপ ক্ষালন হইলে, তিনি পুনরায় স্বামিলাভ করেন।

স্তবকারিণী ধর্মশীলা নারীর কতিপয় উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা, বিশ্ববারার অগ্নিস্তব (৫-২৮), গোধার ইন্দ্রস্তব (১০-১৩৪-৬), সার্পরাজ্ঞীর সূর্যস্তব (১০-১৮৯), শ্রদ্ধার শ্রদ্ধাদেবীস্তব (১০-১৫১), দক্ষিণার দক্ষিণাস্তব (১০-১০৭), রাত্রির রাত্রিদেবীস্তব (১০-১২৭), প্রভৃতি। এই সকল স্তবের সরলতা, মধুরতা ও গভীরতা সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করে।

নারীও যে জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মাত্মজ্ঞান

—ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদত্ব—পূর্ণ উপলব্ধি করিতে সমর্থা, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাক্। বাক্ ছিলেন কেবল "ব্রহ্মবাদিনী" (সূক্তদ্রষ্ট্রী) নহেন, ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্নাও। তিনি ব্রহ্মের সহিত স্বীয় একত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, দেব, মনুষ্য—সকলের সহিতই অভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন—এইরূপ বর্ণনা আছে (১০-১২৫)। তিনিই সকল ভোক্তা, দ্রষ্টা, শ্রোতা, শ্বাসগ্রহণকারী; তিনিই সকলের অন্তর্যামিনী-রূপে বিরাজিতা। এই স্থলে একটী বিষয় দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের দুইটী দিক্—অভাবাত্মক (Negative) এবং ভাবাত্মক (Positive)। অভাবাত্মক দিক্ হইতে, ব্রহ্মজ্ঞানী জগৎকে সম্পূর্ণ মিথ্যা, মায়া মরীচিকা বলিয়াই উপলব্ধি করেন—জগৎ একেবারেই নাই, কোনো ভোক্তা, দ্রষ্টা, শ্রোতা, দেবমানব কিছুই নাই—এইরূপ জ্ঞানই তাঁহার হয়। ভাবাত্মক দিক্ হইতে, ব্রহ্মজ্ঞানী জগৎকে ওতপ্রোতভাবে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াই দর্শন করেন—জগৎ আছে, ভোক্তা, দ্রষ্টা, শ্রোতা দেবমানব সকলেই আছেন, কিন্তু সকলই ব্রহ্ম—এইরূপ জ্ঞানই তাঁহার হয়। এই দুই প্রকার উপলব্ধি হইতে পরবর্ত্তী দর্শনে দুইপ্রকার একতত্ত্ববাদের (Monism) উদ্ভব হয়, শঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদ ও বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈত-বাদ। প্রথম মতে, "ব্রহ্মই একমাত্র সত্য"—এই বাক্যের অর্থ, জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়াই ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম বা অভিব্যক্তি নহে; সত্যও নহে। দ্বিতীয় মতে, এই বাক্যের অর্থ, জগৎই ব্রহ্ম, ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় তত্ত্ব নহে, জগৎ ব্রহ্মের বাস্তব-বাহ্যিক-অভিব্যক্তি, এবং ব্রহ্মেরই ন্যায় সত্য। উভয় মতবাদই 'ব্রহ্ম ও জগৎ' এই দুইটী তত্ত্ব লইয়া আরম্ভ করিয়াছে। এস্থলে প্রশ্ন এই:—দুই তত্ত্ব হইতে এক তত্ত্বে উপনীত হওয়া সম্ভব কি প্রকারে? দুইটী উপায় আছে—হয় জগৎকে সম্পূর্ণ মিথ্যা পরিগণিত করা, নয় জগৎকে ব্রহ্মে পরিণত করা। প্রথম মতবাদ প্রথম উপায় এবং দ্বিতীয় মতবাদ দ্বিতীয় উপায়

গ্রহণ করিয়াছে। প্রথম মতবাদ জগৎকে মিথ্যা বলিয়া গ্রহণ করিয়া বলিয়াছে:—"ব্রহ্মই একমাত্র সত্য"। দৃষ্টান্ত—সূর্য ও জলস্থ সূর্য-প্রতিবিম্ব—এস্থলে সূর্যই একমাত্র তত্ত্ব, প্রতিবিম্ব দ্বিতীয় তত্ত্ব নহে, মিথ্যা মাত্র। দ্বিতীয় মতবাদ জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়া বলিয়াছে "ব্রহ্মই একমাত্র সত্য"। দৃষ্টান্ত—মৃৎপিণ্ড ও মৃন্ময় ঘট—এস্থলেও মৃত্তিকাই একমাত্র সত্য, মৃন্ময় ঘট মৃত্তিকাভিন্ন দ্বিতীয় তত্ত্ব নহে, মৃত্তিকা-মাত্র। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ব্রহ্মজ্ঞা বাকের জ্ঞান অভাবাত্মক নহে, ভাবাত্মক। তিনি জগতের মিথ্যাত্ব উপলব্ধি না করিয়া, উহার ব্রহ্ম-স্বরূপত্বই উপলব্ধি কবিয়া ছিলেন। সেই জন্যই তিনি এরূপ বলেন নাই যে—'আমি (অর্থাৎ ব্রহ্ম) কিছুই নহি, দেবমানব, স্বর্গমর্ত্য কিছুই নহি'; উপরন্তু বলিয়াছেন আমি সকলই—রুদ্র, বসু, আদিত্য, বিশ্বদেব প্রমুখ দেবগণ, ভোক্তা, দ্রষ্টা, শ্রোতা জীবগণ সকলই আমি।' পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বৈদিক নারী ঋষিগণ ও এই পার্থিব জগতের প্রতিই সমধিক অনুরাগিণী ছিলেন। তজ্জন্য ব্রহ্মজ্ঞা হইয়াও বাক্ পৃথিবীকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করিতে, সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন নাই,—এই মর জগতের মধ্যেই অমরত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এই জড়া, ক্ষুদ্রা, ধরণীর ধূলাতেই জ্ঞানস্বরূপ, মহান্, নিরঞ্জন পুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন।

সাধারণ ভাবে, সেই সময়ের নারীগণেব শিক্ষাদীক্ষার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নারী ঋষিগণের সূক্তাবলী। ভাবের নবীনতায়, ভাষার সরসতায় ও মাধুর্যে ইহারা জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্যসংগ্রহের মধ্যে অন্যতম প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে।

এইরূপে, নারী ঋষিগণের সূক্তাবলী হইতেই বৈদিক সমাজের নারীদের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে বহু জ্ঞানলাভ করা যায়। সংক্ষেপে বলা চলে যে, বৈদিক যুগে নারীর যে সর্বতোভাবে উন্নত অবস্থার

কথা আমরা অন্যান্য প্রমাণ হইতেও জানিতে পারি, তাহারই একটী উজ্জ্বল, মনোরম চিত্র নারী ঋষিগণ তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধা, সুগভীরা অনুভূতি, তাঁহাদের নারীজনোচিত লালিত্য ও অকাপট্য সহকারে আমাদের চক্ষের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

সংস্কৃত নারী কবি

সংস্কৃত নারী কবিগণ নানা বিষযে কবিতা রচনা করেন—যথা, (১) দেবতা, (২) মনুষ্য, (৩) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বর্ণন, (৪) প্রেম, (৫) পশুপক্ষী, পতঙ্গাদি, (৬) প্রকৃতি, (৭) ঋতু, (৮) বৃক্ষ ও পুষ্পাদি, (৯) জড়বস্তু, (১০) দর্শন, (১১) ধর্ম, (১২) বিবিধ।

এই সকলের মধ্যে প্রেমবিষয়ক কবিতা সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক। ন্যূনাধিক চল্লিশটী কবিতা প্রেমমূলক। কেহ কেহ কেবল প্রেমের বিষয়েই কবিতা রচনা করিয়াছেন। প্রেমের সকল অবস্থাই নারীগণের সুনিপুণ তুলিতে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। যথা, কলহ, মান, দূতীপ্রেরণ, ঈর্ষ্যা, মানভঞ্জন, মিলন প্রভৃতি। বিবিধ প্রকারের প্রেমও চিত্রিত হইয়াছে। যথা, নববধূর লজ্জানম্র নবীন প্রেম, গ্রাম্যার প্রগল্ভ স্থূল প্রেম, অভিসারিকার উপযাচিত নির্লজ্জ প্রেম, অসতীর গুপ্ত অবৈধ প্রেম। এই শেষোক্ত প্রেম বিষয়ে বহু কবিতাই নারী কবিগণ রচনা করিয়াছেন, এবং কোনোস্থানেই ইহাকে ঘৃণার বস্তু বলিয়া নিন্দা করা হয় নাই। নারী কবিগণ অধিকাংশ স্থলেই প্রেমের স্থূল দিকের প্রতিই জোর দিয়াছেন। ইহা অবশ্য সংস্কৃত প্রেমের কবিতা-রচয়িতৃগণের অধিকাংশের কবিতাতেই দৃষ্ট হয়। নারী কবিগণ কোনো কবিতাতেই পুরুষের প্রতি কোনোরূপ কটাক্ষপাত বা দোষারোপ করেন নাই। সুগভীর বিরহ-দুঃখের মধ্যেও তাঁহারা পুরুষকে দোষী না করিয়া সকল দোষ নিজেদের স্কন্ধেই আরোপ করিয়াছেন।

প্রেমের পরে, নারীর সৌন্দর্য বর্ণনাও নারী কবিগণের প্রিয় বিষয়বস্তু ছিল। ন্যূনাধিক কুড়িটী কবিতায় তাঁহারা নারীদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য অঙ্কন করিয়াছেন। কেশ হইতে নখ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরই বর্ণনা আছে। যথা, স্নানান্তে, কেশ, ভ্রূ, চক্ষু, কটাক্ষ, তিলক, নাসিকা, অধর, কণ্ঠ, মুখ, বাহু, বক্ষ, কটিদেশ, পদ, পদনখাঙ্গুলি প্রভৃতি। পুরুষের সৌন্দর্য সম্বন্ধে কেবল দুই একটী কবিতা আছে।

বিভিন্ন প্রকারের মনুষ্য বর্ণনাও নারী কবিগণের কবিতায় দৃষ্ট হয়। যথা, রাজা, কবি, লোভী, কৃপণ, খল ও কুষ্ঠরোগী। এই বিষয়ে ন্যূনাধিক উনিশটী কবিতা পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে রাজার বর্ণনা ও স্তুতিই সমধিক সংখ্যক। বারটীই এই বিষয়ের। তাহার কারণ সম্ভবতঃ ইহাই যে, নারী কবিগণের মধ্যে অনেকেই দেশের রাজার সভাকবি ও আশ্রিতা ছিলেন। রাজার ভীষণ শাসক মূর্ত্তিই তাঁহারা অধিকাংশ কবিতায় (দশটীতে) চিত্রিত করিয়াছেন—যে রাজা শত্রুর সংহারক, যিনি দুষ্টের দমনকারী ও শিষ্টের পালক, যিনি ধর্ম ও নীতির স্তম্ভস্বরূপ। রাজার সৌন্দর্য ও ক্রীড়াশীল কোমল মূর্ত্তির চিত্র আছে কেবল দুইটী কবিতায়।

যুগে যুগে কবিগণের কবিত্ব প্রতিভার উৎস চিরপুরাতনী, চির-নবীনা প্রকৃতি দেবী। সংস্কৃত নারী কবিগণও প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্যে উদ্বুদ্ধা হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রকৃতি ও ঋতু বিষয়ে যথাক্রমে ন্যূনাধিক দশ ও নয়টী কবিতা রচনা করেন। যথা, উষা, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, প্রভাতবায়ু, চন্দ্রোদয়, তারকাবলী, গর্জনশীল মেঘ; এবং গ্রীষ্ম, বর্ষা ও বসন্ত। উষাকে কন্দর্পপুত্রী, প্রভাতবায়ুকে রসিক প্রেমিক, রাত্রিকে আরতিকারিণীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, পুষ্প প্রভৃতি বিষয়ে নারী কবিগণের বিশেষ

আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। সিংহ, অশ্ব, কাক, ভ্রমর, কেতকী, চম্পক, নিম্ব, বৃক্ষ; ধূপ, দীপ, দুগ্ধ, সমুদ্র প্রভৃতি বিষয়ে এক একটী করিয়া কবিতা আছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি রূপক মাত্র।

পার্থিব, দৃশ্য জগতের বিভিন্ন রূপের প্রতিই সংস্কৃত নারী কবিগণ সমধিক আগ্রহশীলা ছিলেন, অপার্থিব অদৃশ্য জগতের প্রতি নহে। সেইজন্য দার্শনিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় কবিতা অতি অল্পই পাওয়া যায়। হৃদয়েশ্বরের প্রেমেই ছিলেন তাঁহারা বিভোরা, জগদীশ্বরের ধ্যানের তাঁহাদের আর অবসর কই? আধ্যাত্মিক দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব আলোচনা অপেক্ষা প্রাত্যহিক বিরহমিলন, হাসিকান্নার চিন্তাই ছিল তাঁহাদেব নিকট অধিকতর গুরুত্বপূর্ণা। দার্শনিক দিক্ হইতে, তাঁহারা দৈবেব উপর ন্যূনাধিক পাঁচটী কবিতা রচনা করেন—একটীতে জাগতিক বস্তুর ক্ষণিকত্ব, এবং অবশিষ্ট কয়েকটীতে দৈববিড়ম্বনা, মানুষের অবস্থা পরিবর্ত্তন, ও দৈবচক্রের নিষ্পেষণে মানবের অসহায় অবস্থার কথা সুন্দর ভাবে বর্ণিত আছে। ধর্মের দিক্ হইতে, পরলোক-চিন্তাব বিষয়ে একটী মাত্র কবিতা আছে। ইহা ব্যতীত, শিব, কৃষ্ণ, হরি, সরস্বতী, সুমীনাক্ষী ও অবলোকিতেশ্বরের স্তুতিও পাওয়া যায়।

বৈদিক নারী ঋষিগণের ন্যায় সংস্কৃত নারী কবিরাও দার্শনিকা অথবা ধর্মপ্রচারিকা ছিলেন না। কবিতার মাধ্যমিকতায় কোনোরূপ দর্শন, ধর্ম, মোক্ষ, নীতি, বা জ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা, উচ্চা, দুর্বোধ্যা বাণী প্রচারের কোনো উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা ছিলেন রক্তমাংসে গঠিতা নারী, প্রেমের ও প্রকৃতির পূজারিণী, সৌন্দর্যেব উপাসিকা—কেবল কবি, প্রচারিকা নহেন। এই সুখদুঃখময় মাটীর পৃথিবীকেই তাঁহারা সর্বমনঃপ্রাণে ভালবাসিয়াছিলেন, ও একান্ত-ভাবে কামনা করিয়াছিলেন। ধরণীর ধূলার মধ্যেও তাঁহারা মরমী দৃষ্টিতে যাহা কিছু সৌন্দর্য, মাধুর্য ও আনন্দ আবিষ্কার করিয়াছিলেন,

তাহাই তাঁহারা তাঁহাদের কবিতায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—কোন অপার্থিব গূঢ় তত্ত্ব নহে। তাঁহাদের কারবার ছিল হৃদয়ের সঙ্গে, মস্তিষ্কের সঙ্গে নহে; তাঁহাদের কবিতা অনুভবেরই বস্তু, দর্শনালোচনার নহে। এই বিষয়ে যে বৈদিক নারী ঋষিগণের সহিত সংস্কৃত নারী কবিগণের পূর্ণ সাদৃশ্য বর্তমান, তাহা পূর্বেই দর্শিত হইয়াছে। অবশ্য, তুলনায় বৈদিক নারী ঋষিগণের সূক্তসমূহ অধিকতর স্থূল, স্পষ্ট, সজোর ও অসঙ্কোচ—ভাবালুতার ধোঁয়া তাহাতে নাই। প্রকৃত কথা বলার মত সাহস তাঁহাদের ছিল।

প্রাকৃত নারী কবি

প্রাকৃত নারী কবিগণও প্রেমবিষয়ক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। প্রেমিকপ্রেমিকার সুখ ও দুঃখ, সিদ্ধি ও বিঘ্ন, ঔদার্য ও ঈর্ষ্যা প্রভৃতি প্রাত্যহিক বিষয়ে তাঁহারা অতি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। অলঙ্কার প্রোক্ত অষ্টবিধ নায়িকাভেদের মধ্যে তাঁহারা পাঁচটীর সম্বন্ধে কবিতা রচনা করেন। যথা, স্বাধীনপতিকা, প্রোষিতভর্তৃকা, খণ্ডিতা কলহান্তরিতা ও বিরহোৎকণ্ঠিতা। প্রগল্ভা অসতী নারী ও মধুরস্বভাবা ক্ষমাশীলা নায়িকার চিত্রও আমরা পাই দুইটি কবিতায়। বৈদিক নারী ঋষি ও সংস্কৃত নারী কবিগণের ন্যায়, প্রাকৃত নারী কবিগণের নিকটও ছিল পার্থিব প্রেমই শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু। কিন্তু সাধারণতঃ প্রেমের স্থূল দৈহিক দিক্ তাঁহারা চিত্রিত করেন নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৈদিক নারী ঋষি

প্রখ্যাত বেদজ্ঞ ঋষি শৌনক তাঁহার "বৃহদ্দেবতা" নামক ঋগ্বেদ বিষয়ক গ্রন্থে (২, ৮৯-৯১) সপ্তবিংশতি নারী ঋষির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। শৌনক ইঁহাদের তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) যাঁহারা দেবতাগণের স্তুতিমূলক সূক্ত রচনা করিয়াছেন। যথা, ঘোষা, গোধা, বিশ্ববারা, অপালা, উপনিষদ্, নিষদ্, ব্রহ্মজায়া জুহূ, অগস্ত্যসহোদরা, এবং অদিতি—এই নয়জন। (২) যাঁহারা দেবতা, ঋষি ও রাজগণের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। যথা, ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রমাতা, সরমা, রোমশা, উর্বশী, লোপামুদ্রা, নদী, যমী এবং শশ্বতী—এই নয় জন। (৩) যাঁহারা নিজেদের উদ্দেশ্যেই সূক্ত রচনা করিয়াছিলেন। যথা, শ্রী, লাক্ষা, সার্পরাজ্ঞী, বাক্, শ্রদ্ধা, মেধা, দক্ষিণা, রাত্রি ও সূর্যা—এই নয় জন। সুবিখ্যাত বেদভাষ্যকার সায়ণও উপরি উক্ত সপ্তবিংশতি নারী ঋষি ব্যতীত আরো দুই জনের নামোল্লেখ করিয়াছেন, যথা, শিখণ্ডিনী ও বসুক্রপত্নী (সিকতা নিবাবরী সম্বন্ধে নিম্নে দেখুন)। কেবল ঋগ্বেদেই নারী ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়, অন্যান্য কোনো বেদে নহে।

উপরি উক্ত বৈদিক নারী ঋষিদের ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত নামগুলির মধ্যে কয়েকটী প্রাকৃতিক বস্তু বা মানসিক ধর্মের নাম বলিয়াই মনে হয়—যথা, নদী, রাত্রি, সূর্যা, বাক্, শ্রদ্ধা, মেধা, দক্ষিণা। পুনরায়, অপর কয়েকটী পৌরাণিক নাম মাত্র—যথা, অদিতি, ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রমাতা, উর্বশী, যমী, শচী। কিন্তু এই সকল সূক্তের ঋষিগণের ঐতিহাসিক

সত্যতা সম্বন্ধে দ্বিমত থাকিলেও, ইহা নিঃসন্দেহ যে, বৈদিক যুগে কতিপয় মহীয়সী সুকবি নারীঋষির সত্যই আবির্ভাব হইয়াছিল; নতুবা পরবর্তি যুগে শৌনক, সায়ণ প্রমুখ সুধীবর্গ তাঁহাদিগকে অকারণে "ব্রহ্মবাদিনী" ও "ঋষি" নামে অভিহিত করিতেন না। শৌনক ও সায়ণ উল্লিখিত নারীঋষিগণের সূক্তাবলীর সায়ণ-ভাষ্যানুসারী অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল[১]।

(১) ঘোষা[২]

অশ্বিনী দেবতাদ্বয়ের নিকট প্রার্থনা

[কুষ্ঠরোগগ্রস্তা, বয়ঃপ্রাপ্তা, রাজকুমারী ব্রহ্মবাদিনী ঘোষা রোগমুক্তি ও পতিপুত্রলাভের জন্য স্বর্বৈদ্যদ্বয়ের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন[৩]।]

সূক্ত ৩৯

১। হে অশ্বিনীদ্বয়! অতি পুরাকাল হইতেই পিতার নামের ন্যায় শ্রদ্ধেয় নাম সহকারে আমরা তোমার গৌরবোজ্জ্বল, সর্বত্র ভ্রমণশীল, সুষ্ঠু আবর্তনশীল, এবং প্রত্যুষ ও সন্ধ্যায় উপাসকবৃন্দের অর্চনীয় সেই রথকে আহ্বান করি।

২। হে অশ্বিনীদ্বয়! আমাদের সত্য বাক্য সকল প্রেরণ কর, পুণ্য কর্মসমূহ সিদ্ধ কর, বহুলা প্রজ্ঞা অনুপ্রাণিত কর—ইহাই

(১) সংগ্রহ করিতে না পারায়, উপনিষদ্, নিষদ্ ("প্রধারয়ন্তু মধুনো ঘৃতস্য" ইত্যাদি খিলের ঋষিদ্বয়), এবং লাক্ষা (অষ্টম মণ্ডলের ৫১ সূক্তের পরবর্তী খিলের ঋষি), এই তিনজনের সূক্তের অনুবাদ প্রদান করা সম্ভবপর হইল না।

(২) দশম মণ্ডল, সূক্ত ৩৯,৪০

(৩) ঘোষার প্রার্থনা সিদ্ধ হইয়াছিল, এবং তিনি সুহস্ত্য নামক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। সুহস্ত্য ১০-৪১ সূক্তের ঋষি।

আমাদের কামনা। আমাদের ভজনীয় ধনাদি দান কর, এবং কল্যাণময় সোমের ন্যায় আমাদের ধনিজনসমাজে স্থান দান কর।

৩। হে নাসত্যদ্বয়[১]! যে রমণী[২] (পিতৃ) গৃহে বার্দ্ধক্যপ্রাপ্তা হইতেছে, তোমরাই তাহার সৌভাগ্যের প্রতীক[৩]। তোমরাই ক্ষুধাক্লিষ্ট জনের সহায়; তোমরাই অধম, অন্ধ ও দুর্বল জনের রক্ষক। তোমরা উভয়ে যজ্ঞের ভিষক নামে অভিহিত হও।

৪। জীর্ণ রথসদৃশ বৃদ্ধ চ্যবনকে[৪] তোমরাই চলনশক্তির নিমিত্ত নবযৌবন প্রদান করিয়াছিলে। তোমরা তুগ্রপুত্রকে[৫] জল হইতে উত্তোলন করিয়াছিলে। আমাদের যজ্ঞস্থলে তোমাদের এই সকল কার্যাবলী বিশেষ প্রশংসার সহিত উল্লেখযোগ্য।

৫। হে অশ্বিনীদ্বয়! তোমাদের প্রাচীন বীর্যকাহিনী আমি জনসমাজে প্রচার করি। তোমরাই সুখপ্রদায়ক ভিষকপ্রবর। আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমরা তোমাদেরই স্তবনীয় বলিয়া মনে করি, যাহাতে, হে নাসত্যদ্বয়! এই শত্রু[৬] তোমাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হয়।

৬। আমি তোমাদের আহ্বান করি। হে অশ্বিনীদ্বয়! আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর; মাতাপিতা যেরূপ পুত্রকে ধন দান করেন,

(১) "নাসত্য" শব্দের অর্থ "নাসিকাজাত", অথবা "অসত্য বিহীন"। ইহা দ্বারা অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বুঝায়। (২) ঘোষা স্বয়ং।

(৩) অর্থাৎ, তোমাদের কৃপাতেই আমি রূপলাবণ্যমণ্ডিতা হইয়া বিবাহযোগ্যা হইব।

(৪) বৃদ্ধ চ্যবন ঋষি রাজকন্যা সুকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং অশ্বিনী-দ্বয়ের কৃপায় পুনর্যৌবন লাভ করিয়াছিলেন।

(৫) তুগ্রপুত্র ভুজ্যুকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় সমুদ্রমজ্জন হইতে রক্ষা করেন।

(৬) অথবা, যজমান (সায়ণ)।

সেরূপ তোমরাও আমাকে ধন দান কর। আমি আত্মীয়বান্ধবহীনা অনাথা রমণী। অনতিবিলম্বে আমাকে এই অভিশাপ[১] হইতে পবিত্রাণ কর।

৭। তোমরা রথে করিয়া পুরুমিত্র-দুহিতা শুন্ধ্যুকে বিমদের নিকট আনয়ন করিয়াছিলে। তোমরা বধ্রিমতীর আহ্বানে তাহার নিকট আবির্ভূত হইয়াছিলে, এবং বহু প্রজ্ঞামতী সেই রমণীকে সুসন্তান দান করিয়াছিলে[২]।

৮। ঋষি কলির বার্দ্ধক্য আসন্ন হইলে, তোমরা তাহাকে পুন-র্যৌবন দান করিয়াছিলে। তোমরা বন্দনকে[৩] কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে। তোমরা বিশ্‌পলাকে[৪] নিমেষ মধ্যে চলনশক্তি প্রদান করিয়াছিলে।

৯। হে বর্ষণকারী অশ্বিনীদ্বয়! তোমরা গুহাস্থ মুমূর্ষু রেভকে[৫] উদ্ধার করিয়াছিলে, তোমরা অত্রির[৬] জন্য তপ্ত অগ্নিকুণ্ড শীতল করিয়াছিলে। তোমরা সপ্তবধ্রিকে[৭] মুক্তি প্রদান করিয়াছিলে।

(১) কুষ্ঠরোগ।

(২) সায়ণের মতে, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু বধ্রিমতীর হস্ত ছেদন করিলে, তাহার আহ্বানে অশ্বিনীকুমারদ্বয় উপস্থিত হইয়া তাহাকে হিরণ্ময় হস্ত প্রদান করেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কৃপায় বধ্রিমতীর ক্লীব স্বামী বীর্য্যবান্ হন, এবং তাঁহাদের হিরণ্যহস্ত নামক পুত্র জন্মে।

(৩) সায়ণের মতে, বন্দন ঋষি পত্নীবিয়োগবিধুর হইয়া কূপে ঝাঁপ দিয়াছিলেন।

(৪) বিশ্‌পলা খেলরাজার সৈন্যদলে স্ত্রীযোদ্ধা ছিলেন। সংগ্রামে শত্রুগণ তাহার জঙ্ঘা ছেদন করিলে, অশ্বিনীদ্বয় তাঁহাকে লৌহজঙ্ঘা প্রদান করিয়া চলনশক্তিমতী করেন (সায়ণ)।

(৫) অসুর কর্ত্তৃক গুহায় নিহিত রেভ ঋষিকে অশ্বিনীদ্বয় উদ্ধার করেন (সায়ণ)।

(৬) অশ্বিনীকুমারদ্বয় বৃষ্টি দ্বারা অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত করেন (সায়ণ)।

(৭) সপ্তবধ্রি ঋষিকে রাজা কোনো দোষের জন্য কাষ্ঠপেটিকায় আবদ্ধ করিয়া রাখিলে অশ্বিনীদ্বয় তাঁহার রক্ষার জন্য পেটিকা উদ্‌ঘাটন করেন (সায়ণ)।

১০। হে অশ্বিনীদ্বয়! তোমরা পেদুকে নিরানব্বইটী অশ্বের সহিত, একটী বলবান, ভজনীয়, ধনের ন্যায় সুখপ্রদায়ক শ্বেত অশ্বও দান করিয়াছিলে—যে অশ্বটী অত্যন্ত যুদ্ধদক্ষ ছিল এবং শত্রুগণ সুহৃদ্বর্গকে পলায়নে বাধ্য করিত।

১১। হে অশ্বিনীদ্বয়! হে স্তোত্রস্তুতমার্গানুসারী[১], ভজনীয়, ধনশীল, নৃপতিদ্বয়! পত্নীসহ যে ব্যক্তিকে তোমরা রথের সম্মুখে স্থাপন কর[২], তাহার কোনোদিক হইতেই পাপ, দুর্গতি অথবা ভয়ের সম্ভাবনা নাই।

১২। হে অশ্বিনীদ্বয়! তোমাদের রথে আগমন কর—যে রথ ঋভুগণ তোমাদের জন্য নির্মাণ করিয়াছিলেন, যাহা মন হইতেও অধিকতর বেগবান্, যাহার সংযোগে স্বর্গদুহিতার (উষার) জন্ম, এবং বিবস্বান্ হইতে শুভ দিন ও রাত্রির উদ্ভব।

১৩। হে অশ্বিনীদ্বয়! তোমাদের জয়শীল রথে পর্বতাভিমুখী মার্গে আরোহণ কর। তোমরা শযুর[৩] গাভীকে পুনর্যৌবন দান করিয়াছিলে। তোমরা কর্ম[৪] দ্বারা বৃকগ্রসিত চটকা পক্ষীকে[৫] বৃকমুখ হইতে উদ্ধার করিয়া মুক্তি প্রদান করিয়াছিলে।

১৪। হে অশ্বিনীদ্বয়! তোমাদের জন্য আমরা এই স্তুতি রচনা করিয়াছি। যেরূপ ভৃগুগণ তোমাদের রথ নির্মাণ করিয়াছেন, সেইরূপ আমরাও তোমার স্তুতিবাদ রচনা করিয়াছি। নিত্য যাগাদিকারী

---

(১) যে মার্গ স্তোত্রাদিতে প্রশংসিত হইয়াছে, সেই মার্গানুসারী।

(২) অর্থাৎ, যাহাদের তোমরা স্বয়ংবরে সম্মিলিত কর (সায়ণ)।

(৩) শযু ঋষির বৃদ্ধা গাভীকে অশ্বিনীদ্বয় দুগ্ধবতী ও বৎসবতী করিয়াছিলেন (সায়ণ)।

(৪) অথবা প্রজ্ঞা দ্বারা (সায়ণ)।

(৫) গ্রিফিথের মতে, আলোক দেবতা অশ্বিনীদ্বয় বৃকরূপ রাত্রির মুখ হইতে উষারূপ পক্ষীকে উদ্ধার করেন।

তনযের ন্যায়, আমরা ইহাকে (অর্থাৎ, স্তুতিবাদকে) পালন করিয়াছি; এবং জাযার ন্যায় ইহাকে সুসজ্জিত করিযাছি।

সূক্ত ৪০

১। হে কর্মনেতৃদ্বয়! কোন্ যজমান্ কোন্ দেশে স্বীয় মঙ্গলের জন্য যজ্ঞে স্তুতিদ্বারা তোমাদের দীপ্তিমান্, প্রাতঃকালে সঞ্চরণশীল অর্থাৎ) যজ্ঞাভিমুখী), সর্বব্যাপী, সকল ব্যক্তির নিকট প্রত্যহ ধন আনয়নকারী রথ বন্দনা করে[১]?

২। হে অশ্বিনীদ্বয়! তোমরা রাত্রে কোন্ স্থানে অবস্থান কর? তোমরা দিবসে কোন্ স্থানে অবস্থান কর? কোন্ স্থানে তোমরা গমন কর? কোন্ স্থানে তোমরা বাস কর? কে তোমাদের তাহার (অর্থাৎ যজমানের) নিকট যজ্ঞে একই স্থানে আনয়ন করে, যেরূপ মৃতভর্তৃকা নারী দেবরকে শয্যাভিমুখে আকর্ষণ করে, যেরূপ বধূ বরকে নিকটে আনযন করে?

৩। হে নেতৃদ্বয়! প্রাচীন নৃপতিদ্বয়ের ন্যায়, তোমরাও প্রাতঃ-কালে বন্দীর গানে স্তুত হও। হে পূজার্হ! তোমরা প্রত্যহ যজমানের মন্দিরে গমন কর। কোন্ যজমানের পাপ তোমরা ধ্বংস কর? কোন্ যজমানের হোমাদিতে তোমরা রাজকুমারের ন্যায় গমন কর?

৪। হে অশ্বিনীদ্বয়! মত্তহস্তিদ্বয়শিকারী ব্যাঘ্রের ন্যায়, আমরা অহোরাত্র তোমাদের হোমাদিদ্বারা তর্পণ করি[২]। হে নেতৃদ্বয়!

(১) অর্থাৎ, সেই সকল যজমান্ শীঘ্রই তোমাদের সাক্ষাৎ লাভ করে; কিন্তু অজ্ঞ আমার নিকট আসিতে তোমরা বিলম্ব করিতেছ (সায়ণ)।

(২) শিকারী যেরূপ দিবারাত্র শিকার অনুসরণ করে, সেইরূপ আমরাও রাত্রিদিন তোমাদের আহ্বান করি।

যজমান যথাকালে তোমাদের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করে। হে শুভ বৃষ্টিজলের অধিপতি! জনগণকে অন্নদান কর।

৫। হে অশ্বিনীদ্বয়! হে নেতৃদ্বয়! নৃপ কক্ষিবানের কন্যা. সেবমানা ঘোষা, আমি তোমাদের বলিতেছি, আমি তোমাদের অনুরোধ করিতেছি: আমার যজ্ঞে তোমরা দিবসে উপস্থিত থাকিও, এবং রাত্রিতেও সমুপস্থিত হইও। অশ্বযুক্ত ও রথযুক্ত আমার ভ্রাতুষ্পত্রকে কৃপাদানে সমর্থ হইও[১]।

৬। হে মেধাবী অশ্বিনীদ্বয়! তোমাদের রথের নিকটে অবস্থান কর, ইহা স্তোতার যজ্ঞের প্রতি চালিত কর, যেরূপ কুৎস[২] মানবাভিমুখে তাঁহার রথ চালিত করিযাছিলেন। হে অশ্বিনীদ্বয়! যেরূপ নারী বিশুদ্ধ মধু বহন করে, সেইরূপ মক্ষিকাও তোমাদের মধু মুখে বহন করে[৩]।

৭। হে অশ্বিনীদ্বয়! তোমরা ভুজ্যুকে[৪] উদ্ধার করিয়াছিলে। তোমরা বশকে[৫] উদ্ধার করিয়াছিলে। তোমরা শিঞ্জারের[৬] নিকট কমনীয়া স্তুতি শ্রবণের জন্য আগমন করিয়াছিলে। হবিপ্রদাতা যজমান তোমাদের সখ্যলাভ করে। এবং আমিও তোমাদের আশ্রয়েই সুখের অভিলাষ করি।

৮। হে অশ্বিনীদ্বয়! তোমরা দুর্বল[৭] জনকে রক্ষা কর; তোমরা শয়ুকে[৮] রক্ষা করিয়াছিলে; তোমরা বিধি অনুযায়ী সেবমান জন

---

(১) গ্রিফিথের মতে, "বহু অশ্ববান, রথারূঢ় সামন্তকে পতি রূপে পাইতে আমাকে সাহায্য কর।" (২) কুৎস ইন্দ্রের সহিত শুষ্ণ দৈত্যকে জয় করিয়াছিলেন (সায়ণ)।

(৩) অর্থাৎ, অশ্বিনীদ্বয়ের আগমনে দিবসোদ্গম হইলে মক্ষিকা মধুপানে প্রবৃত্ত হয়। (৪) সূক্ত ৩৯-৪। (৫) হস্তিবলের দ্বারা শত্রু কর্তৃক পরাজিত বশ নামক রাজাকে অশ্বিনীদ্বয় রক্ষা করেন (সায়ণ)। (৬) সায়ণের মতে শিঞ্জার অত্রির নাম। সূক্ত ৩৯-৯ দেখুন। (৭) অথবা 'কৃশ' নামক ব্যক্তিকে (সায়ণ)। (৮) ৩৯-১৩ দেখুন।

এবং বিধবাকে[১] রক্ষা কর। হে অশ্বিনীদ্বয়! হবিদাতৃগণের জন্য তোমরা সপ্তমুখসমন্বিত[২] গর্জনশীল মেঘের দ্বার উদ্‌ঘাটিত ক [৩]।

৯। হে অশ্বিনীদ্বয়! তোমাদের প্রাসাদে এই রমণীর[৪] জন্ম হইয়াছে, কন্যাকামী পতি তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হউন। এইরূপ কন্যাকামীর জন্য বৃষ্টিপাতের পরে ওষধি সকল প্রাদুর্ভূত হউক, তাঁহার জন্য নদীসমূহ যেন অতিবেগে প্রবাহিত হয়, অজেয় তিনি ভোগসমর্থ পতি হউন।

১০। হে অশ্বিনীদ্বয়! যে সকল পতি তাঁহাদের পত্নীগণেব জীবনের জন্য রোদন করেন[৫] (সেই সকল পত্নী পতিগণকে) যজ্ঞে নিবিষ্ট করেন। তাঁহারা (পতিগণ) তাঁহাদিগকে (পত্নীগণকে) দীর্ঘভুজ দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন, এবং পিতৃগণকে বাঞ্ছিত অপত্য সংপ্রেরণ করেন। আলিঙ্গিত হইবার জন্য, পত্নীগণ পতিগণকে সুখপ্রদান করেন।

১১। আমরা তাহার (পতির) এই সুখের বিষয় কিছুই জানি না। সেই (সুখের বিষয় আমাকে) সুষ্ঠুভাবে বল। তরুণ পতি বধূগৃহে বাস করেন[৬]। হে অশ্বিনীদ্বয়! আমরা যেন প্রিয়তম, তরুণ, পৌরুষমণ্ডিত, বীর্যবান্ পতির গৃহে গমন করি—ইহাই আমাদের কামনা।

১২। হে অন্নধনবান্, উদকস্বামী, অশ্বিনীদ্বয়! তোমাদের শুভ কামনা আমাদের উপর বর্ষিতা হউক; আমাদের মনোভিলাষ পূর্ণ

---

(১) সায়ণের মতে, বধ্রিমতী। ৩৯-৭ দেখুন। (২) অথবা সর্পণশীল দ্বার বিশিষ্ট (সায়ণ)। (৩)। অর্থাৎ বৃষ্টিবর্ষণ কর।

(৪) সায়ণের মতে, এই রমণী স্ত্রীগুণোপেতা, সুভগা ঘোষা স্বয়ং। অর্থাৎ, বিবাহেচ্ছুকা ঘোষা পতি প্রার্থনা করিতেছেন।

(৫) অর্থাৎ, যাঁহারা পত্নীর দীর্ঘজীবন কামনা করেন (সায়ণ)।

(৬) আক্ষরিক অনুবাদ প্রদত্ত হইল না।

হউক। তোমরাই আমার রক্ষকস্থানীয়। আমরা যেন প্রিয়া হইয়া পতিগৃহ প্রাপ্তা হই।

১৩। যে তোমাদের স্তুতি করিতে অভিলাষিণী, সেই আমাকে আমার পতিগৃহে সানন্দচিত্তে পুত্রাদির সহিত ধন দান কর। হে উদকস্বামিদ্বয়! (পতিগৃহ) গমন কালে, (আমার জন্য) তীর্থের জল পানযোগ্য কর; মার্গস্থ বৃক্ষাদি অপসরণ কর; দুর্বুদ্ধি শত্রু হনন কর।

১৪। হে দর্শনীয়, উদকপতি অশ্বিনীদ্বয়! কোন্ স্থানে, কোন্ প্রজাগণের মধ্যে, অদ্য তোমরা আনন্দ লাভ করিতেছ? বর্তমানে কে তোমাদের অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে? কোন্ ঋষি (অথবা যজমানের) গৃহে তোমরা গমন করিযাছ[১]?

(২) গোধা[২]

ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে স্তব

[ব্রহ্মবাদিনী গোধা যজ্ঞক্ষেত্রে ইন্দ্রের অর্চনা করিতেছেন]

৬। ছাগ যেরূপ সম্মুখবর্তি পদ দ্বারা শাখা আকর্ষণ করে, সেরূপ, হে মঘবা (ধনবান্)! তুমিও শত্রুকে আকর্ষণ কর[৩]। দেবী জনয়িত্রী তোমাকে জন্ম দিয়াছেন, কল্যাণী জনয়িত্রী তোমাকে জন্ম দিয়াছেন[৪]।

৭। হে দেবগণ! আমরা (তোমাদের বিষয়ে) কিছুই হিংসা করি না, আমরা (তোমাদের) কিছুই অসন্তোষ উৎপাদন করিনা[৫],

---

(১) অর্থাৎ, আমার নিকট আবির্ভূত হইতেছ না কেন?

(২) দশম মণ্ডল, সূক্ত ১৩৪, ঋক্ ৬ শেষার্দ্ধ ও ঋক্ ৭, বৃহদ্দেবতা ও সায়ণ ভাষ্যের মতানুসারে। (৩) পূর্বার্দ্ধে ঋষি মান্ধাতা ইন্দ্রের শক্তিকে দীর্ঘ অঙ্কুশরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। (৪) এই শ্লোকার্ধটী সপ্তম শ্লোক ব্যতীত অপর সকল শ্লোকের শেষেই পঠিত হইয়াছে। (৫) যজ্ঞাদি কর্মে অবহেলা পূর্বক (সায়ণ)।

আমরা শ্রুতিতে মন্ত্রাকারে প্রতিপাদিত (তোমাদের) কর্ম করি[১]। আমরা এই যজ্ঞে পক্ষ এবং কক্ষ (বা বাহুর মধ্যভাগ) দ্বা' ! তোমাকে ধরিয়া রাখি[২]।

(৩) বিশ্ববারা[৩]

অগ্নির উদ্দেশ্যে স্তব

[অত্রিগোত্রোৎপন্না বিশ্ববারা অগ্নির স্তুতি গান করিতেছেন]

১। সম্যক্ ভাবে প্রজ্বলিত অগ্নি অন্তরীক্ষে তেজ বিকীর্ণ করিতেছেন, এবং উষার অভিমুখী হইয়া বিস্তীর্ণভাবে দীপ্তি পাইতেছেন। পূর্বদিগভিমুখিনী বিশ্ববারা স্তোত্র দ্বারা দেবগণের অর্চনা করিতে করিতে, ঘৃতপূর্ণ যজ্ঞহাতা লইয়া[৪], (অগ্নির নিকট) গমন করিতেছেন।

২। হে অগ্নি! সম্যগ্ভাবে প্রজ্বলিত হইয়া তুমি অমৃত (অর্থাৎ, জলের) প্রভু হও, তুমি যজমানের মঙ্গলার্থে সেবা কর; যাহার[৫] নিকট তুমি গমন কর সে সমস্ত ধন প্রাপ্ত হয়, সে তোমার সম্মুখে, হে অগ্নি! অতিথির যোগ্য দান (অর্থাৎ হবিঃ) স্থাপন করে।

---

(১) অর্থাৎ, যাগ যজ্ঞাদি। (২) সায়ণের মতে "পক্ষ" শব্দের অর্থ "স্তুতি" এবং 'কক্ষ" শব্দের অর্থ "হবিঃ"। অর্থাৎ, কোনো পক্ষী অথবা ব্যক্তিকে ধরিয়া রাখিতে হইলে যেরূপ যথাক্রমে তাহার পক্ষদ্বয় অথবা বাহুর মধ্যভাগ ধরিয়া রাখা হয়, সেইরূপ ইন্দ্রকে স্তবস্তুতি ও হোমাদি দ্বারা তুষ্ট করিয়া যজ্ঞস্থলে ধরিয়া রাখা হয়। (৩) পঞ্চম মণ্ডল, সূক্ত ২৮। (৪) সায়ণের মতে, বিশ্ববারা পুরোডাশ্ প্রভৃতি যজ্ঞের অন্যান্য দ্রব্যও স্রুচের অথবা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদানের জন্য কাষ্ঠময় হাতার সহিত বহন করিয়া লইয়া অগ্নির দিকে গমন করিতেছেন। বৈদিক যুগে নারীর যে যজ্ঞাদি কার্যে সর্বপ্রকার অধিকার ছিল, বিশ্ববারার দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। এস্থলে বিশ্ববারা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদানের জন্যই অগ্রসর হইতেছেন। (৫) যে যজমানের নিকট (সায়ণ)।

৩। হে অগ্নি! (আমরা) যাহাতে শোভন ধনলাভে সমর্থ হই, তজ্জন্য তুমি (আমাদের) শত্রুগণকে বিনাশ কর। তোমার ধনসমূহ[১] উৎকর্ষ লাভ করুক। দাম্পত্য সম্বন্ধ সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত কর। শত্রুর তেজ পরাভূত কর।

৪। হে অগ্নি! সম্যগ্‌দীপ্ত ও প্রকৃষ্ট তেজোযুক্ত তোমার দীপ্তিকে বন্দনা করি। ধনবান্ তুমি (কাম্যবস্তুর) বর্ধক। যজ্ঞে তুমি সম্যগ্‌ভাবে প্রজ্বলিত হইয়াছ।

৫। হে সম্যগ্‌ভাবে দীপ্ত, আহূত, শোভনযজ্ঞে ন্যস্ত অগ্নি! দেবগণের অর্চনা কর, কারণ তুমিই হবিঃ বহনকারী।

৬। (হে ঋত্বিগ্‌গণ!) যজ্ঞকালে অগ্নিতে আহুতি প্রদান এবং অগ্নির অর্চনা কর। ‘হব্যবাহন’ (অগ্নিকেই) বরণ কর[২]।

(৪) অপালা[৩]

ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা[৪]

[অত্রিপুত্রী ব্রহ্মবাদিনী অপালা চর্মরোগ শান্তির জন্য ইন্দ্রের প্রসাদপ্রার্থিনী]

১। জলাভিমুখে (স্নানার্থে) গমনশালিনী কন্যা (অপালা) পথিমধ্যে সোম প্রাপ্তা হইলেন। উহা গৃহে লইয়া যাইবার সময় তিনি বলিলেন:

(১) অথবা তেজ (সায়ণ)।

(২) তৈত্তিরীয় সংহিতায় তিনপ্রকার অগ্নির উল্লেখ আছে—হব্যবাহন, কব্যবাহন ও সহরক্ষা। প্রথমটী দেবতাগণের, দ্বিতীয়টী পিতৃগণের ও তৃতীয়টী অসুরগণের জন্য হবিঃ বহন করে। এস্থলে, যজমানের দ্বারা প্রথম প্রকারের অগ্নিই বরণীয় (সায়ণ)।

(৩) অষ্টম মণ্ডল, সূক্ত ৯১।

(৪) অপালা চর্মরোগাক্রান্তা হইয়া স্বামি পরিত্যক্তা হন। অতঃপর তিনি পিতৃ-গৃহে রোগমুক্তির জন্য বহুদিন ইন্দ্রের উপাসনা করেন। একদিন তিনি ইন্দ্রের প্রিয়

"(হে সোম!) আমি তোমাকে ইন্দ্রের জন্য (দন্ত দ্বারা) পেষণ করিব, আমি তোমাকে শক্রের[১] জন্য (দন্ত দ্বারা পেষণ করিব)।"

২। (হে ইন্দ্র!) বীর ও দীপ্যমান্ তুমি গৃহে গৃহে (সোমপানের জন্য) গমন কর। (অতএব) আমার দন্তপিষ্ট এই সোম,—এবং তাহার সঙ্গে ভর্জিত যব, করম্ভ[২], পুরোডাশ্ ও স্তোত্র,—পান কর[৩]।

৩। (হে ইন্দ্র!) আমরা তোমাকে জানিতে ইচ্ছুকা, কিন্তু (এই স্থানে উপস্থিত) তোমাকে আমরা জানিনা[৪]। হে (ক্ষরণশীল) সোম! ইন্দ্রের জন্য পূর্বে ধীরে, পরে ক্ষিপ্রগতিতে ক্ষরিত হও[৫]।

৪। (ইন্দ্র) আমাদের বহুবার সামর্থ্যশীলা করুন; আমাদের বহুবার প্রভূত উপকার করুন, আমাদের বহুবার অতি ধনবতী করুন। আমরা চর্মরোগের জন্য বারংবার স্বামীর ঘৃণার পাত্রী হইয়াছি.

সোমলতা ইন্দ্রকে অর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে নদীতীরে গমন করেন, এবং প্রত্যাবর্তনের সময়ে পথিমধ্যে সোমলতা প্রাপ্তা হন। পথেই তিনি সেই লতা চর্বণ করেন। তাঁহার দন্তঘর্ষণ শব্দ শুনিয়া ইন্দ্র সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া উহা সোম পেষণের প্রস্তর কিনা জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে অপালা শব্দের কারণ বিবৃত করেন। অতঃপর, ইন্দ্র গমনোদ্যত হইলে অপালা তাঁহাকে স্বীয় দন্তপিষ্ট সোমরস পান করিতে অনুরোধ করেন। ইন্দ্র তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া সেই সোমপান, এবং তাঁহাকে তিনটী বর প্রদান করেন (শাট্যায়ন ব্রাহ্মণ)। সায়ণ ভাষ্য দেখুন।

(১) সায়ণের মতে, "শক্র" শব্দের অর্থ "সমর্থ ইন্দ্র" (২) করম্ভ শব্দের অর্থ, দধি মিশ্রিত যবসিদ্ধ।

(৩) অপালা গমনোদ্যত ইন্দ্রকে উক্ত অনুরোধ করিতেছেন। (৪) অপালা ইন্দ্রকে উপযুক্ত সমাদর না করিয়া বলিতেছেন: "এইস্থলে আগত তুমি যে ইন্দ্র তাহা আমি জানি না। কিন্তু তুমি আমার গৃহে আগমন করিলে আমি তোমাকে বহুমানে সম্মানিত করিব।"

(৫) সমাগত ব্যক্তি যে ইন্দ্রই, অপর কেহ নহে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া অপালা মুখস্থিত সোমকে সম্বোধন করিতেছেন।

এবং তজ্জন্য স্বামী সকাশ হইতে প্রস্থান করিয়াছি—সেই আমরা যেন ইন্দ্রের সহিত মিলিতা হই[১]।

৫। এই তিনটী স্থান আছে, তাহাদের বর্দ্ধিত কর—(যথা) আমার পিতাব (কেশহীন) মস্তক, তাঁহার (অনুর্বর) ক্ষেত্র, এবং আমার (রোমবর্জিত) দেহ।

৬। আমাব পিতাব এই ক্ষেত্র, আমাব এই দেহ, এবং আমাব পিতার মস্তক—এই সকল রোমযুক্ত কর[২]।

৭। হে শতক্রতু! হে ইন্দ্র! (তোমার) রথের (বৃহৎ) ছিদ্রে, (তোমার) শকটের সূক্ষ্মতর ছিদ্রে, এবং রথ ও শকটের যুগের সূক্ষ্মতম ছিদ্রে অপালাকে তিনবার শুদ্ধা কবিযা, তুমি তাহাকে সূর্যের ন্যায় ত্বক প্রদান করিয়াছিলে[৩]।

(৫)

বিশ্বদেবতার উদ্দেশ্যে স্তব

[ব্রহ্মবাদিনী ব্রহ্মজায়া জুহুর পুনরায় পতিপ্রাপ্তি বর্ণনা[৫]]

১। মুখ্য দেবতাগণ ব্রহ্মার পাপের বিষয় বলিযাছিলেন[৬]-

(১) অপালার অনুরোধে ইন্দ্র সেই সোমরস পান করিলে, অপালা উৎফুল্লা হইযা বলিলেন, "চর্মদোষের জন্য আমি স্বামিপরিত্যক্তা হইলেও ইন্দ্রসঙ্গ লাভ করিলাম" (সায়ণ)।

(২) পিতার কেশহীন মস্তকে কেশের উদ্গম হউক, তাঁহার অনুর্বর ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদিত হউক, আমার চর্মরোগাক্রান্ত রোমবর্জিত দেহে রোমের উদ্গম হউক—এই তিনটী বর প্রার্থনা করিলেন।

(৩) ইন্দ্র অপালাকে উপরি উক্ত তিনটী ছিদ্রের ভিতর দিয়া টানিয়া লইয়া গেলে, অপালার রোগদুষ্ট চর্ম তিনবার স্খলিত হইল, এবং তিনি উজ্জ্বলরূপ লাভ করিলেন।

(৪) দশম মণ্ডল সূক্ত ১০৯। মতান্তরে ব্রহ্মপুত্র ঊর্দ্ধনাভা এই সূক্তের ঋষি (সায়ণ দেখুন)। (৫) জুহুর অপর নাম বাক্। তিনি ব্রহ্মা বা বৃহস্পতির পত্নী। স্বামীর পাপ তাঁহাতে অনুবর্ত্তন করে, এবং ফলে তিনি স্বামিপরিত্যক্তা হন। পরে দেবগণ তাঁহার পাপের ক্ষালন করিয়া তাঁহাকে বৃহস্পতির নিকট প্রত্যর্পণ করেন।
(৬) অর্থাৎ, পাপ হইতে নিষ্কৃতির উপায়ের বিষয়ে (সায়ণ)।

প্রচণ্ডগতি আদিত্য, জলদেবতা (বরুণ), বায়ুদেবতা, তাপহেতু উগ্র ও প্রভূততেজস্ক অগ্নি, সুখদাতা (সোম), সত্যভূত ব্রহ্মা হইতে প্রথম-জাত পুত্র দিব্য বারিসমূহ।

২। প্রথমে সোমরাজা লজ্জাপরবশ না হইয়া[১] ব্রহ্মজায়াকে বৃহস্পতির নিকট প্রত্যর্পণ করেন। বরুণ ও মিত্র সোমকে অনুমোদন করেন। হোমনিষ্পাদক অগ্নি তাঁহাকে (ব্রহ্মজায়াকে) হস্তে ধারণ করিয়া বৃহস্পতির অভিমুখে লইয়া যান।

৩। এবং দেবগণ বৃহস্পতিকে বলিলেন "ইহার শরীর হস্ত দ্বারাই গ্রহণের যোগ্য[২], ইনি ব্রহ্মের পত্নী। প্রেরিত দূতের নিকট ইনি ক্ষত্রিয়রক্ষিত রাজ্যের ন্যায় আত্মপ্রকাশ করেন নাই[৩]।"

৪। প্রাচীন দেবগণ এবং তপস্যারত সপ্তর্ষিগণ তাহার বিষয়[৪] বলিয়াছিলেন। ভীমা[৫] ব্রহ্মজায়া পতি সমীপে দেবগণের দ্বারা উপনীতা হইয়াছেন। তপঃপ্রভাব পাপকেও পরমব্যোমে স্থান দান করে[৬]।

৫। (পূর্বে বৃহস্পতি) ব্রহ্মচারী ছিলেন, (অতএব সকল যজ্ঞে) দেবগণকে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। (স্তুতি ও হোম দ্বারা) তিনি দেবগণের সহিত একাঙ্গতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই কারণে[৭] পূর্বে যেরূপ

(১) কারণ জুহুর পাপের ক্ষালন হইয়াছে (সায়ণ)। (২) অর্থাৎ, ইনি নিষ্পাপা। (৩) যেরূপ সুরক্ষিত রাজ্যের গুপ্ত বিষয়াদি শত্রুর নিকট প্রকাশিত হয় না, সেরূপ জুহুও কাহারও সম্মুখে, এমন কি, স্বামিপ্রেরিত দূতের নিকট পর্য্যন্ত, বাহির হন নাই। (৪) অর্থাৎ, জুহুর নিষ্পাপতার কথা। (৫) শত্রুরূপ পাপের পক্ষে ভয়ঙ্করী (সায়ণ)। (৬) দেবতাপরিগ্রহ রূপ তপোমহিমা জুহুকে বৃহস্পতির নিকট সমুপস্থিতা করিয়াছিল (সায়ণ)। (৭) এই শ্লোকে, বৃহস্পতি পূর্বে তাঁহাকে কি কারণে লাভ করিয়াছিলেন জুহু তাহাই বিবৃত করিতেছেন। দেবগণের অর্চনা দ্বারাই বৃহস্পতি পূর্বে পত্নী লাভ করিয়াছিলেন (সায়ণ)।

তিনি সোমের দ্বারা নীতা জায়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমানেও সেইরূপ প্রাপ্ত হইতেছেন।

৬। দেবগণ ব্রহ্মজায়াকে পুনরায় প্রত্যর্পণ করেন, মনুষ্যগণও তাহাকে পুনরায় প্রত্যর্পণ করেন, এবং রাজগণও দেবমনুষ্যকৃত দান সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া পুনরায় তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করেন[১]।

৭। ব্রহ্মজায়াকে পুনঃ প্রত্যর্পণ করিয়া, তাঁহাকে নিষ্কলুষা করিয়া, পৃথিবীর অন্ন (হবিঃ) ভক্ষণ করিয়া, দেবগণ বহুকীর্ত্তিমান্[২] (বৃহস্পতির যজ্ঞে) উপবেশন করিলেন।

(৬) অগস্ত্য-ভগিনী[৩]

[রাজস্তুতি]

৬। হে রাজা! অগস্ত্যের ভাগিনেয়গণের[৪] (ধনপ্রাপ্তির) জন্য সর্পণশীল, লোহিত, অশ্বদ্বয় (রথে) যোজনা কর। সকল কৃপণ, যজ্ঞ-বিমুখ, বাণিজ্যলোলুপ, নিকৃষ্ট জনকে পরাভূত কর।

(৭) অদিতি[৫]

[ইন্দ্রমাতা অদিতি পুত্রের গুণ বর্ণনা করিতেছেন]

৪। যাহাকে (আমি) সহস্র মাস এবং বহু বৎসর ধরিয়া গর্ভে ধারণ করিয়াছি, সেই ইন্দ্র কোন্ বিরুদ্ধ কর্ম করিয়াছে? যাহারা

(১) এই শ্লোকে বৃহস্পতি বর্ত্তমানে তাঁহাকে কি কারণে পুনরায় লাভ করিতেছেন, জুহু তাহাই বিবৃত করিতেছেন। অর্থাৎ জুহুর পাপের ক্ষালন হেতু দেবতা, মনুষ্য ও রাজগণ তাঁহাকে বৃহস্পতির নিকট পুনরায় প্রত্যর্পণ করেন (সায়ণ)। (২) অথবা, বহুস্তুত (সায়ণ)। (৩) দশম মণ্ডল, সূক্ত ৬০, ঋক্ ৬। (৪) অর্থাৎ, অগস্ত্য ভগ্নীর বন্ধু প্রভৃতি পুত্র (সায়ণ)। (৫) চতুর্থ মণ্ডল, সূক্ত ১৮, ঋক্ ৪—৭।

এই সূক্তে বামদেব, ইন্দ্র ও ইন্দ্রমাতা অদিতি কথোপকথন করিতেছেন। গর্ভস্থ মহামুনি বামদেব সাধারণ উপায়ে জন্মগ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া মাতার পার্শ্বদেশ

জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, অথবা যাহারা জন্ম পরিগ্রহ করিবে, তাহাদের মধ্যে ইন্দ্রের সমতুল কেহই নাই।

৫। গুহাতে (সূতিকাগৃহে) জাত ইন্দ্রকে নিন্দনীয় মনে করিয়া, (তাঁহার) মাতা তাঁহাকে বীর্যসম্পন্ন করিলেন। অনন্তর উৎপদ্যমান ইন্দ্র স্বয়ং তেজঃপরিবৃত হইলেন, উৎকর্ষ লাভ করিলেন, এবং সমগ্র অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিলেন।

৬। কলনাদিনী[১], জলপরিপূর্ণা, শব্দায়মানা এই সকল (নদী) প্রবাহিতা হইতেছে। (হে ঋষি!) ইহাদের জিজ্ঞাসা কর ইহারা কি বলিতেছে[২]। কোন্ আবরক মেঘ এই জলপুঞ্জ ভেদ করিয়াছে[৩]?

৭। নিবিৎ সমূহ[৪] ইন্দ্রকে কি বলিতেছে[৫]? জলসমূহ (ফেনাবলী) ইন্দ্রের পাপ ধারণ করিয়াছে। আমার পুত্র ইন্দ্র মহান্ বজ্র দ্বারা বৃত্রকে নিহত করিয়াছিল, এই নদীসমূহকে যথেচ্ছ ভাবে প্রবাহিত হইবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছিল[৬]।

ভেদ করিয়া নির্গত হইতে সংকল্প করিলেন। ইহাতে তাঁহার মাতা প্রাণভয়ে ভীতা হইয়া অদিতির শরণাপন্না হইলেন। অদিতি ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া সেইস্থানে উপস্থিতা হইয়া ঋষিকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। তাহাতে বামদেব স্বীয় সংকল্পের ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য, ত্বষ্টার গৃহে বলপূর্বক সোমপান প্রভৃতি ইন্দ্রের কার্যের নিন্দা করিতে লাগিলেন। ইহাতে অদিতি স্বপুত্রের গুণ বর্ণনা করিতেছেন (সায়ণ)।

(১) অর্থাৎ নদীগণ সানন্দে ইন্দ্র মাহাত্ম্যসূচক নানাবিধ শব্দ করিতেছে।

(২) অর্থাৎ ইহারা প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রেরই মহিমা কীর্তন করিতেছে।

(৩) অর্থাৎ, বারি সকল স্বয়ং কোনো মেঘই ভেদ করে নাই; আমার পুত্র ইন্দ্রই বারির আবরক মেঘ ভেদ করিয়া, তাহাদিগকে প্রবাহিত করাইয়াছে।

(৪) "নিবিৎ" শব্দের অর্থ ইন্দ্র ও মরুদ্গণের উদ্দেশ্যে পঠিত স্তব।

(৫) এই সকল স্তব ইন্দ্রের নিষ্পাপতা সূচনা করিতেছে।

(৬) ইন্দ্র ফেনাবলীতে আবৃত বজ্রদ্বারা বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন। বৃত্রাসুর ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেইজন্য ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যারূপ পাপে লিপ্ত হইয়াছেন—বামদেবের এই

অদিতি[১]

[দক্ষপুত্রী অদিতির দেবস্তুতি]

১। আমরা সুস্পষ্টবচনে দেবগণের জন্ম (বৃত্তান্ত) প্রচার করি, যাঁহারা (পূর্ব যুগে উৎপন্ন হইয়াও) উত্তর যুগে (যজ্ঞে) স্তব পঠিত হইলে (স্তোতৃগণের প্রতি কৃপা) দৃষ্টি প্রদান করেন।

২। অন্নস্বামিনী (অদিতি) কর্মকারের[২] ন্যায় এই (দেবগণকে) উৎপাদন করিয়াছিলেন। দেবগণের প্রথম যুগে[৩] অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হয়[৪]।

৩। দেবগণের প্রথম যুগে, অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হয়। তৎপরে দিক্‌সমূহ উৎপন্ন হয়, তৎপরে উর্দ্ধমুখী (বৃক্ষসমূহ)।

৪। উর্দ্ধমুখী (বৃক্ষ) হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়; পৃথিবী হইতে দিক্‌সমূহ উৎপন্ন হয়। অদিতি হইতে দক্ষ উৎপন্ন হন, তৎপরে দক্ষ হইতে অদিতি উৎপন্ন হন[৫]।

মনোগত ভাব অনুমান করিয়া অদিতি এই শ্লোকে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন যে, ইন্দ্র প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণঘাতক নহেন—তিনি পাপরহিত বলিয়াই লোকে তাঁহার স্তুতিগান করে। ব্রহ্মহত্যারূপ পাপ ইন্দ্রের নহে, কিন্তু ফেনসমূহেরই মাত্র। নদী-সকল ইন্দ্র দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহারা ইন্দ্রের পাপ গ্রহণ করে।

(১) দশম মণ্ডল, সূক্ত ৭২। সায়ণের মতে, অদিতি, অথবা লোকপুত্র বৃহস্পতি, অথবা অঙ্গিরোবংশজাত বৃহস্পতি এই সূক্তের ঋষি। অদিতি হইতেই সকল দেবগণের উৎপত্তি। অতএব দেবমাতা অদিতি স্বয়ং দেবগণের জন্মবৃত্তান্ত বলিতেছেন। (২) কর্মকার যেরূপ ভস্ত্রা বা হাপরের সাহায্যে অগ্নিতে ফুৎকার দিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করেন, সেইরূপ অদিতি ফুৎকার দিয়া দেবগণকে প্রাণবায়ুতে পূর্ণ করিয়া জীবনরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত করেন। (৩) অর্থাৎ, সৃষ্টির আদিতে। (৪) নামরূপহীন ব্রহ্ম হইতে নামরূপবিশিষ্ট দেবগণ জাত হন। ছান্দোগ্য ৬-২ দেখুন। (৫) আপত্তি হইতে পারে যে, দক্ষ ও অদিতি কিরূপে পরস্পর হইতে উৎপন্ন হইবেন। ইহার

৫। হে দক্ষ! যিনি তোমার দুহিতা, সেই অদিতি (পুত্র দেবগণকে) জন্মদান করেন। তৎপরে ভজনীয়, মৃত্যুপাশমুক্ত, এই দেবগণ উৎপন্ন হন[১]।

৬। হে দেবগণ! এই সলিলে[২] তোমরা সুসম্বদ্ধভাবে বর্তমান ছিলে। সেইস্থানে নৃত্যশীল তোমাদের নিকট হইতে তীব্রা ধূলি[৩] উত্থিত হয়।

৭। হে দেবগণ! যেরূপ মেঘ (জলদ্বারা পৃথিবী পূর্ণ করে), সেইরূপ তোমরা তেজ দ্বারা ভুবনসমূহ পূর্ণ করিবার সময়ে এই সমুদ্রে লুক্কায়িত সূর্যকে আহরণ করিয়াছিলে।

৮। অদিতির অষ্ট পুত্র[৪], যাঁহারা তাঁহার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। (অদিতি) সপ্ত পুত্র সমভিব্যাহারে দেবগণের নিকট গমন করেন, (অষ্টমপুত্র) মার্ত্তণ্ডকে ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত করেন।

৯। সপ্ত পুত্র সমভিব্যাহারে অদিতি পূর্ব যুগে গমন করেন।

খণ্ডনার্থ সাযণ যাস্কের মতের উল্লেখ করিয়াছেন। যাস্কের মতে, দক্ষ ও অদিতি একই সময়ে উৎপন্ন হইযাছিলেন, অথবা দেবধর্মের দ্বারা তাঁহারা পরস্পর হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং পরস্পরের স্বভাব প্রাপ্ত হইযাছিলেন। (নিরুক্ত ১১-২৩)। অর্থাৎ, তাঁহাদের পক্ষে সাধারণ লৌকিক নিযম প্রযোজ্য নহে।

(১) ইহা সায়ণানুসারী ব্যাখ্যা। কিন্তু এই মতে, প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ একই হইয়া দাঁড়ায। "হে দক্ষ! অদিতি, যিনি তোমার দুহিতা, উৎপন্ন হন। তৎপরে...দেবগণ উৎপন্ন হন"—ইহাই প্রকৃষ্টতর ব্যাখ্যা।

(২) সৃষ্টির পূর্বে সর্বত্র জলে পূর্ণ ছিল।

(৩) অর্থাৎ, সূর্য, সায়ণের মতে। Wallis প্রভৃতি পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যানুসারে নর্তনশীল দেবগণের পদাঘাতে জল হইতে অণুপরমাণু উত্থিত হয়, এবং সেই সকল অণু হইতেই পৃথিবী উৎপন্ন হয়।

(৪) যথা, মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্যমা, অংশ, ভগ, বিবস্বান্ ও আদিত্য। (তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৬-৫-৬-১) (সায়ণ)।

প্রাণিগণের জন্ম মরণের জন্য (তিনি) মার্ত্তণ্ডকে পুনরায় (অন্তরীক্ষে) সংস্থাপন করেন[১]।

(৮) ইন্দ্রাণী[২]

[ইন্দ্রপুত্র সম্বন্ধে ইন্দ্রের নিকট ইন্দ্রাণীর অভিযোগ]

সূক্ত ৮৬

১। যে সমৃদ্ধিশালী দেশে প্রভু বৃষাকপি (সোমপান দ্বারা) হৃষ্ট হইয়াছিলেন, সেই স্থানে (যজমানগণ) সোমপেষণে বিরত হইয়াছে, দেব ইন্দ্রের স্তব করে নাই। (কিন্তু) আমার প্রিয় ইন্দ্রই সমগ্র বিশ্বাপেক্ষা উচ্চতর[৩]।

২। হে ইন্দ্র! তুমি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বৃষাকপির পশ্চাদ্ধাবন করিতেছ, অন্যত্র সোমপানের জন্য গমন করিতেছ না। ইন্দ্রই সমগ্র বিশ্বাপেক্ষা উচ্চতর।

৩। হরিদ্বর্ণ মৃগ বৃষাকপি তোমার কোন্ (প্রিয় কার্য্য) সাধন করিয়াছে যে তুমি তাহাকে মুক্তহস্তের ন্যায় পুষ্টিকর ধন দান করিতেছ? ইন্দ্রই সমগ্র বিশ্বাপেক্ষা উচ্চতর।

৪। যে বৃষাকপিকে তুমি প্রিয় (পুত্র) রূপে পরিপালন করিতেছ,

(১) প্রাণিগণের জন্মমরণ প্রভৃতি সূর্যের উদয় ও অস্তের উপরই নিভর করে।

(২) দশম মণ্ডল, সূক্ত ৮৬, বিভিন্ন ঋক্, এবং দশম মণ্ডল, সূক্ত ১৪৫। নিম্নে "শচী" দেখুন।

(৩) সায়ণের মতে, এই সূক্তটী ইন্দ্রের রচিত। কিন্তু মাধবভট্টের মতে ইন্দ্রাণীই ইহার ঋষি। বৃষাকপির রাজ্যের একটা বন্য জন্তু ইন্দ্রাণীর উদ্দেশ্যে অর্পিত হবিঃ দূষিত করিয়া ফেলে। ইহাতে ইন্দ্রাণী কুপিতা হইয়া ইন্দ্রের নিকট ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছেন।

তাহাকে বরাহের পশ্চাদ্ধাবনশীল কুক্কুর কর্ণে ধারণ এবং ভক্ষণ করুক। ইন্দ্রই সমগ্র বিশ্বাপেক্ষা উচ্চতর।

৫। (বৃষাকপির বাক্যস্থিত) কপি আমার উদ্দেশ্যে অর্পিত প্রিয়, (ঘৃত) বিমিশ্রিত হবিঃসমূহ দূষিত করিয়াছে। তাহার (অর্থাৎ, কপিস্বামী বৃষাকপির) মস্তক যেন আমি সত্বর ছিন্ন করি; আমি যেন এই দুষ্কৃতের সুখের কারণ না হই। ইন্দ্রই সমগ্র বিশ্বাপেক্ষা উচ্চতর।

৬। অন্য কোনো নারীই আমার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবতী নহে, আমার অপেক্ষা অধিক সুপুত্রপ্রসবিনী নহে, আমার অপেক্ষা অধিক নম্রা নহে, আমার অপেক্ষা অধিক অনুরাগসম্পন্না নহে।

৯। এই বন্য জন্তু (বৃষাকপি) আমাকে পুরুষ (রক্ষক) বিহীনা রূপে গণনা করে। কিন্তু আমি পুত্রবতী, ইন্দ্রপত্নী, এবং মরুদ্গণের বন্ধু। ইন্দ্রই সমগ্র বিশ্বাপেক্ষা উচ্চতর[১]।

১৫। (হে ইন্দ্র! তুমি) যূথমধ্যস্থিত, শব্দায়মান বৃষভ বিশেষ[২]। (তোমার উদ্দেশ্যে অর্পিত দধি প্রভৃতি) অর্ঘ্য তোমার হৃদয় তুষ্ট করুক। তোমার সন্তোষের জন্য (আমার দ্বারা) পিষ্ট যে (সোম) তাহাও তাহাই করুক। ইন্দ্রই সমগ্র বিশ্বাপেক্ষা উচ্চতর[৩]।

১৮। হে ইন্দ্র! এই বৃষাকপি একটা মৃত বন্য গর্দভ লাভ করুক, (ইহার কর্তনের জন্য) ছুরিকা, (পাকের জন্য) চুল্লী, নূতন ভাণ্ড, অনন্তর কাষ্ঠপূর্ণ শকট (প্রাপ্ত হউক)।

---

(১) ইন্দ্র ইন্দ্রাণীকে বৃষাকপির প্রতি তাহার ক্রোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ইন্দ্রাণী তাহার উত্তরে বলিতেছেন।

(২) যেরূপ বৃষ গাভীগণকে আনন্দিত করে, সেরূপ তুমিও আমাকে আনন্দ দান কর (সায়ণ)। (৩) শ্লোক ১৬-১৭ অনূদিত হইল না।

সূক্ত ১৪৫

[সপত্নী বিনাশের মন্ত্র[১]]

১। এই (পাঠা নাম্নী) অতিবলবতী ওষধিলতা আমি উত্তোলন করি, যাহার দ্বারা (বধূ) সপত্নীকে হনন করিতে পারে, যাহার দ্বারা সে পতি লাভ করে।

২। হে উর্দ্ধমুখপত্রশালিনী, সৌভাগ্যহেতুভূতা, দেবপ্রেরিতা, শক্তিশালিনী (ওষধিলতা !), আমার সপত্নীকে অপসৃতা কর, পতিকে কেবল আমারই কর।

৩। হে উৎকৃষ্টতর (লতা !) উৎকৃষ্টতর জনের মধ্যে আমিও যেন উৎকৃষ্টতরা হই ; নিকৃষ্টতর জনের মধ্যে আমার সপত্নীও যেন নিকৃষ্টতরা হয়।

৪। আমি তাহার (অর্থাৎ, সপত্নীর) নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করি না। কেহই এই জনে (অর্থাৎ, সপত্নীতে) আনন্দ লাভ করে না। আমরা যেন সপত্নীকে দূরদেশে প্রেরণ করি।

৫। (হে ওষধি !) তোমার কৃপায় আমি বিজয়িনী হইব, তুমিও বিজয়িনী হইবে, আমরা দুজনে বিজয়িনী হইয়া সপত্নীকে পরাভূতা করিব।

৬। (হে পতি !), বিজয়িনী (ওষধিলতাকে) (তোমার) উপাধান করি, অধিকতর জয়শালি (তোমার) উপাধান দ্বারা তোমাকে ধারণ করি। তোমার মন আমার প্রতি বৎসের প্রতি গাভীর ন্যায় ধাবিত হউক, (নিম্ন) মার্গগামি বারির ন্যায় ধাবিত হউক।

---

(১) আপস্তম্বের মতে, সপত্নী-হননের জন্য এই সূক্ত পঠনীয় (সায়ণ)।

শচী[১]

[পুলোমতনয়া শচী স্বীয় স্তব করিতেছেন]

১। এই (দ্যুলোকস্থিত) সূর্য উদিত হইয়াছেন; আমার ভজনীয় (ইন্দ্রই সূর্যরূপে উদিত হইয়াছেন)[২]। এই পতিকে লাভ করিয়া, বিজয়িনী হইয়া আমি (সপত্নীগণকে) পরাভূত করি[৩]।

২। আমি (সর্বজ্ঞ) কেতু, আমিই (প্রধানভূত) মস্তক, আমি উগ্রা (হইয়াও পতিকে) প্রিয়বাক্য ভাষণে প্রবৃত্ত করি[৪]। সপত্নীগণকে পরাভূতকারিণী আমার কর্ম[৫] অনুসারেই পতিকে পরিচালিত হইতে হইবে।

৩। আমার পুত্রগণ শত্রুসংহারক, আমার দুহিতা সম্রাজ্ঞী। আমি সম্যগ্‌ভাবে (সপত্নীগণের) জয়কারিণী। (অতএব) পতির নিকট আমার কীর্তনীয় (যশ) অত্যুৎকৃষ্ট রূপে বিরাজ করে।

৪। যে হোম দ্বারা ইন্দ্র কর্মকর্তা[৬], দীপ্যমান্‌ এবং উৎকৃষ্টতম হইয়াছেন, হে দেবগণ! (আমি) সেই (হোমই) সম্পাদন করিয়াছি[৭]। (অতএব) আমি শত্রুমুক্তা হইয়াছি।

৫। শত্রুরহিতা, শত্রুহন্ত্রী, বিজয়িনী, পরাভূতকারিণী আমি

---

(১) দশম মণ্ডল, সূক্ত ১৫৯। (২) অথবা, আমার সৌভাগ্য উদিত হইয়াছে (সায়ণ)। (৩) অথবা "এই (সূর্যের তেজ) অবগত হইয়া (সপত্নীগণের উপর) বিজয়িনী হইয়া, আমি পতিকেও পরাভূত (বা চিরবশ) করি।" (সায়ণ) (৪) পতি ক্রোধাবিষ্ট হইলেও আমি পতিকে মিষ্টবাক্য বলিতে বাধ্য করি (সায়ণ)। (৫) বা বুদ্ধি (সায়ণ)। (৬) যজ্ঞের কর্তা বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। (৭) অথবা "(ঋত্বিগ্‌গণ) সেই হোমই সম্পাদন করিয়াছেন"—তোমরাও জয়েচ্ছু হইলে উহা সম্পাদন কর।

অন্যান্য (সপত্নীগণের) তেজ ও ধন অস্থিরতর (শত্রুগণের) ধনের ন্যায় ছিন্ন করিতেছি।

৬। বিজয়িনী আমি ইহাদের (অর্থাৎ, সপত্নীগণকে) সম্যগ্‌ভাবে পরাভূত করিয়াছি, যাহাতে আমি এই বীর (ইন্দ্র) ও (তাঁহার) পরিজনবর্গের সম্রাজ্ঞী হইতে পারি।

(৯) ইন্দ্রমাতৃগণ[১]

ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে স্তব

১। কর্মাভিলাষী হইয়া সমাগত (ইন্দ্রমাতৃগণ) জাত (অর্থাৎ প্রাদুর্ভূত) ইন্দ্রকে উপাসনা করিতেছেন, এবং শোভনবীর্যসম্পন্ন ধন উপভোগ করিতেছেন।

২। হে ইন্দ্র! তুমি বল ও ওজস্[২] হইতে জাত। হে বর্ষণকারী! তুমি (সত্যই) বর্ষণকারী[৩]।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি বৃত্রের ঘাতক, তুমি অন্তরীক্ষ বিস্তার করিয়াছ, তুমি তেজের দ্বারা দ্যুলোক ধারণ করিয়াছ।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি প্রিয় ও স্তবনীয় বজ্রকে বলের দ্বারা তীক্ষ্ণ করিয়া হস্তে ধারণ কর।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি বলের দ্বারা সকল ভূত অভিভূত কর, তুমি সকল স্থান প্রাপ্ত হও।

---

(১) দশম মণ্ডল, সূক্ত ১৫৩। (২) বৃত্রাদিবধের কারণ "বল"; এবং বলের কারণ "ওজস্" বা হৃদয়গত স্থৈর্য্য (সায়ণ)। (৩) বারিবর্ষণকারী ইন্দ্র সত্যই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু বর্ষণকারী।

(১০) সরমা[১]

[অপহৃতা গাভী উদ্ধারের প্রচেষ্টা]

২। হে পণিগণ[২]! তোমাদের মহান্ নিধি[৩] অভিলাষ করিয়া ইন্দ্রদূতী আমি আগমন করিয়াছি। অতিক্রান্ত হইবার ভয়ে, সেই (নদী জল) আমাদের রক্ষা করিল[৪]। এইরূপে আমি রসা নামক নদীজল উত্তীর্ণ হইয়াছি।

৪। আমি মনে করি না যে[৫] ইন্দ্রকে হনন করা সম্ভব। যে ইন্দ্রের দূতী আমি দূরদেশ হইতে এই স্থানে আগমন করিয়াছি, সেই (ইন্দ্রই সকলকে) হনন করেন। গভীর নদীসমূহ তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিতে পারে না। (অতএব) হে পণিগণ! ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হইয়া তোমরা চিরনিদ্রায় অভিভূত হইবে।

৬। হে পণিগণ[৬]! তোমাদের বাক্য সেনার ন্যায় (ভীতি জনক) নহে। তোমাদের (শক্তিহীন) পাপলিপ্ত দেহ যেন তীরের ন্যায় (তীক্ষ্ণ) না হউক। তোমাদের পন্থা দুর্গম হউক। বৃহস্পতি

(১) ১০ম মণ্ডল, সূক্ত ১০৮। শৌনক ও সায়ণ দেবশুনী সরমাকে "ঋষি" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জেকবির মতে, রামায়ণের যুগে ইনিই বিভীষণ পত্নী সরমা। বল নামক অসুরের সৈন্য পণিগণ বৃহস্পতির গাভী অপহরণ করিলে, ইন্দ্র বৃহস্পতির আজ্ঞানুসারে সরমাকে গাভী অন্বেষণের জন্য প্রেরণ করেন। সরমা বৃহৎ নদী উত্তীর্ণা হইয়া বলপুরে লুক্কায়িতা গাভী আবিষ্কার করিলে, পণিগণের সহিত তাঁহার সূক্তোক্ত কথোপকথন হয়। (২) কি উদ্দেশ্যে এবং কি করিয়া সরমা সেই স্থানে উপস্থিতা হইয়াছেন—পণিগণের এই প্রশ্নে সরমার উত্তর। (৩) অর্থাৎ, বৃহস্পতির গোধন। (৪) অর্থাৎ, আমি বলপূর্ব্বক নদী অতিক্রম করিবই জানিয়া নদী স্বয়ং আমাকে অতিক্রমে সাহায্য করিল। (৫) পণিগণ বিনাযুদ্ধে গাভী প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলে সরমার প্রত্যুত্তর। (৬) তথাপি পণিগণ গাভী প্রত্যর্পণে অস্বীকৃত হইলে, সরমা তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন।

যেন তোমাদের (পূর্বোক্ত বাক্য ও দেহ) উভয়ের সুখের কারণ না হউন।

৮। সোমপানোন্মত্ত, অয়াস প্রমুখ নবগ্বা[১] অঙ্গিরা ঋষিগণ এই স্থানে আগমন করিবেন। তাহারা এই গোসমূহ বিভাগ করিবেন। অনন্তর, হে পণিগণ! এই (পূর্বোক্ত) বাক্য তোমরা প্রত্যাহার করিবে।

১০। আমি ভ্রাতৃত্বও জানিনা, ভগ্নীত্বও জানিনা[২]। ইন্দ্র এবং ভয়ঙ্কর অঙ্গিরাগণ (ইহা) জানেন। গাভী-অভিলাষী আমার (প্রভুগণ) (তোমাদের স্থান) আচ্ছাদিত করিয়াছেন। অতএব, হে পণিগণ! উৎকৃষ্ট গাভীসমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান কর[৩]।

১১। হে পণিগণ! অতি দূরদেশে প্রস্থান কর। গাভীগণ সুশৃঙ্খলভাবে (দ্বার) ভেদ করিয়া বহির্গত হউক[৪],—যে লুক্কায়িত গাভীসমূহ বৃহস্পতি, সোম, সোমপেষণের প্রস্তরসমূহ, এবং মেধাবী (অঙ্গিরা) ঋষিগণ প্রাপ্ত হইবেন।

(১১) রোমশা[৫]

[ভাবয়ব্যপত্নী, বৃহস্পতিপুত্রী রোমশার পতির নিকট প্রার্থনা]

(হে পতি!) আমার নিকট আগমন কর। গান্ধার দেশস্থ মেষের ন্যায় আমি রোমাবৃতা।

---

(১) অঙ্গিরাদের যজ্ঞে আসীনদের মধ্যে যাহারা নবমাস যজ্ঞ করেন তাহাদের "নবগ্ব" বলা হয় (সায়ণ)।

(২) পণিগণ সরমাকে ভয় প্রদর্শনে অক্ষম হইয়া লোভ প্রদর্শন করিতেছে—"হে সরমা! তুমি প্রত্যাবর্ত্তন করিও না, আমরা তোমাকে ভগ্নীরূপে গ্রহণ করিব, এবং গোধনের অংশ প্রদান করিব।" তাহাতে সরমার প্রত্যুত্তর। (৩) অথবা, অতি দূরদেশে গমন কর (সায়ণ)। (৪) অথবা, তোমাদের দ্বারা অভিভূত গাভীগণ স্তোত্র দ্বারা, অথবা ইন্দ্রাদির সাহায্যে, পর্ব্বত হইতে বহির্গত হউক (সায়ণ)।

(৫) প্রথম মণ্ডল, সূক্ত ১২৬, ঋক্ ৭।

(১২) উর্বশী[1]

[পুরূরবা-উর্বশী সংবাদ]

২। আমরা ঈদৃশ বাগবিতণ্ডা দ্বারা কি লাভ করিব? প্রথমা-বর্তিনী উষার ন্যায়, আমি তোমার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছি। হে পুরূরবা! গৃহে প্রত্যাগমন কর। আমি বায়ুরই ন্যায় দুষ্প্রাপ্য।

৪। হে উষা! শ্বশুরকে ধন ও অন্নদানকারিণী (উর্বশী) যদি (পতিকে) কামনা করেন, তাহা হইলে তিনি নিকটবর্তি গৃহ[2] হইতে পতিগৃহে গমন করিতেন—যে স্থানে তিনি (পতিকে) কামনা করিতেন, এবং দিবারাত্র আলিঙ্গনে আনন্দিতা হইতেন।

৫। হে পুরূরবা! তুমি আমাকে দিনে তিনবার আলিঙ্গন করিতে। সপত্নী বিনা তুমি আমাতে প্রেমাসক্ত ছিলে। তোমার গৃহে আমি অনুগমন করিয়াছিলাম। হে বীর! তুমিই আমার তনুর ঈশ্বর ছিলে।

৭। জাত হইয়া, তিনি (অর্থাৎ পুরূরবা) দেবপত্নীগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হন, স্বয়ংগামী নদীসমূহ তাঁহাকে লালন পালন করেন। কারণ, হে পুরূরবা! রণ ও দস্যু হননের নিমিত্ত দেবগণ তোমাকে লালন পালন করেন।

১১। তুমি পৃথিবী পালনের জন্য এইরূপে[3] জাত হইয়াছ, এই বীর্য তুমি আমাতে নিহিত করিয়াছ। ভবিষ্যৎ জ্ঞাত হইয়া, আমি

(১) দশম মণ্ডল, সূক্ত ৯৫, কতিপয় ঋক্। উর্বশীর সহিত পুরূরবার যে সর্ত ছিল রাজা তাহা ভঙ্গ করায় উর্বশী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। পরে বহু অন্বেষণে পুরূরবা তাঁহার দর্শন লাভ করেন, এবং প্রত্যাবর্তন করিতে তাঁহাকে অনুনয় করেন। (২) শ্বশুরের ভোজন গৃহের নিকটবর্তি গৃহ (সায়ণ)। (৩) গর্ভস্থ পুত্ররূপে।

প্রত্যহ তোমাকে তোমার কর্তব্য শিক্ষা দিতাম। তুমি আমার (বাক্যে) কর্ণপাত কর নাই। প্রতিজ্ঞাপালনে অবহেলা করিয়া[১], কেন তুমি (এখন এইরূপ) বলিতেছ?

১৩। আমি তোমাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি[২]। প্রতীক্ষিত শুভ সময় সমুপস্থিত হইলে (তোমার পুত্র) অশ্রু বিমোচনপূর্বক রোদন করিবে। যাহা তুমি আমার মধ্যে নিহিত করিয়াছ,[৩] তাহা আমি তোমারই নিকটে প্রেরণ করিব। স্বগৃহে প্রতিগমন কর। হে মূঢ়! তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও নাই।

১৫। হে পুরূরবা[৪]! মৃত্যুবরণ করিও না, পতিত হইও না, অশুভ বৃকগণকেও তোমাকে ভক্ষণ করিতে দিও না। স্ত্রীগণের সখ্য অলীক বস্তু মাত্র, তাহাদের হৃদয় শৃগালের (বা বৃকের) হৃদয়েরই সমতুল[৫]।

১৬। ভিন্নরূপধারিণী[৬] হইয়া আমি মনুষ্যমধ্যে বিচরণ করিয়াছি, চারিটী সুখদায়ক শরৎ আমি (তাহাদের মধ্যে) বাস করিয়াছি।

---

(১) উর্বশীর সহিত রাজার দুইটা সর্ত হইয়াছিল—রাজা তাঁহাকে নগ্নদেহ দেখাইবেন না, এবং তাঁহার মেষ দুইটীর রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। চারি বৎসর পরে, গন্ধর্বগণ উর্বশীকে স্বর্গে পুনরানয়নের জন্য রাত্রে একটী মেষকে চুরি করেন। তাহার চীৎকারে রাজা শয্যাত্যাগ করিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলে, গন্ধর্বপ্রেরিত বিদ্যুতের আলোকে উর্বশী রাজাকে নগ্নাবস্থায় দর্শন করেন; এবং সর্ত ভঙ্গ হওয়াতে রাজাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিরোহিতা হন (সায়ণ)।

(২) রাজা উর্বশীকে প্রত্যাবর্তনে সম্মত করাইবার জন্য বলিলেন যে, আমার পুত্র জাত হইলে সে তাহার পিতার জন্য রোদন করিবে। তাহাতে উর্বশীর উত্তর। (৩) অর্থাৎ গর্ভস্থ পুত্র। (৪) হতাশ হইয়া পুরূরবা বলিলেন যে তিনি দূরদেশে গমন ও মৃত্যুবরণ করিবেন। (৫) উর্বশী রাজার প্রতি স্বীয় স্নেহের অসারত্ব প্রমাণ করিতেছেন (সায়ণ)। (৬) অর্থাৎ, মনুষ্যরূপ।

একদা আমি অল্প পরিমাণ ঘৃত পান করিয়াছিলাম। উহার দ্বারাই তৃপ্তা হইয়া আমি বিচরণ করি।

১৮। হে ইলাপুত্র! এই দেবগণ তোমাকে ইহাই বলিয়াছেন যে, তুমি মৃত্যুপরবশ বলিয়া, তোমার সন্তান দেবগণকে হবিঃ দ্বারা অর্চ্চনা করিবে, তুমি স্বর্গে (আমার সহিত) আনন্দলাভ করিবে।

(১৩) লোপামুদ্রা[১]

[অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রার স্বামীর নিকট প্রার্থনা]

১। রাত্রিতে, দিনে, উষাকালে আমি তোমাকে বহুবৎসর শুশ্রূষা করিয়া জরাগ্রস্তা হইয়াছি। জরা (আমার) দেহের সৌন্দর্য হরণ করিয়াছে। অধুনা কি কর্তব্য? স্বামী স্ত্রীর নিকট আগমন করুক।

২। যে প্রাচীন, সত্যবান্ ঋষিগণ ছিলেন, তাঁহারা দেবগণের সহিত সত্যবাক্য বলিতেন। তাহারা সন্তানোৎপাদন করিয়াছিলেন, (কিন্তু ব্রহ্মচর্য) হইতে স্খলিত হন নাই। স্বামী স্ত্রীর নিকট আগমন করুক।

(১৪) নদী[২]

[নদীদ্বয়ের বিশ্বামিত্রকে সাহায্য দান]

৪। এই জলদ্বারা (ভূমি) তর্পণ (অর্থাৎ উর্বর) করিয়া, দেবাদিষ্ট স্থান (সমুদ্র) লক্ষ্য করিয়া আমরা গমন করিতেছি।

---

(১) প্রথম মণ্ডল, সূক্ত ১৭৯, ঋক্ ১—২।

(২) তৃতীয় মণ্ডল, সূক্ত ৩৩, কতিপয় শ্লোক। বহু ধন উপার্জন করিয়া সুদাস রাজার পুরোহিত বিশ্বামিত্র বিপাশ্ ও শুতুদ্রীর সঙ্গমে উপস্থিত হইয়া, নদী উত্তীর্ণ হইবার জন্য তাহাদের স্তুতি করিতেছেন (সায়ণ)।

(আমাদের) গতিবেগের সংবরণ অসম্ভব। কি অভিলাষ করিয়া ব্রাহ্মণ নদীকে আহ্বান করিতেছেন ?

৬। বজ্রবাহু ইন্দ্র আমাদের খনন করিয়াছেন। নদীগণের জলধারণকারী মেঘ তিনি হনন করিয়াছেন[১]। সুন্দরহস্তবিশিষ্ট দেব সবিতা (অর্থাৎ, ইন্দ্র) আমাদের (সমুদ্রের প্রতি) চালিত করিয়াছেন। তাঁহার আদেশানুসারে আমরা প্রচুর জল বহন করিয়া গমন করিতেছি[২]।

৮। হে স্তবকারী (বিশ্বামিত্র ! [৩]) এই (স্তুতি) বাক্য উদ-ঘোষিত করিয়া ইহা বিস্মৃত হইও না। হে শস্ত্রপাঠক[৪] ! পরবর্তী কালে যজ্ঞে আমাদের প্রতি কর্তব্য পরিপালন করিও। আমাদের পুরুষের ন্যায় মনে করিও না[৫]। তোমাকে নমস্কার।

১০। হে স্তবকারী (বিশ্বামিত্র !), তোমার বাক্য আমরা শ্রবণ করিতেছি। তুমি শকট ও রথ সহ দূর হইতে সমাগত হইয়াছ। তজ্জন্য আমরা তোমাকে নতা হইয়া নমস্কার করিতেছি। স্তনদায়িনী মাতার ন্যায়, ব্যক্তিবিশেষকে (অর্থাৎ, পিতা বা ভ্রাতাকে) আলিঙ্গনার্থ নতা কন্যার ন্যায়, তোমার জন্য (আমরাও নতা হই)।

---

(১) বজ্র দ্বারা মেঘ হত, অর্থাৎ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইলে, বৃষ্টি পতিত হয়। বৃষ্টিধারা হইতে নদীর খাতের সৃষ্টি হয়। এইরূপে ইন্দ্র মেঘ হনন দ্বারা নদী খনন করেন (সায়ণ)।

(২) বিশ্বামিত্র নদীগণকে এক মুহূর্ত্তের জন্য গতিবেগ সম্বরণ করিতে অনুরোধ করিলে তাহারা অস্বীকৃত হইল।

(৩) তৎপরে বিশ্বামিত্র ইন্দ্রের স্তুতি করিলেন। (৪) "শস্ত্র" বেদের অংশ বিশেষ। ইহা গান অথবা জপ না করিয়া আবৃত্তি করিতে হয়। (৫) উত্তর প্রত্যুত্তরকারিণী বলিয়া আমাদের পুরুষের ন্যায় প্রগল্‌ভা বলিয়া পরিগণনা করিও না (সায়ণ)।

(১৫) যমী[১]

সূক্ত ১০

[যম-যমী সংবাদ]

১। নির্জন, বিস্তীর্ণ সমুদ্রে (অর্থাৎ, সমুদ্রস্থ দ্বীপে) উপনীতা হইয়া আমি (আমার) শ্রেষ্ঠ সখা (যমকে) সখ্যে আহ্বান করিতেছি। (তুমি) যাহাতে পিতৃত্ব লাভ করিতে পার, তজ্জন্য বিধাতা আমাকে সবগুণান্বিত সন্তান দান করুন।

৩। (হে যম!) প্রসিদ্ধ দেবগণও ঈদৃশী (দুহিতা, ভগ্নী প্রভৃতি) স্ত্রী জাতিকে কামনা করেন[২]। অতএব তোমার মন আমার মনের সহিত সংযুক্ত হউক[৩]। জনয়িতা (প্রজাপতি) যেরূপ (স্বীয় দুহিতার) পতি ছিলেন, সেইরূপ তুমিও আমার তনু উপভোগ কর।

৫। দেব, ত্বষ্টা, সবিতা, বিশ্বরূপ, জনয়িতা[৪] গর্ভাবস্থাতেই আমাদের দম্পতীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার কর্ম কেহই বিফল করে না। পৃথিবী ও স্বর্গ আমাদের এই (দম্পতীত্বের) বিষয় অবগত আছে।

---

(১) দশম মণ্ডল, সূক্ত ১০ এবং ১৫৪। যম ও যমী বিবস্বানের যমজ পুত্র ও কন্যা। রথের (Roth) মতে, ইঁহারা আদম ও ইভের ন্যায় প্রথমসৃষ্ট মানব-দম্পতী, এবং ইঁহাদের হইতেই মনুষ্যজাতির সৃষ্টি হয়। (২) যম ভগ্নীর পতিপদ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলে যমী দেবগণের দৃষ্টান্তোল্লেখ করিতেছেন। যথা— প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বীয় কন্যার পতীত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। (৩) অর্থাৎ আমি তোমাকে কামনা করিতেছি, তুমিও আমাকে কামনা কর। (৪) সায়ণের মতে, দেব— দানাদি গুণযুক্ত, ত্বষ্টা—রূপের কর্তা, সবিতা—শুভাশুভের প্রেরক, বিশ্বরূপ সর্বাত্মক, জনয়িতা—প্রজাপতি। যম তথাপি অস্বীকৃত হইলে, যমী অপর একটী যুক্তি প্রদান করিতেছেন—মাতৃগর্ভে একত্রে বাস হেতু তাঁহারা জন্মের প্রথম হইতেই দম্পতী।

৭। যমের কামনা যমীর প্রতি ধাবিতা হউক[১]। পতির নিকট পত্নীর ন্যায়, আমি (তাহার নিকট) স্বীয় তনু প্রকাশ করিব। রথের চক্রদ্বয়ের ন্যায়, (আমরাও) সচেষ্ট হই[২]।

৯। (যজমানগণ) অহোরাত্র তাহার (অর্থাৎ যমের) উদ্দেশ্যে যজ্ঞ সম্পাদন করুন, সূর্যের তেজ মুহুর্মুহুঃ (তাহার) জন্যই উদিত হউক, পৃথিবী ও স্বর্গ এবং সমজাতীয় দম্পতী অহোরাত্র (তাঁহারই জন্য)। সমজাতীয়া[৩] যমী যমের অভ্রাতৃত্ব (সাদরে) পরিগ্রহণ করুক।

১১। যে ভ্রাতার ভগ্নী অনাথা (অর্থাৎ, পতিবিহীনা), সে কি ভ্রাতৃনামযোগ্য? যে ভগ্নীর ভ্রাতা দুঃখক্লিষ্ট, সে কি ভগ্নী-নামযোগ্যা? কামাভিভূতা হইয়া আমি এইরূপ নানাপ্রকার প্রলাপ করিতেছি। তোমার তনুর সহিত আমার তনু মিলিত কর।

১৩। হে যম! হায়, তুমি দুর্বল। (আমরা) তোমার মন ও হৃদয়[৪] সম্বন্ধে অজ্ঞ। অশ্বকে যেরূপ রজ্জু, বৃক্ষকে যেরূপ লতা, তোমাকেও সেইরূপ অন্যা স্ত্রী আলিঙ্গন করে[৫]।

সূক্ত ১৫৪

[মৃতের অবস্থা বর্ণন]

১। কাহারও জন্য সোম ক্ষরিত হয়, কেহ ঘৃত উপভোগ

---

(১) দ্বিতীয় পাদের অনুবাদ প্রদত্ত হইল না।

(২) রথচক্র যেরূপ রথকে চালিত করে, সেইরূপ আমাদের মিলনও ধর্মার্থকাম প্রভৃতি পুরুষার্থ সিদ্ধ করিবে (সায়ণ)।

(৩) দিন ও রাত্রি সমজাতীয়, অর্থাৎ একই কারণ হইতে উদ্ভূত হইলেও, দম্পতীরূপে পরিগণিত। সেইরূপ যম ও যমী একই মাতৃগর্ভোদ্ভূত হইলেও দম্পতী।

(৪) মন=মনোগত সংকল্প, হৃদয়=বুদ্ধিগত অধ্যবসায় (সায়ণ)। (৫) যম যমীর শত অনুনয়েও স্বীকৃত হইল না।

করেন। কাঁহারও জন্য মধু প্রবাহিত হয়১। (হে মৃত!) তাঁহাদের নিকট গমন কর।

২। যাঁহারা তপস্যা দ্বারা২ অপরাজেয় হইয়াছেন, যাঁহারা তপস্যা৩ দ্বারা স্বর্গে গমন করিয়াছেন, যাঁহারা মহতী তপস্যা৪ করিয়াছেন, (হে মৃত!) তাঁহাদের নিকট গমন কর।

৩। শৌর্যশালী যাঁহারা সংগ্রামে শত্রুধ্বংস করিয়াছেন, যাঁহারা (যুদ্ধে) তনুত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা সহস্র যজ্ঞ অনুষ্ঠিত করিয়াছেন, (হে মৃত!) তাঁহাদের নিকট গমন কর।

৪। যে পূর্বপুরুষ পিতৃগণ তপোযুক্ত, সত্যস্পর্শী, সত্যবান্, সত্যবর্ধক, হে যম! (এই মৃত সহ) তাঁহাদের নিকট গমন কর।

৫। যে ঋষিগণ তপোযুক্ত, তপস্যা হইতে উৎপন্ন, সহস্রনয়ন (অর্থাৎ সুবিচক্ষণ), প্রজ্ঞাসম্পন্ন, যাঁহারা সূর্যকে রক্ষা করেন,— হে যম! (এই মৃত সহ) তাঁহাদের নিকট গমন কর।

(১৭) সার্পরাজ্ঞী৫

[সূর্য-স্তব]

১। এই গমনশীল, (রক্ত) বর্ণ (সূর্য) আগত হইয়াছেন। তিনি পূর্বদিকে মাতা (পৃথিবীকে) প্রাপ্ত হইয়াছেন, (এবং) পিতা স্বর্গলোক ও (অন্তরীক্ষ) অভিমুখে প্রয়াণ করিতেছেন।

---

(১) ব্রহ্মযজ্ঞকালে যাঁহারা সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ব বেদ পাঠ করেন, তাঁহারা পিতৃগণকে যথাক্রমে সোম, ঘৃত ও মধু অর্পণ করেন। (২) যাঁহারা কৃচ্ছ্র সাধন, চান্দ্রায়ণব্রত প্রভৃতি দ্বারা পাপের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন (সায়ণ)। (৩) যাঁহারা যাগাদি দ্বারা স্বর্গলাভ করিয়াছেন (সায়ণ)। (৪) যাঁহারা রাজসূয়, অশ্বমেধাদি দুষ্কর যজ্ঞ, অথবা হিরণ্যগর্ভাদি উপাসনা করিয়াছেন (সায়ণ)।

(৫) দশম মণ্ডল, সূক্ত ১৮৯

২। তাঁহার (সূর্যের) দীপ্তি দেহমধ্যে (মুখ্যপ্রাণরূপে) স্থিতি করিতেছে; (এবং) উর্দ্ধে বায়ু নির্গমনপূর্বক, (দেহাভ্যন্তরে) বায়ু আনয়ন করিতেছে১। মহান্ (সূর্য) (উদয়াস্ত সময় মধ্যে) অন্তরীক্ষ প্রকাশ করিতেছেন।

৩। অহোরাত্রের ত্রিংশৎ মুহূর্ত (সূর্যের) রশ্মিতে প্রদীপ্ত হইতেছে। প্রতি মুখে সূর্যের উদ্দেশ্যে (স্তব) বাক্য উচ্চারিত হইতেছে২।

(২৮) বাক্৩

[অম্ভৃণ মহর্ষির কন্যা ব্রহ্মবিদুষী বাকের ব্রহ্মাত্মজ্ঞান]

১। আমি রুদ্রগণের সহিত, বসুগণের সহিত (তাঁহাদের আত্মারূপে) বিচরণ করি, আমি আদিত্যের সহিত এবং বিশ্বদেবগণের সহিত (তাঁহাদের আত্মা রূপে) বিচরণ করি। (ব্রহ্মরূপা) আমি মিত্র ও বরুণ উভয়কে ধারণ করি; (ব্রহ্মরূপা) আমি ইন্দ্র এবং অগ্নিকে (ধারণ করি); (ব্রহ্মীভূতা) আমি অশ্বিনীদ্বয়কে (ধারণ করি)৪।

২। আমি পেষণীয়৫ সোমকে ধারণ করি। আমি ত্বষ্টা, পূষণ ও ভগকে (ধারণ করি)। হোমকারী, তর্পণকারী, সোমপেষক যজমানের জন্য আমি (যজ্ঞফলরূপ) ধন ধারণ করি৬।

---

(১) অর্থাৎ, নিশ্বাসপ্রশ্বাস সাধন করিতেছে। অথবা, তাঁহার দীপ্তি পরিব্যাপ্তা হইতেছে এবং তিনি উদিত হইয়া পরে অস্তমিত হইতেছেন (সায়ণ)।

(২) অথবা, ত্রিংশৎ ঘটিকা (সূর্য) দীপ্তি দ্বারা বিরাজ করিতেছেন। (সেই সময়ে) প্রতিমুখে সূর্যের স্তবগান হইতেছে (সায়ণ)। (৩) দশম মণ্ডল, সূক্ত ১২৫। (৪) ব্রহ্মজ্ঞা বাকের নিকট জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ব্রহ্ম হইতেই রুদ্র প্রভৃতির উৎপত্তি। এইরূপে বাক্ ব্রহ্মের সহিত স্বীয় অভিন্নতা উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়াই তিনি নিজেকে রুদ্র প্রভৃতির আত্মা ও ধারকরূপে অনুভব করিতেছেন (সায়ণ)। (৫) অথবা শত্রুহন্তারক (সায়ণ)। (৬) ব্রহ্ম ফলদাতা বলিয়া ব্রহ্ম হইতে অভিন্না বাক্ও তাহাই (সায়ণ)

৩। আমি (সমগ্র বিশ্বের) ঈশ্বরী, (উপাসকবৃন্দের জন্য) ধন-সমূহের সংগ্রাহিকা, (ব্রহ্ম) জ্ঞা, যজ্ঞার্হগণের মধ্যে মুখ্যা। বহুভাবে (প্রপঞ্চে আত্মা রূপে) অবস্থিতা, বহু (ভূতসমূহে) অনুপ্রবিষ্টা আমাকে দেবগণ বহুদেশে সংস্থাপন করিয়াছেন১।

৪। যে অন্নভোজন করে, সে (ভোক্তৃশক্তিরূপা) আমার দ্বারাই (তাহা করে); যে দর্শন করে, যে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে, যে কথিত (বাক্য) শ্রবণ করে, (সে আমার দ্বারাই তাহা করে)। যাহারা (অন্তর্যামিনীরূপে স্থিতা) আমাকে অবগত নহে, তাহারা হীনতা প্রাপ্ত হয়। হে প্রখ্যাত (সখা)! যাহা শ্রদ্ধাযোগ্য২ তাহা শ্রবণ কর। আমি তোমাদের জগতের ব্রহ্মাত্মকতা বলিতেছি।

৫। দেবগণ এবং মনুষ্যগণের দ্বারা সেবিত এই (জগতের ব্রহ্মাত্মকতা) আমি স্বয়ং তোমাদের বলিতেছি। আমি যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে শক্তিশালী করি; তাহাকে (স্রষ্টা) ব্রহ্মা, তাহাকে ঋষি, তাহাকে সুমেধা (করি)।

৬। ব্রাহ্মণবিদ্বেষী, হিংস্র, (ত্রিপুরনিবাসী অসুর) হননের জন্য আমি (ত্রিপুরবিজয়কালে) মহাদেবের ধনুতে জ্যারোপণ করিয়াছি। (স্তবকারিগণের রক্ষার্থে) আমি (শত্রু) জনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্তা হই। আমিই (অন্তর্যামিনীরূপে) স্বর্গমর্তে প্রবিষ্টা হইয়া আছি।

৭। পিতা স্বর্গকে আমি তাঁহার (অর্থাৎ, পরমাত্মার) মস্তকোপরি সৃষ্ট করি৩। সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার উৎপত্তি৪। অতএব আমি

---

(১) অর্থাৎ আমি নিজেই আত্মা রূপে সমগ্র জগতে অবস্থান করিতেছি, ইত্যাদি (সায়ণ)।

(২) অথবা, শ্রদ্ধাযত্নের দ্বারা লভ্য (সায়ণ)। (৩) অর্থাৎ, বস্ত্র যেরূপ তন্তুতেই স্থিতি করে, সেরূপ স্বর্গ প্রভৃতি কার্য কারণ ব্রহ্মেই বর্তমান (সায়ণ) (৪) সায়ণের মতে "সমুদ্র" শব্দের অর্থ পরমাত্মা, এবং "জল" শব্দের অর্থ ব্যাপনশীল "ধীবৃত্তি"। অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতেই আমার উৎপত্তি।

সকল ভূতে অনুপ্রবেশ করিয়া, তাহাদের পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করি; এবং দেহদ্বারা স্বর্গলোক স্পর্শ করি১।

৮। সকল ভূতজাত উৎপাদনকারিণী আমি বায়ুর ন্যায় প্রবাহিতা হই২। (আমি) আকাশ হইতে, এই পৃথিবী হইতে (শ্রেয়সী)। আমার মহিমা নিরতিশয়৩।

(১৯) শ্রদ্ধা[৪]

[কামগোত্রজা শ্রদ্ধার শ্রদ্ধাদেবীর উদ্দেশ্যে স্তুতি]

১। শ্রদ্ধা৫ দ্বারা (গার্হপত্যাদি) অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, শ্রদ্ধা দ্বারা (পুরোডাশ প্রভৃতি) হবিঃ (আহবনীয় অগ্নিতে) প্রক্ষিপ্ত হয়; সৌভাগ্যশিখরোপবিষ্টা শ্রদ্ধাকে আমরা স্তোত্রদ্বারা প্রশংসা করি।

(১) অথবা "পিতা স্বর্গকে আমি ইহার অর্থাৎ ভূলোকের মস্তকোপরি সৃষ্ট করি। সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার উৎপত্তির কারণ (অর্থাৎ, আমার পিতা অম্ভৃণ ঋষি) বর্ত্তমান"। অথবা সমুদ্রে (অর্থাৎ অন্তরীক্ষে) এবং জলে (অর্থাৎ দেব) শরীরে আমার কারণভূত (ব্রহ্ম) বর্তমান (সায়ণ)। (২) বায়ু যেরূপ অপরের দ্বারা প্রেরিত না হইয়াই স্বেচ্ছায় প্রবাহিত হয়, সেইরূপ সর্বকারণভূতা আমিও স্বাধীন কর্ত্রী (সায়ণ)। (৩) উপরে (পৃঃ ১২) উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞা বাকের ব্রহ্মজ্ঞান ভাবাত্মক, অভাবাত্মক নহে। এই প্রসঙ্গে শঙ্কর ও বল্লভের একত্ববাদেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে, বল্লভের বিষয়ে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। বল্লভের নিজের মত এই বিষয়ে বিরোধদোষদুষ্ট। কারণ তাঁহার মতে, দর্শনের দিক হইতে ব্রহ্ম ও জীবজগৎ কুণ্ডলীকৃত সর্প ও প্রসারিত সর্পের ন্যায় অভিন্ন হইলেও ধর্মের দিক্ হইতে, জীব সর্ব্বদাই ব্রহ্মের দাস ও ভক্ত, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। মুক্ত জীবও নিজেকে ব্রহ্মভিন্ন রূপেই উপলব্ধি করেন, শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে সেবাই মুক্তি। (৪) দশম মণ্ডল, সূক্ত ১৫১। (৫) "শ্রদ্ধা" শব্দের অর্থ, "পুরুষগত অভিলাষ বিশেষ" (সায়ণ)। (৬) অথবা, শ্রদ্ধানামক সূক্তদ্রষ্ট্রী ঋষি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন (সায়ণ)। ইহা বৈদিক যুগে নারীর যজ্ঞাদি কর্ম ও পৌরোহিত্যে অধিকারের অন্যতম প্রমাণ। উপরে 'বিশ্ববারা' দেখুন।

২। হে শ্রদ্ধা ! (আহুতি) প্রদানকারী (যজমানের) মনোভিলাষ পূর্ণ কর ; হে শ্রদ্ধা ! (আহুতি) প্রদানেচ্ছুকের মনোভিলাষ পূর্ণ কর। আমার ভোগার্থী যজমানগণকে আমি যাহা বলিয়াছি, সেই প্রিয় (ফল)তাহাদের প্রদান কর।

৩। যেরূপ উগ্র অসুরগণের (সহিত যুদ্ধে জয় লাভ বিষয়ে) দেবগণের শ্রদ্ধা (বা বিশ্বাস) আছে, সেইরূপ আমাদের প্রতি ঈদৃশ (শ্রদ্ধাবান্) ভোগার্থী যজমানগণকে প্রার্থিত ফল প্রদান কর।

৪। দেবগণ, যজমানবৃন্দ এবং বায়ু কর্তৃক রক্ষিত ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধা (দেবীকে) উপাসনা করেন। (সবজন) হৃদযোত্থ আকূতি (অথবা সংকল্প) দ্বারা শ্রদ্ধাকে (পরিচর্য্যা করে) ; শ্রদ্ধা দ্বারাই (মানব) ধনলাভ করে।

৫। আমরা শ্রদ্ধা(দেবীকে) প্রাতঃকালে অর্চনা করি ; শ্রদ্ধাকে মধ্যাহ্নেও (অর্চনা করি)! শ্রদ্ধাকে সন্ধ্যাকালেও (অর্চনা করি) ; হে শ্রদ্ধা ! আমাদের ইহলোকে শ্রদ্ধাবান্ কর।

(২০) দক্ষিণা১

[প্রজাপতিদুহিতা দক্ষিণা দক্ষিণা বা দক্ষিণাদাতৃগণের স্তব করিতেছে]

ইঁহাদের (অর্থাৎ, যজমানগণের) জন্য মঘবানের মহৎ তেজ আবির্ভূত হইয়াছে২ ; সকল জীব অন্ধকার হইতে নির্মুক্ত হইয়াছে। দেবদত্ত মহাজ্যোতি (সূর্য) আগমন করিয়াছেন ; (সকল যজমান কর্তৃক) দক্ষিণার জন্য মহান্ পন্থা দৃষ্ট হইয়াছে৩।

২। দক্ষিণাদাতৃগণ স্বর্গে উচ্চস্থানে অবস্থান করিতেছেন ; যাঁহারা অশ্বদাতা, তাঁহারা সূর্যের সহিত (বাস করেন)। সুবর্ণদাতৃগণ অমৃতত্ব

(১) দশম মণ্ডল, সূক্ত ১০৭। (২) সায়ণের মতে মঘবন্ শব্দের অর্থ সূর্য। দক্ষিণা যজ্ঞের অঙ্গ, কিন্তু সায়ংকালে যজ্ঞানুষ্ঠান নিষিদ্ধ। অতএব যজ্ঞ দিবসেই করণীয়। (৩) অর্থাৎ যজমানগণ পুরোহিতগণকে দক্ষিণা প্রদান করিতেছেন।

লাভ করেন ; বস্ত্রদাতৃগণ, হে সোম ! (তোমার সহিত বাস করেন ;) (ইঁহারা সকলেই) দীর্ঘজীবন লাভ করেন।

৩। দৈবী, পালিনী, দেবযজ্ঞের অঙ্গভূতা দক্ষিণা দুরাচারগণের জন্য নহে ; (কারণ) তাহারা (দেবগণকে) প্রীত করে না। (কিন্তু) পাপভয়ে ভীত হইয়া, বহু ব্যক্তি দক্ষিণা প্রদানপূর্বক (দেবগণকে) প্রীত করেন।

৪। তাঁহারা (অর্থাৎ, যজমানগণ) শতধারাশীল১ বায়ু, স্বর্গলাভ-কারী২ সূর্য, মানবদ্রষ্টা (দেবতার) জন্য হবিঃ দর্শন (অর্থাৎ, প্রদান) করেন। যাঁহারা (দেবগণকে) প্রীত করেন, এবং যজ্ঞে হোমপ্রদান করেন, তাঁহারা সপ্তমাতৃকা৩ দক্ষিণাকে দোহন করেন৪।

৫। (ঋত্বিক্ দ্বারা) আহূত যজমান (সকলের) মুখ্য হইয়া (সর্বত্র) গমন করেন ; গ্রামসমূহের নেতা যজমান (সকলের) অগ্রে গমন করেন। আমি তাঁহাকেই নৃপ বলিয়া মনে করি যিনি প্রথমে জনগণের মধ্যে দক্ষিণা প্রচার করিয়াছিলেন।

৬। লোকে তাঁহাকেই ঋষি৫, তাঁহাকেই ব্রহ্মা, যজ্ঞের নেতা (অধ্বর্যু,) সামগায়ক (উদ্গাতা), স্তুতিপাঠক (হোতা)৬ বলিয়া অভি-হিত করে। তিনি জ্যোতির ত্রিবিধরূপ৭ অবগত আছেন, যিনি প্রথম দক্ষিণা দ্বারা (পুরোহিতগণকে) আরাধনা করিয়াছিলেন।

(১) শতাদকে প্রবাহিত (২) অথবা, সর্বজ্ঞ। (৩) অর্থাৎ, যাহার হোতৃপ্রভৃতি সাতটি মাতা ; অথবা যে অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি সাতটি সন্তানের মাতা (সায়ণ)। (৪) অর্থাৎ ঋত্বিগ্‌গণকে প্রচুর দক্ষিণা প্রদান করে। (৫) "ঋষি" শব্দের অর্থ অতীন্দ্রিয় পদার্থদ্রষ্টা অথবা সৎকর্মকারক (সায়ণ)।

(৬) যজমান দক্ষিণা দান করিয়া অধ্বর্যু, উদ্গাতা ও হোতা এই ত্রিবিধ পুরোহিতের কর্ম পরিগ্রহণ করেন (সায়ণ)। অর্থাৎ ফললাভ হয় যজমানেরই।

(৭) অগ্নি, বিদ্যুৎ ও আদিত্য—জ্যোতির এই তিনরূপ ; অথবা আহবনীয় গার্হপত্য ও দক্ষিণা—অগ্নির এই তিনরূপ (সায়ণ)।

৭। দক্ষিণা অশ্ব, দক্ষিণা গাভী, দক্ষিণা রজত ও স্বর্ণ প্রদান করে। দক্ষিণা অন্নদান করে; আমাদের আত্মা দক্ষিণাকে (পাপ-নিবারক) জানিয়া বর্মরূপে ধারণ করে।

৮। দাতৃগণ মৃত্যুমুখে পতিত হন না[১], নিকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হন না, হিংসার পাত্র হন না, ধনদাতৃগণ ব্যথিত হন না। দক্ষিণা তাঁহাদের এই সমগ্র ভুবন ও সমগ্র স্বর্গ দান করেন।

৯। দাতৃগণ প্রথম (ক্ষীরাদির) উৎপত্তিস্থান ধেনু জয় করিয়াছিলেন; দাতৃগণ সুবেশা বধূ জয় করিয়াছিলেন। দাতৃগণ পানীয়া সুরা জয় করিয়াছিলেন; যাহারা অনাহূত ভাবে (যুদ্ধে) সম্মুখীন হয়, দাতৃগণ তাহাদের জয় করিয়াছিলেন।

১০। দাতার জন্য (পরিচারকগণ) দ্রুতগামী অশ্ব সুসজ্জিত করে; দাতার জন্য (এই) সুসজ্জিতা কন্যা। এই পুষ্করিণীসদৃশ পরিষ্কৃত[২], দেবগৃহসদৃশ মনোহর গৃহ দাতারই জন্য।

১১। সুষ্ঠুরূপে বহনসমর্থ অশ্ব দাতাকে বহন করে; দাতার জন্যই (এই) সুষ্ঠু আবর্তনশীল রথ। হে দেবগণ! যজ্ঞে[৩] দাতাকে রক্ষা কর; দাতা সংগ্রামে শত্রুজয়ী হউন।

(২১) রাত্রি[৪]

[ভরদ্বাজপুত্রী ঋষিকা রাত্রি রাত্রিদেবীর স্তুতি করিতেছেন]

১। আগমনশীলা দেবী রাত্রি বহুদেশ চক্ষুদ্বারা[৫] অবলোকন করিলেন। (তিনি) সকল শ্রী ধারণ করিয়াছেন।

---

(১) অর্থাৎ, দেবত্ব প্রাপ্ত হন (সায়ণ)। (২) পুষ্করিণী যেরূপ পদ্ম, হংস প্রভৃতি দ্বারা শোভিত, সেইরূপ এই গৃহও বিতান প্রভৃতি দ্বারা শোভিত (সায়ণ)। (৩) অথবা, সংগ্রামে (সায়ণ)। (৪) দশম মণ্ডল, সূক্ত ১২৭। যাঁহারা রাত্রে দুঃস্বপ্ন দর্শন করেন, তাহারা প্রত্যূষে পায়স আহুতি প্রদান করিবেন, এবং এই সূক্ত পাঠ করিবেন (সায়ণ)। (৫) তারকা দ্বারা অথবা রজতশুভ্র তেজ দ্বারা (সায়ণ)।
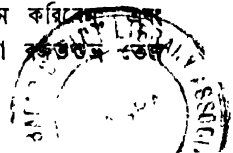
২। মরণরহিতা দেবী বিস্তীর্ণ (অন্তরিক্ষ), নিম্ন (লতাগুল্মাদি) এবং উচ্চ (বৃক্ষাদি) পরিব্যাপ্ত করিয়াছেন। (তৎপরে তিনি) জ্যোতিদ্বারা অন্ধকার দূরীভূত করেন।

৩। আগমনশীলা দেবী (রাত্রি) ভগিনী উষাকে প্রকাশ করেন। (উষার আগমনে) অন্ধকার বিদুরিত হয়।

৪। অদ্য তিনি আমাদের রক্ষা করুন—যিনি সমুপগতা হইলে, পক্ষিগণ যেরূপ বৃক্ষে নীড়ে প্রবেশ করে, আমরাও (সেইরূপ গৃহে) প্রবেশ করি।

৫। জনগণ (গৃহে) প্রবেশ করিয়াছে; এবং পশু, পক্ষী ও দ্রুতগামী শ্যেনও।

৬। হে রাত্রি, বৃকীকে (আমদের নিকট হইতে) পৃথক্ কর; বৃককে ও তস্করকে পৃথক্ কর। অনন্তর আমাদের নিকট সুখযাপ্যা হও২।

৭। সর্বব্যাপী, কৃষ্ণবর্ণ, সর্বাবভাসক অন্ধকার আমার নিকটে আগমন করিয়াছে। হে উষা! ঋণের ন্যায় (তাহা) অপসারিত কর৩।

৮। তোমাকে (স্তুতিদ্বারা) গাভীর ন্যায় অভিমুখী করিতেছি; হে সূর্যের৪ দুহিতা রাত্রি! জয়শীল আমার স্তোত্রের দ্বারা (হবিঃ) গ্রহণ কর।

---

(১) রাত্রি প্রথমে সকল স্থান অন্ধকারাবৃত করেন, পরে সেই সব স্থান নক্ষত্রাদি দ্বারা আলোকিত করেন।

(২) অর্থাৎ, বন্যজন্তু ও চোর প্রভৃতি হইতে আমাদের রক্ষা কর, এবং আমরা যেন সুখে রাত্রি যাপন করতে পারি। (৩) তুমি যেরূপ স্তোতৃগণের ঋণ ধনদান দ্বারা অপসারণ কর, সেরূপ অন্ধকারও আলোক দ্বারা দূর কর। (৪) অথবা দিবসের (সায়ণ)।

(২২) সূর্যা[১]

[সবিতৃপুত্রী সূর্যার সহিত সোমের বিবাহ]

১। সত্য (অর্থাৎ, ব্রহ্মা) দ্বারা ভূলোক উত্তোলিত হইয়াছে[২]; সূর্য দ্বারা দ্যুলোক উত্তোলিত হইয়াছে। যজ্ঞ দ্বারা অদিতিপুত্র (দেবগণ) বিরাজ করেন; দ্যুলোকে সোম অধিষ্ঠান করেন।

২। সোমের দ্বারা অদিতিপুত্র (দেবগণ) বলীয়ান্ হন[৩]; সোমের দ্বারা পৃথিবী মহতী হন[৪]। সোম এই সকল যজ্ঞপাত্রের অভ্যন্তরে ন্যস্ত হইয়াছে[৫]।

৩। যিনি (মৈথুন, চিকিৎসা প্রভৃতির জন্য সোমরস) পান করিয়াছেন, তিনি (রাসায়নিকগণ কর্তৃক) পিষ্ট ওষধিকেই সোম বলিয়া মনে করেন। (কিন্তু তাহাই প্রকৃত সোম) যাহা ব্রাহ্মণগণ সোম বলিয়া মনে করেন; ইহা কেহই পান করে না[৬]।

---

(১) দশম মণ্ডল, সূক্ত ৮৫। (২) অথবা, সত্য (অর্থাৎ, সত্য ধর্ম) দ্বারা ভূমি ফলবতী হয় (সায়ণ)। (৩) অর্থাৎ, ঐন্দ্র, বায়ব প্রভৃতি যজ্ঞপাত্রে প্রদত্ত সোমরস পান করিয়া। (৪) অর্থাৎ, অগ্নিতে সোমের আহুতি প্রদত্ত হইলে, বৃষ্টি হয়, এবং তদ্দ্বারা পৃথিবী শস্যশালিনী হন (সায়ণ)। (৫) এই সূক্তে "সোম" শব্দের দুইটী অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে—সোমরস ও সোম দেবতা (চন্দ্র)। প্রথম অর্থ গ্রহণ করিলে সূক্তের উপরি উক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণীয়। দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিলে, ইহার ব্যাখ্যা নিম্নলিখিত রূপ :—দেবতাগণ ষোড়শ কলা বিশিষ্ট চন্দ্রের এক একটী কলা ভক্ষণ করিয়া বলীয়ান্ হন। অমৃতবর্ষণ দ্বারা ওষধাদি পরিবর্ধন পূর্বক চন্দ্র পৃথিবীকে বলশালিনী করেন। নক্ষত্রগণের নিকটে চন্দ্র স্থিতি করেন (সায়ণ)। (৬) অর্থাৎ, যজ্ঞেই সোমপান কর্তব্য, অন্যত্র নহে। চন্দ্রপক্ষে ব্যাখ্যা নিম্নলিখিত রূপ : পানকারী যজমান সোমপ্রস্তর দ্বারা সংপিষ্ট ওষধিকেই সোমরূপে গণ্য করেন। (কিন্তু প্রকৃত সোম) তিনিই যাঁহাকে ব্রাহ্মণগণ সোমরূপে গণ্য করেন, (অর্থাৎ, প্রকৃত "সোম" সোমরস নহে, চন্দ্রদেবতা)। (তাঁহাকে দেবভিন্ন অন্য) কেহই ভক্ষণ করেন না।

৪। হে সোম! (জগদ্) রক্ষণবিধানশীল[১] বার্হত[২] কর্ত্তৃক তুমি লুক্কায়িত ও রক্ষিত। তুমি সোমপেষণ-প্রস্তরের (শব্দ) শ্রবণপূর্বক বিরাজ কর; পার্থিব (জন) তোমাকে পান করে না।

৫। হে দেব, তোমাকে পান করিলে, তুমি পুনরায় বর্ধিত হও। বায়ু সোমের রক্ষক[৩]। সোম সম্বৎসরের স্রষ্টা[৪]।

৬। রৈভী (সূর্যার) সখী ছিলেন; নারাশংসী ছিলেন সেবকা। সূর্যার কমনীয় বস্ত্র গাথা কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত হইয়াছিল[৫]।

৭। চিত্ত (তাঁহার) উপাধান, চক্ষু (তাঁহার) অঞ্জন[৬]। স্বর্গমর্ত্য (তাঁহার) ধনকোশ ছিল, যে সময়ে সূর্যা পতির নিকট গমন করিয়াছিলেন।

(১) অর্থাৎ, যে সকল বিধিবিধান জগদ্রক্ষার্থ প্রয়োজন, সেই সকলের প্রবর্ত্তক ঋষগণ। (২) স্বান, ভ্রাজ, আংধার্য্য প্রভৃতি সপ্তবিধ সোমপালক (সায়ণ)। (৩) বায়ু অপরাপর জলীয় পদার্থের শোষক হইলেও, সোমের শোষক নহে। অতএব বায়ু সোমের রক্ষক। অথবা, সোমলতার আশ্রয় বনস্পতির রক্ষকরূপে বায়ু সোমেরও রক্ষক (সায়ণ)।

(৪) যজ্ঞ সংবৎসরে সংবৎসরে বসন্তাদিকালে অনুষ্ঠেয় বলিয়া, যজ্ঞে প্রদত্ত সোম বিভিন্ন কাল নির্দ্দেশ করে (সায়ণ)। চন্দ্রপক্ষে সূক্তের অর্থ:—হে চন্দ্রদেব! (কৃষ্ণপক্ষে দেবগণ) তোমার (রশ্মি) পান করিলে, (শুক্লপক্ষে) তুমি পুনরায় বর্দ্ধিত হও। (চন্দ্রের গতি বায়ুর অধীন বলিয়া) বায়ু চন্দ্রের রক্ষক; তুমি সংবৎসরের মাস সমূহের স্রষ্টা, (অর্থাৎ, কৃষ্ণপক্ষে ও শুক্লপক্ষে একমাস)।

(৫) বর সোমের স্তুতি পূর্বক, বধূ সূর্যা স্বীয় বিবাহের বর্ণনা করিতেছেন। রৈভী, নারাশংসী ও গাথা যথাক্রমে কতিপয় ঋক্, মনুষ্যস্তুতি ও গাথার মূর্ত্তরূপ (সায়ণ)

(৬) বৃত্রের চক্ষুতারকা ত্রিককুৎ নামক পর্বতে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা হইতে অঞ্জনের উৎপত্তি হয়। সুতরাং চক্ষুজাত অঞ্জনই চক্ষুতে প্রদত্ত হয় বলিয়া স্বয়ং চক্ষুই চক্ষুর অঞ্জন (সায়ণ)।

৮। স্তোত্রাবলী (সূর্যার রথের) কাষ্ঠফলক ছিল; কুরীর (নামক) ছন্দ উপাধান; অশ্বিনীদ্বয় সূর্যার বর[১], অগ্নি প্রথমগামী ছিলেন[২]।

৯। সোম বধূলাভে ইচ্ছুক ছিলেন; অশ্বিনীদ্বয় বর হইয়াছিলেন, যে সময়ে পতিলাভোৎসুকা সূর্যাকে সবিতা মনস্বী (সোমকে) প্রদান করিয়াছিলেন।

১০। মন তাঁহার (সূর্যার) রথ হইয়াছিল; স্বর্গ (রথের) আচ্ছাদক (অর্থাৎ, চন্দ্রাতপ) হইয়াছিল; দীপ্ত (সূর্যচন্দ্র রথবাহক) বৃষদ্বয় হইয়াছিলেন, যে সময়ে সূর্যা (পতি) গৃহে গমন করিয়াছিলেন।

১১। ঋক্ ও সাম কর্তৃক যোজিত (সূর্যচন্দ্ররূপ) গাভীদ্বয় সমান ভাবে গমন করে। তোমার কর্ণদ্বয় (রথের) চক্র[৩] হইয়াছিল, স্বর্গ (রথের) চলাচলের পন্থা।

১২। গমনশীল (রথের) চক্রদ্বয় তোমার শুচি (কর্ণযুগল); অক্ষ[৪] বায়ু। পতির নিকট গমনশীলা সূর্যা মনোময় শকটে আরোহণ করিলেন[৫]।

১৩। সূর্যাকে (গাভী প্রভৃতি) যে সকল যৌতুক সবিতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা (সূর্যার) অগ্রেই গমন করিয়াছিল[৬]। মঘাতে

(১) প্রজাপতি সবিতা সোমকে স্বকন্যাদানে অভিলাষী হইয়াছিলেন। সেই সময়ে কন্যার সম্মানার্থ নানারূপ বিবাহ প্রস্তাব হয়। অশ্বিনীদ্বয় যুদ্ধে কন্যাকে লাভ করেন। পরে সোম তাঁহাকে বিবাহ করেন। (২) অগ্নি বিবাহ প্রস্তাব বহন করিয়া প্রথম আগমন করেন। (৩) মনোরূপ রথের চক্রদ্বয় বরের গুণগ্রাহী কর্ণযুগল (সায়ণ)। (৪) রথচক্রদ্বয়ের ছিদ্রের ভিতর যে কাষ্ঠখণ্ড থাকে তাহার নাম "অক্ষ"। ইহাই সমগ্র রথের ভার বহন করে (সায়ণ)। (৫) সূর্যার মন তাঁহার রথ, কর্ণদ্বয় রথের চক্র, বায়ু রথের অক্ষ, স্তোত্র রথের কাষ্ঠফলক, ছন্দ উপাধান, সূর্যচন্দ্র বৃষদ্বয়, স্বর্গ চন্দ্রাতপ, দ্যুলোক পন্থা।

৬) সূর্যার পতিগৃহে গমনের পূর্বেই, সবিতা বিবাহের যৌতুকরূপে গাভীপ্রভৃতি

(সবিতৃপ্রদত্ত) গাভীসমূহ (সোমগৃহের প্রতি) দণ্ডতাড়িত হয়; ফল্গুনীতে (সূর্যা) সোমগৃহে (রথে) নীতা হন।

১৪। হে অশ্বিনীদ্বয়! যে সময়ে তোমরা ত্রিচক্রযুক্ত রথে সূর্যার সহিত বিবাহের প্রার্থনা লইয়া আগমন করিয়াছিলে, সকল দেবগণ তাহা অনুমোদন করিয়াছিলেন, (তোমাদের) পুত্র পূষা (তোমাদের) পিতৃরূপে বরণ করিয়াছিল।

১৫। হে উদকস্বামিদ্বয়! যে সময়ে তোমরা সূর্যাকে লাভ করিবার জন্য বরেণ্য[১] (সবিতার) নিকট আগমন করিয়াছিলে, সেই সময়ে তোমাদের (সম্প্রতি দৃশ্যমান) একটী চক্র কোথায় ছিল? কোন্ স্থানে তোমরা দানের নিমিত্ত দণ্ডায়মান ছিলে?

১৬। হে সূর্যা! ঋতুকালে (বিনির্দিষ্ট)[২] তোমার (সূর্যচন্দ্ররূপ) চক্রদ্বয় ব্রাহ্মণগণ অবগত আছেন। (সংবৎসররূপ) গুহানিহিত যে একটী (তৃতীয় চক্র), তাহা মেধাবিগণ অবগত আছেন।

১৭। সূর্যাকে[৩], দেবগণকে, মিত্রকে, এবং বরুণকে, যাঁহারা ভূতগণের অভিলাষপূরক তাঁহাদের (সকলকে) আমি এই নমস্কার করি।

১৮। পৌর্বাপর্যক্রমে[৪] প্রজ্ঞাদ্বারা বিচরণশীল এই ক্রীড়াশীল শিশুদ্বয়[৫] (সূর্য ও চন্দ্র) যজ্ঞে প্রতিগমন করিতেছেন। (ইহাদের) একজন

সোমের নিকট প্রেরণ করেন। এইরূপে, পূর্ব্বে মঘানক্ষত্রকালে যৌতুক প্রেরিত হয়; পরে ফল্গুনী নক্ষত্রকালে সূর্যা প্রেরিতা হন (সায়ণ)। (১) বরণীয়া সূর্যার আত্মীয়, অথবা যাঁহার নিকট বরগণ কন্যা প্রার্থনা করিয়াছিলেন (সায়ণ)। (২) অর্থাৎ, বিভিন্ন কালে ও ঋতুতে সূর্য ও চন্দ্র বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত হয়। যথা দিবসে ও গ্রীষ্মে সূর্য, রাত্রিতে ও বসন্তে চন্দ্র। (৩) সূর্যপত্নীকে (সায়ণ)। (৪) অগ্রে সূর্য, পরে চন্দ্র উদিত হন, এই ক্রমানুসারে। (৫) শিশুর ন্যায় ভ্রমণশীল, অথবা শিশুর ন্যায় প্রত্যহ নবরূপে জাত বলিয়া সূর্য ও চন্দ্রকে "শিশু" বলা হইয়াছে (সায়ণ)।

সমগ্র ভুবন দর্শন করেন; অন্যজন ঋতুবিধায়ক রূপে পুনরায় জাত হন[১]।

১৯। (প্রত্যহ) জাত হইয়া[২] (চন্দ্র) নবরূপ ধারণ করেন; (তিনি) দিবসের কেতু[৩]; (তিনি) প্রভাতের অগ্রে গমন করেন[৪]। (তিনি) গমন কালে[৫] দেবগণকে (হবির) অংশ প্রদান করেন; চন্দ্রমা আয়ু বৃদ্ধি করেন।

২০। হে সূর্যা! শোভন কিংশুকবৃক্ষনির্ম্মিত, শাল্মলিবৃক্ষ নির্ম্মিত, বিবিধ রূপবিশিষ্ট, হিরণ্য-বর্ণ[৬]; সুষ্ঠু আবর্তনশীল, শোভন চক্রযুক্ত (রথে) আরোহণ কর। পতি (সোমের) জন্য সুখকর অমৃতলোকে গমন কর।

২১। (হে বিশ্বাবসু[৭]!) এই স্থান হইতে উত্থিত হও, এই (কন্যা) পতি প্রাপ্তা হইয়াছেন। বিশ্বাবসুকে প্রণতি ও স্তুতি দ্বারা ভজনা করি। পিতৃগৃহবাসিনী, অনূঢ়া, অন্যা কন্যা অন্বেষণ কর। ইহাই তোমার অংশ; জন্ম হইতে সেই (অংশকে) লাভ কর।

(১) মাস, অর্ধমাস, বসন্ত প্রভৃতি ঋতুর কারণ চন্দ্র। যদিও সূর্য ও চন্দ্র উভয়েই প্রত্যহ নবজাত রূপে উদিত হন, তথাপি সূর্যের ক্ষয়বৃদ্ধি নাই বলিয়া তাঁহাকে "পুনরায় জাত" বলা হয় নাই; কেবল হ্রাসবৃদ্ধিশীল চন্দ্রকেই তাহা বলা হইয়াছে (সায়ণ)।

(২) শুক্লপক্ষে এক একটী কলার বৃদ্ধি হেতু (সায়ণ)। (৩) অর্থাৎ চন্দ্র প্রতিপদ্ প্রভৃতি তিথির কারণ বলিয়া দিবসেরও অভিব্যক্তির কারণ (সায়ণ) (৪) কৃষ্ণ পক্ষে চন্দ্র ক্রমান্বয়ে বিলম্বে উদিত হন, অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে প্রভাতের সম্মুখীন হন (সায়ণ)। কাহারও কাহারও মতে, এই পাদটী সূর্যকেই বুঝায়, চন্দ্রকে নহে। এই মতে, সূর্য দিবসের কেতু ও প্রভাতের অগ্রগামী। (৫) হ্রাস বৃদ্ধি দ্বারা কৃষ্ণ বা শুক্ল পক্ষান্তে গমন সময়ে। (৬) হিরণ্যালঙ্কার শোভিত (সায়ণ)। কন্যার পতি-গৃহ গমন কালে এই ঋক্ পঠনীয়া। (৭) বিশ্বাবসু একজন গন্ধর্ব্বের নাম। ইনি কুমারীগণের রক্ষক। সূর্যা পতিবতী হইয়াছেন বলিয়া বিশ্বাবসুর প্রয়োজন আর তাঁহার নাই (সায়ণ)।

২২। হে বিশ্বাবসু! এই স্থান হইতে উত্থিত হও; হে বিশ্বাবসু! আমরা তোমাকে প্রণতি দ্বারা ভজনা করি। বৃহন্নিতম্বা অন্যা কন্যা অভিলাষ কর; জায়াকে পতির সহিত মিলিতা কর।

২৩। যে পন্থা দ্বারা আমাদের সখাগণ বরেণ্য[১] (কন্যার পিতার) নিকট গমন করেন, সেই পথ নিষ্কণ্টক, (এবং) অকুটিল হউক। অর্যমা (দেব), ভগ (দেব) আমাদের সম্যগ্‌ভাবে লইয়া যাউন। হে দেবগণ! দম্পতীর মিলন সুগম হউক।

২৪। (হে বধূ!) আমি তোমাকে বরুণের পাশ হইতে[২] মুক্তা করিতেছি, যাহার দ্বারা সুখস্বরূপ সবিতা তোমাকে বন্ধন করিয়াছিলেন[৩]। যজ্ঞভূমিতে, সুকৃতলোকে[৪] অহিংসিতা তোমাকে আমি পতির নিকট স্থাপন করিতেছি।

২৫। আমি তোমাকে এই স্থান[৫] হইতে মুক্তা করিতেছি, ঐ স্থান[৬] হইতে নহে; ঐ স্থানে আমি তোমাকে সুদৃঢ়ভাবে বন্ধন করিতেছি; হে বর্ষণকারী ইন্দ্র! যাহাতে ইনি সুপুত্রবতী ও সৌভাগ্যবতী হন (তাহাই) কর।

২৬। হস্তধারণ পূর্বক পূষা তোমাকে এইস্থান হইতে লইয়া যাউন; অশ্বিনীদ্বয় তোমাকে রথে বহন করিয়া লইয়া যাউন। (পতি) গৃহে গমন কর; গৃহপত্নী হও; বশিনী[৭] হইয়া তুমি পতিগৃহে (ভৃত্যাদিকে) আদেশ কর[৮]।

---

(১) শ্লোক ১৫ দেখুন। (২) আদিত্যপ্রেরিত বরুণ সকল প্রাণিগণকে স্বীয় পাশে আবদ্ধ করেন। (৩) বিবাহ কালে বর বধূর যোক্ত্র (কুশপাশ বা কুশনির্ম্মিতা মেখলা) উন্মোচন করিবার সময় এই ঋক্ পাঠ করেন। যজ্ঞকালে পতি পত্নীর যোক্ত্র বন্ধন করিবার সময় ইহা পাঠ করেন (সায়ণ)। (৪) অর্থাৎ, কর্মক্ষেত্রে ভূলোকে। (৫) পিতৃগৃহ। (৬) পতিগৃহ।

(৭) গৃহ ও পরিবারের সকলকে বশকারিণী, অথবা পতির বশবর্তিনী।

(৮) এই ঋক্ বিবাহের পরে পতিগৃহগমনোন্মুখা বধূর উদ্দেশ্যে পঠনীয়া।

২৭। (হে বধূ!)[১] তোমার এই (পতিকুলে) সুখ ও সন্ততি সহ সমৃদ্ধি লাভ কর; এই গৃহে গৃহপতিত্ব লাভের জন্য (সদা) জাগ্রতা থাক। এই পতির সহিত (স্বীয়) তনু মিলিত কর; তৎপরে উভয়ে বার্ধক্যগ্রস্ত হইয়া গৃহে (সুখে) কথোপকথন কর।

২৮। (কৃত্যা[২]) নীল ও লোহিতবর্ণা; (বধূর প্রতি) আসক্তা কৃত্যা পরিত্যক্তা হইয়াছে। তাঁহার (অর্থাৎ, বধূর) জ্ঞাতিবর্গ বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছেন; পতি (সংসার) বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন।

২৯। বস্ত্র পরিত্যাগ কর; (প্রায়শ্চিত্তের জন্য) ব্রাহ্মণগণকে ধন দান কর। এই কৃত্যা পদযুক্তা হইয়া জায়ারূপে পতিতে প্রবিষ্টা হয়[৩]।

৩০। দীপ্তা, পাপরূপা এই (কৃত্যার সহিত যুক্ত হইলে পতির) দেহ শ্রীহীন হয়, যদি পতি বধূর বস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদন করিতে ইচ্ছুক হন[৪]।

৩১। (অন্য) ব্যক্তি[৫] হইতে (আগত) যে ব্যাধি বধূর হিরণ্ময় যৌতুকাদি অনুসরণ করে, তাহা, হে যজ্ঞার্হ দেবগণ! যে স্থান হইতে আগত সেই স্থানেই পুনরায় প্রেরণ কর।

৩২। যে শত্রুগণ দম্পতীর অভিমুখে গমন করিতেছে, তাহারা যেন তাঁহাদের প্রাপ্ত না হয়। (তাঁহারা) যেন সুগম (মার্গ দ্বারা) দুর্গম (দেশ) অতিক্রম করেন; শত্রুগণ পরিপ্রস্থান করুক।

---

(১) এই ঋক্ বধূর পতিগৃহে প্রবেশ কালে পঠনীয়া। (২) কৃত্যা অভিচার অথবা ইন্দ্রজালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। (৩) অর্থাৎ, কৃত্যা বধূর বস্ত্রে সন্নিবিষ্টা হইয়া থাকে বলিয়া বধূ পতিগৃহে প্রবেশ করিলে, কৃত্যাও তথায় প্রবিষ্টা হয়। অতএব বধূপরিহিত বস্ত্র পরিত্যাগের অর্থ কৃত্যাকে পরিত্যাগ। সুতরাং বধূর বস্ত্র স্পর্শ নিন্দনীয় (সায়ণ)। (৪) এই ঋকেও বধূর বস্ত্রস্পর্শ যে নিন্দনীয় তাহা বলা হইতেছে। (৫) শত্রু অথবা যম (সায়ণ)।

৩৩। এই বধূ সুমঙ্গলা; ইহার নিকট গমন কর, ইহাকে দর্শন কর। ইহার সৌভাগ্য কামনা করিয়া স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাগমন কর।

৩৪। ইহা (অর্থাৎ বধূর বস্ত্র[১]) দাহজনক, ইহা কটু, শুষ্ক সোমতুল্য, বিষতুল্য, ইহা ভক্ষণযোগ্য নহে। যে ব্রাহ্মণ সূর্যাকে জানেন, তিনি বধূর বস্ত্রে অধিকারী।

৩৫। সূর্যার রূপ দর্শন কর—(তাঁহার) বস্ত্রের প্রান্তদেশ অঞ্চল, শিরোবস্ত্র, এবং ত্রিবিভক্ত অঙ্গবাস। এই সকল (রূপ) ব্রাহ্মণ অপনীত করেন।

৩৬। সৌভাগ্যলাভের জন্য আমি তোমার হস্তগ্রহণ করি, যাহাতে তুমি আমার, (তোমার) পতির, সহিত বার্ধক্যপ্রাপ্তা হও[২]। ভগ, অর্যমা, সবিতা, পুরন্ধি (এই সকল দেবতা) তোমাকে আমায় প্রদান করিয়াছেন, যাহাতে আমি গৃহপতি হইতে পারি।

৩৭। হে পূষা! মঙ্গলতমা তাঁহাকে (অর্থাৎ, বধূকে) প্রেরণ কর,—যাঁহাতে মানবগণ বীজ বপন করে, যিনি আমাদের কামনা করেন; যাঁহাকে আমরা কামনা করি।

৩৮। হে অগ্নি! (গন্ধর্বগণ) তোমার নিকট যৌতুকাদির সহিত সূর্যাকে প্রথম প্রদান করেন। পতিগণের নিকট পুনরায় পুত্র সহ জায়াকে প্রদান কর।

৩৯। আয়ুঃ ও জ্যোতিঃ সহ পত্নীকে অগ্নি পুনরায় প্রদান করিলেন। ইহার যিনি পতি তিনি দীর্ঘায়ুঃ হইয়া শতবৎসর জীবিত থাকুন।

---

(১) এই ঋকেও বধূর বস্ত্র পরিত্যাগ বিহিত হইতেছে। সূক্ত ২৯—৩০ দেখুন।

(২) বিবাহকালে বর কন্যার হস্ত গ্রহণ করিয়া এই ঋক্ পাঠ করিবেন।

৪০। সোম (তোমাকে) প্রথম লাভ করিয়াছিলেন; গন্ধর্ব তাহার পরে। অগ্নি তোমার তৃতীয় পতি; তোমার চতুর্থ (পতি) মনুষ্য হইতে জাত।

৪১। সোম (তাঁহাকে) গন্ধর্বকে প্রদান করিয়াছিলেন; গন্ধর্বগণ অগ্নিকে। অগ্নি আমায় ইঁহাকে, পুত্র ও ধন প্রদান করিয়াছেন।

৪২। এই স্থানেই তোমরা উভয়ে বিরাজ কর, পৃথক্ হইও না; দীর্ঘজীবন লাভ কর। স্বীয় গৃহে পুত্রপৌত্রাদি সহ ক্রীড়মান হইয়া সুখী হও।

৪৩। প্রজাপতি আমাদের সন্তানের জন্ম দিন; অর্যমা বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত আমাদের মিলিত করুন। সুমঙ্গলময়ী হইয়া পতিগৃহে প্রবেশ কর; আমাদের দ্বিপদ্ ও চতুষ্পদ্‌গণের[১] মঙ্গলের কারণ হও।[২]

৪৪। ক্রোধান্ধচক্ষু, স্বামিহন্ত্রী (হইও না); পশুগণের হিতকারিণী, সুমনা, দীপ্তিমতী, বীরপ্রসবিনী, দেবাভিলাষিণী, সুখপ্রদায়িনী (হও); আমাদের দ্বিপদ্ ও চতুষ্পদ্‌গণের মঙ্গলের কারণ হও।

৪৫। হে বর্ষণকারী ইন্দ্র! ইঁহাকে সুপুত্রবতী ও সৌভাগ্যশালিনী কর। ইঁহাকে দশজন পুত্র দান কর, পতিকে একাদশ কর।

৪৬। শ্বশুরের সম্রাজ্ঞী হও, শ্বশ্রূর সম্রাজ্ঞী হও। ননন্দার সম্রাজ্ঞী হও; দেবরগণের সম্রাজ্ঞী হও।

৪৭। সকল দেবতা আমাদের উভয়ের হৃদয় সম্মিলিত করুন; জলসমূহও সম্মিলিত করুন। মাতরিশ্বা, ধাতা ও ফলদাত্রী (সরস্বতী) আমাদের উভয়ের হৃদয় পরস্পরানুকূল করুন[৩]।

(১) মনুষ্য ও পশুগণের। (২) সায়ণের মতে বর বধূসহ স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া হোমে নিযুক্ত হইলে ঋক্ ৪৩-৪৬ পঠিত হয়।

(৩) বরের উক্তি। এই সূক্তের শ্লোক ২৬, ২৭, ৩৬, ৪২, ৪৩, ৪৬, ৪৭ প্রভৃতি হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক যুগে বহুবিবাহের চল থাকিলেও, এক বিবাহই ছিল সমাজের আদর্শ।

(২৩) শিখণ্ডিনী[১]

[কশ্যপদুহিতা শিখণ্ডিনী নামক অপ্সরাদ্বয় কর্তৃক সোমস্তুতি]

১। হে সখাগণ[২]! উপবেশন কর, বিশোধ্যমান সোমের জন্য প্রকৃষ্টভাবে গান কর। শোভন করিবার জন্য (তাঁহাকে) হবিঃ দ্বারা সর্বত্র অলঙ্কৃত কর, যেরূপ শিশুকে (মাতাপিতা আভরণ দ্বারা অলঙ্কৃত করেন)।

২। গৃহের মঙ্গলের কারণ এই (সোমকে) মাতৃ (স্বরূপ জলের) সহিত সংমিশ্রিত কর, যেরূপ বৎসকে (মাতার সহিত সংযুক্ত করা হয়)—দেবগণের রক্ষক, আনন্দের কারণ, দ্বিগুণবলশালী[৩] (এই সোমকে)।

৩। বলের[৪] কারণ (সোমকে) পবিত্র কর, যাহাতে তিনি বেগে প্রবাহিত (ও দেবগণের পানযোগ্য হইতে পারেন; যাহাতে (তিনি) মিত্র ও বরুণের সুখের কারণ হইতে পারেন।

৪। যাহাতে আমরা (ধনলাভ) করিতে পারি তজ্জন্য (আমাদের) বাণী ধনদাতা তোমাকে বন্দনা করে। তোমার বর্ণ (অর্থাৎ রস) আমরা গো (জাত ক্ষীরাদি) দ্বারা আচ্ছাদন করি।[৫]

৫। আমাদের আনন্দের কারণ, হে সোম! তুমি দীপ্তরূপশালী সখা যেরূপ সখার, সেইরূপ তুমিও আমাদের পথপ্রদর্শক হও।

৬। আমাদের (তোমার) পুরাতন সখ্য প্রদর্শন কর। উদর-

(১) নবম মণ্ডল, সূক্ত ১০৪। সায়ণের মতে শিখণ্ডিনী নামক অপ্সরাদ্বয় অথবা পর্ব্বত ও নারদ নামক কণ্বের পুত্রদ্বয় এই সূক্তের ঋষি। (২) ঋত্বিক্‌গণ। (৩) বেগে ক্ষরিত, অতি বলশালী; অথবা দ্বিলোকনিবাসী দেব ও মনুষ্যের বর্দ্ধক (সায়ণ)। (৪) অর্থাৎ, সোমের রসের সহিত ক্ষীর প্রভৃতি মিশ্রিত করা হয়। (৫) অথবা, ধনবৃদ্ধির কারণ (সায়ণ)

সর্ব্বস্ব, অধার্ম্মিক, প্রতারক১ রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ কর; আমাদের পাপ বিতাড়িত কর।

(২৪) বসুক্রপত্নী২

[ইন্দ্রের পুত্রবধূ বসুক্রপত্নীর ইন্দ্রস্তুতি]

১। অন্যান্য সকল দেবতা আগমন করিয়াছেন; কিন্তু আমার শ্বশুর ইন্দ্র আগমন করেন নাই। তিনি ভর্জিত যব ভক্ষণ করুন, সোম পান করুন, সুতৃপ্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করুন।

(২৫) শ্রী৩

(লক্ষ্মীর স্তব)

১। হে অগ্নি! সুবর্ণবর্ণা, হরিতবর্ণা, স্বর্ণরৌপ্যমালাধারিণী, চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশমানা, স্বর্ণময়ী লক্ষ্মীকে আমার জন্য আহ্বান কর।

২। হে অগ্নি! যিনি (আমাকে পরিত্যাগ পূর্বক) অন্যত্র গমন করিবেন না, সেই লক্ষ্মীকে আমার জন্য আহ্বান কর—যিনি (আগমন করিলে) আমি সুবর্ণ, গো, অশ্ব, (পুত্রমিত্রদাসাদিরূপ) পরিজন লাভ করিব।

৩। যাঁহার পুরোভাগে অশ্ব, (তৎপশ্চাৎ) মধ্যভাগে রথ, যিনি হস্তিধ্বনি দ্বারা (স্বীয় আগমন) জ্ঞাপন করেন, সেই শ্রীদেবীকে আহ্বান করি। শ্রীদেবী আমাকে আশ্রয় করুন।

(১) আপাতদৃষ্টিতে সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা; অথবা বাহ্য ও অভ্যন্তর মায়াযুক্ত (সায়ণ)।

(২) দশম মণ্ডল, সূক্ত ২৮, ঋক্ ১। ইন্দ্রপুত্র বসুক্রের যজ্ঞে ইন্দ্র ছদ্মবেশে আগমন করাতে ইন্দ্রপুত্রবধূ তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া বলিতেছেন।

(৩) পঞ্চম মণ্ডল, সূক্ত ৮৭র পরবর্ত্তী খিল।

৪। বাক্য ও মনের অগোচরা, স্মিতহাস্যকারিণী, হিরণ্যরূপিণী, (সমুদ্রোৎপন্না বলিয়া) জলসিক্তা, প্রকাশমানা, পূর্ণকামা, (মনোরথ পূরণ পূর্বক ভক্তবৃন্দের) তৃপ্তিকারিণী, পদ্মাসীনা, পদ্মবর্ণা সেই শ্রীকে আহ্বান করি।

৫। চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশমানা, প্রকৃষ্ট কান্তিবিশিষ্টা, কীর্ত্তির দ্বারা দীপ্যমানা, দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিতা, উদারা, পদ্মাকারা, সেই শ্রীর (ইহ) লোকে শরণ গ্রহণ করি; আমার অলক্ষ্মী বিনষ্টা হউক; তাঁহাকে (শ্রীকে) (শরণ্যারূপে) বরণ করি।

৬। আদিত্যবর্ণা (হে শ্রী!) তোমার তপস্যাহেতু বনস্পতি বিল্ববৃক্ষ (তোমার হস্ত হইতে) প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তৎপরে সেই (বিল্বের) ফলসমূহ (তোমার) অনুগ্রহে আন্তর (মন সম্বন্ধীয়) এবং বাহ্য (ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয়) অলক্ষ্মী দূর করুক।

৭। (হে শ্রী!) দেবগণের সখা (কুবের) (দক্ষকন্যা) কীর্তিও (কোশাধ্যক্ষ) মণিভদ্রের সহিত আমাকে প্রাপ্ত হউন।১ আমি এই জনপদে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, (সেই দেবতা) আমাকে যশ ও ধন দান করুন।

৮। ক্ষুৎপিপাসারূপ মলযুক্তা, জ্যেষ্ঠা২ অলক্ষ্মীকে আমি নাশ করি। (হে শ্রী!) সকল অমঙ্গল ও অভাব আমার গৃহ হইতে দূর কর।

৯। গন্ধবতী, দুর্জ্জেয়া, (শস্যাদি দ্বারা) নিত্য সমৃদ্ধিশালিনী গবাশ্বাদি বহু পশুসমন্বিতা, সকল প্রাণিগণের ঈশ্বরী, সেই শ্রীকে এই স্থলে আহ্বান করি।

১০। (হে শ্রী!) আমি যেন মনের কামনা (এবং) সঙ্কল্প, বাক্যের

---

(১) অর্থাৎ, আমি যেন ধন ও যশ প্রাপ্ত হই। (২) সমুদ্রমন্থনকালে অলক্ষ্মী লক্ষ্মীর পূর্ব্বে উৎপন্না হইয়াছিলেন বলিয়া অলক্ষ্মীকে লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা বলা হইয়াছে।

সত্যতা, (গো-মহিষ প্রভৃতি) পশুর ক্ষীরাদি, (যব, ব্রীহি প্রভৃতি চতুর্বিধ১) ভোজ্য বস্তু লাভ করি। সম্পত্তি ও যশ আমাকে আশ্রয় করুক।

১১। (শ্রী) কর্দম (নামক) পুত্রের মাতা। হে কর্দম! আমার গৃহে বাস কর। (তোমার) মাতা পদ্মমাল্যধারিণী লক্ষ্মীকে আমার বংশে বাস করাও।

১২। জলসমূহ স্নিগ্ধ পদার্থ উৎপন্ন করুক। হে চিক্লীত!২ আমার গৃহে বাস কর। (তোমার) মাতা লক্ষ্মীদেবীকে আমার বংশে বাস করাও

১৩। হে অগ্নি! জলসিক্তা, গজশুণ্ডের দ্বারা জলাভিষিক্তা৩ পুষ্টি-রূপা, পিঙ্গলবর্ণা, পদ্মমালাধারিণী, চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমতী, হিরন্ময়ী লক্ষ্মীকে আমার জন্য আহ্বান কর।

১৪। হে অগ্নি! জলসিক্তা, বেত্রহস্তা, (ধর্ম) দণ্ডরূপা, স্বর্ণবর্ণা, হেমমালাধারিণী, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমানা, হিরণ্ময়ী লক্ষ্মীকে আমার জন্য আহ্বান কর।

১৫। হে অগ্নি! যিনি (আমাকে পরিত্যাগ পূর্বক) অন্যত্র গমন করিবেন না, সেই লক্ষ্মীকে আমার জন্য আহ্বান কর—যিনি (আগমন করিলে) আমি প্রভূত (গো, পরিচারিকা, অশ্ব, পুত্র) পরিজন লাভ করিব।৪

১৬। যিনি লক্ষ্মীকে কামনা করেন, তিনি শুচি ও সংযত হইয়া প্রত্যহ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন, এবং শ্রীর (পূর্বোক্ত) পঞ্চদশ ঋক্ সর্বদা জপ করেন।

১৭। হে কমলবাসিনী; কমলহস্তা; শ্বেতবস্ত্র, মাল্য ও গন্ধ-

(১) চর্ব্য, চোষ্য লেহ্য, পেয় (২) লক্ষ্মীর চারিজন পুত্র কর্দম, চিক্লীত, আনন্দ ও শ্রীদ। (৩) অথবা পদ্মাবতী বা পদ্মলতারূপা। (৪) ঋক্ ২ দেখুন।

শোভিতা; ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্না; হরিপ্রিয়া; মনোহারিণী; ত্রিভুবনের মঙ্গলকারিণী! আমার প্রতি প্রসন্না হও।

১৮। ধন (বা লক্ষ্মীই) অগ্নি, ধনই বায়ু, ধনই সূর্য, ধনই বসু, ধনই ইন্দ্র, বৃহস্পতি, বরুণ, ধনই অশ্বিনীদ্বয়।

১৯। হে বিনতানন্দন (গরুড়!) সোম পান কর। হে বৃত্রঘাতী (ইন্দ্র!) সোম পান কর। ধনবান্, সোমযুক্ত ব্যক্তির সোম আমাকে প্রদান কর।

২০। যে সকল পুণ্যবান, ভক্ত শ্রীসূক্ত জপ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ক্রোধ, মাৎসর্য, লোভ, (এবং) অশুভবুদ্ধি থাকে না।

২১। হে পদ্মাননা, পদ্মের ন্যায় উরুবিশিষ্টা, পদ্মলোচনা, পদ্মোদ্ভূতা! পদ্মলোচনা তুমি আমাকে আশ্রয় কর, যাহাতে আমি সুখ লাভ করিতে পারি।

২২। বিষ্ণুপত্নী, ক্ষমারূপা, দেবী, মাধবপত্নী, মাধবপ্রিয়া, বিষ্ণুর প্রিয়সখী, দেবী, বিষ্ণুপ্রিয়াকে আমি প্রণাম করি।

২৩। মহালক্ষ্মীকে জানি, বিষ্ণুপত্নীকে ধ্যান করি। লক্ষ্মী আমাদের প্রচোদিত করুন।

২৪। হে পদ্মাননা, পদ্মিনী, পদ্মপত্রে (উপবিষ্টা) পদ্মানুরাগিণী, পদ্মপলাশলোচনা, বিশ্বপ্রিয়া, সকল মনের অনুকূলা! তোমার পাদপদ্ম আমার উপর সন্নিহিত কর।

২৫। দিব্যগুণযুক্তা লক্ষ্মী দেবী এবং আনন্দ, কর্দম, শ্রীদ ও চক্লীত নামক বিখ্যাত ঋষি ও লক্ষ্মীর পুত্র আমাতে (বাস করুন)।

২৬। আমার ঋণ, রোগ প্রভৃতি, দারিদ্র্য, পাপ, অপমৃত্যু, ভয়, শোক, মনস্তাপ সর্বদা নাশ প্রাপ্ত হউক।

২৭। লক্ষ্মী (আমাকে) তেজ, আয়ুবৃদ্ধিকারী (যজ্ঞাদি কর্মে

সামর্থ্য), রোগহীনতা, পবিত্র প্রাণ, ধন, ধান্য, পশু, বহু পুত্র, শত বৎসরব্যাপী দীর্ঘ আয়ু দান করুন।

—০—

অতিরিক্ত দুইটী ঋক্[১]

১। হে অশ্বপ্রদাত্রী, গোদাত্রী, ধনদাত্রী, মহাধনবতী দেবী! আমাকে ধন দান কর, আমার সকল কামনা পূর্ণ কর।

২। (হে লক্ষ্মী! আমাকে) পুত্র, পৌত্র, ধন, ধান্য, হস্তী, অশ্ব, অশ্বতরী, (এবং) রথ (দান কর)। জনগণের মাতা হও, (আমার পুত্র পরিজনকে) আয়ুষ্মান্ কর।

(২৬) মেধা

দশম মণ্ডলস্থ সূক্ত ১৫১র পরবর্ত্তী খিল "মেধাসূক্ত" নামে খ্যাত এই খিলটী অতিশয় ব্যাকরণ-দোষদুষ্ট এবং স্থলে স্থলে অসম্পূর্ণ ও অবোধ্য। শৌনক তাঁহার "বৃহদ্দেবতায়" মেধানাম্নী নারী ঋষিকেই এই সূক্তের ঋষি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (পৃঃ ১৮ দেখুন)। অবশ্য সায়ণ খিল সূক্তাবলীর ভাষ্য রচনা করেন নাই বলিয়া ঐ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জানিবার উপায় নাই। এ ক্ষেত্রে সমস্যা এই যে, সূক্তটীর আভ্যন্তরিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ইহার ঋষি পুরুষ কি নারী, তাহার সঠিক স্থির করা অসম্ভব, কারণ যে সকল বিশেষণের

(১) এই দুইটী ঋক্ ঔন্ধ হইতে প্রকাশিত সংস্করণে আছে (১৯ ও ২০ সংখ্যক ঋক্), কিন্তু কাশী হইতে প্রকাশিত সংস্করণে নাই। এই দুইটী সংস্করণের মধ্যে কিছু পাঠভেদ এবং ঋকের সংখ্যা ও সংখ্যাপারম্পর্য্যের ভেদ আছে। এস্থলে কাশী সংস্করণ অনুসারেই অনুবাদ করা হইল। কাশী সংস্করণে শ্রীসূক্তের ঋক্-সংখ্যা ২৭, ঔন্ধ সংস্করণে ২৯। ১-১৬ ঋক্ পর্য্যন্ত উভয় সংস্করণের ঋকের পারম্পর্য্য একই। তৎপরে কাশী সংস্করণের ১৭-২৭ ঋক্ ঔন্ধ সংস্করণের যথাক্রমে ২৪, ২১, ২২, ২৩, ১৮, ২৫, ২৬, ১৭, ২৭, ২৮ এবং ২৯ সংখ্যক ঋক্।

প্রয়োগ ইহাতে দৃষ্ট হয়, তাহাতে একস্থলে নারী, অন্যান্য স্থলে পুরুষই বোঝা যায়। যথা, তৃতীয় ঋকে "মাম্ ইমাম্" নারীকেই বুঝাইতেছে। কিন্তু ষষ্ঠ ঋকে "মেধাবী"; এবং নবম ঋকে "মেধাবী অহং সুমনাঃ, সুপ্রতীকঃ, শ্রদ্ধামনাঃ, সত্যমতিঃ, সুশেবঃ, মহাযশা, ধারয়িষ্ণু, প্রবক্তা" পুরুষকেই বুঝাইতেছে। এক্ষেত্রে, যেস্থলে "মেধাসূক্ত" কেবল এই একটীই মাত্র আছে, সেস্থলে শৌনক কি কারণ বশতঃ এই সূক্তটীকে নারীরচিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের জানা নাই। অপর পক্ষে, প্রাপ্ত খিল সূক্তটী আদ্যোপান্ত এরূপ ব্যাকরণ দোষদুষ্ট অসম্পূর্ণ ও অবোধ্য যে, ইহার ঋষি যিনিই হউন, তাঁহার লিঙ্গাদিজ্ঞান ও ভাষার উপর দখলের সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্টই অবকাশ আছে; উপরন্তু, ইহাতে কোনো পদ, বাক্য প্রভৃতি পরিবর্জন অথবা পরিবর্তন করা হইয়াছে কি না, তাহাও সঠিক বলিবার উপায় নাই। যাহা হউক, এই সূক্তের ঋষি সম্বন্ধে আমরা কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। তাহা সত্ত্বেও শৌনকের মতানুসারে, মেধাকেই "মেধাসূক্তের" ঋষি বলিয়া গ্রহণ করিয়া, এই সূক্তের অনুবাদও এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হইল।

মেধাসূক্ত

১। অঙ্গিরাগণ আমাকে মেধা, সপ্তর্ষিগণ (আমাকে) মেধা দান করিয়াছেন। ইন্দ্র এবং অগ্নি আমাকে মেধা, বিধাতা (আমাকে) মেধা দান করুন।

২। বরুণ রাজা আমাকে মেধা, সরস্বতী দেবী (আমাকে) মেধা, পদ্মমাল্যভূষিত অশ্বিনী দেবদ্বয় আমাকে মেধা দান করুন।

৩। যে মেধা অপ্সরোগণে, যে মেধা গন্ধর্বগণে, যে মেধা দেবগণে

(এবং যে) মেধা মনুষ্যগণে (বিরাজ করিতেছে,) সেই মেধা আমাতে প্রবিষ্ট হউক।

৪। যাহা আমার দ্বারা উক্ত হয় নাই,১ তাহাই যেন আমি লাভ করি; আমি যাহা প্রার্থনা করি, তাহাই যেন আমি লাভ করি। আমাব ব্রত সম্বন্ধে শ্রবণ কর; আমরা যেন (এই ব্রত) পালন করিতে সমর্থ হই; আমরা যেন (এই) ব্রতসমূহ রক্ষা করিতে সমর্থ হই। আমরা যেন ব্রহ্মের সঙ্গম লাভ করি।

৫। আমার শরীর বিচক্ষণ, আমার বাক্য মধু ও মদ দোহনকারিগণের (বাক্যের ন্যায় সুমধুর)। আমি বৃদ্ধ নহি।...আমাদের পরিত্যাগ করিও না২।

৬। মনে বিরাজমানা, গন্ধর্বসেবিতা মেধা দেবীকে আমাদের প্রতি সদয়া কর। আমাকে মেধা বল (অর্থাৎ, দান কর), আমাকে শ্রী বল (অর্থাৎ, দান কর)। (আমি) যেন মেধাবী হই, (এবং) জরাজীর্ণ না হই।

৭। সভাপতি, অদ্ভুত, ইন্দ্রের প্রিয়, কাম্য, দাতব্য, মেধা আমি প্রাপ্ত হই।

৮। যে মেধাকে দেবগণ এবং পিতৃগণ উপাসনা করেন, সেই মেধা দ্বারা, হে অগ্নি! আমাকে মেধাবী কর।

৯। আমি যেন মেধাবী, সুমনা, সুন্দর, শ্রদ্ধালু, সত্যমতি, সমৃদ্ধিশালী, মহাযশা, ধৈর্যশীল, সুবক্তা হইতে পারি৩।

১১। হে ব্রহ্মবৃক্ষের পত্র! তুমি শ্রদ্ধা ও মেধা আমাকে দাও। হে বৃক্ষরাজ! তোমাকে নমস্কার। এই স্থানে তুমি (আমাদের) নিকটে উপস্থিত থাক৪।

---

(১) অর্থাৎ, যে সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নাই।

(২) এই ঋক্‌টী অবোধ্য। (৩) এই ঋকের শেষাংশ অবোধ্য। (৪) ঋক্ ১০ অসম্পূর্ণ ও অবোধ্য বলিয়া বাদ দেওয়া হইল।

(২৭) সিকতা নিবাবরী

"সর্বানুক্রমে"১ "সিকতা নিবাবরী" ঋষির নামোল্লেখ আছে। ইহা একজন ঋষির নাম নহে, একটী ঋষি-সম্প্রদায়ের নাম। ইহাঁরা নবম মণ্ডলের সূক্ত ৮৬র কয়েকটী ঋকের ঋষি। সায়ণ তাঁহার ভাষ্যে ইহাঁদের বিষয় এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন—"দ্বিতীয়স্য দশর্চস্য সিকতা ইতি নিবাবরী ইতি দ্বিনামান ঋষিগণাঃ।" অর্থাৎ দ্বিতীয় দশটী ঋকের (১১-২০)২ ঋষি সিকতা ও নিবাবরী—এই দ্বিনামবিশিষ্ট ঋষিগণ। এস্থলে, "সিকতা" ও "নিবাবরী"৩—এই নাম দুইটীই স্ত্রী নাম বলিয়াই বোধ হয়, যদিও সে বিষয়ে সাক্ষাৎ কোনো প্রমাণ নাই। যাহা হউক, নিম্নলিখিত দুইটী কারণে আমরা সিকতা নিবাবরী নামক ঋষিগণের ঋকের অনুবাদ প্রদান করিলাম না :—

১। "সিকতা" ও "নিবাবরী" যে নারীর নাম তাহার সাক্ষাৎ কোনো প্রমাণ নাই। অর্থাৎ, সায়ণ-ভাষ্যে স্ত্রীলিঙ্গবাচক কোনো শব্দ নাই, অথবা অন্য কোনোরূপ প্রমাণ নাই।

২। যদিও "সিকতা" ও "নিবাবরী" স্ত্রীলোকের নামই হয়, তাহা হইলেও এই নামধারী ঋষিগণ যে সকলেই বা একজনও নারী, তাহারও স্থিরতা কিছুই নাই। যথা, "কালী" বা "দুর্গা" নামধারী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণকে যে নারী হইতে হইবে এরূপ কোনোই নিয়ম নাই।

অতএব, এইরূপ সন্দেহস্থলে, অন্য কোনোরূপ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত, এই ঋষিগণ পুরুষ বা নারী, কিছুই বলা সম্ভবপর নহে।

---

(১) ইহা ঋষি, দেবতা, ছন্দ, ঋকের প্রারম্ভ, মণ্ডল, অনুবাক, সূক্ত, অষ্টক, অধ্যায় ও বর্গের সূচী।

(২) সায়ণের মতে সিকতা নিবাবরী নামক ঋষিগণ অন্যান্য দুই সম্প্রদায়ের ঋষিগণের সহিত ৩১-৪০ ঋকেরও ঋষি। (৩) Wilson "নিবাবরী"কে "নিবাবরিস্" (পুংলিঙ্গ) শব্দ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সংস্কৃত নারী কবি

বৈদিকযুগের পরবর্ত্তী নারী লেখিকাগণের রচনাসমূহ কিছু কিছু সংগৃহীত হইয়াছে১। ইঁহারা বহুবিধ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন, যথা—কাব্য, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, দর্শন প্রভৃতি। এস্থলে ভারতীয় নারী রচিত সংস্কৃত কবিতাসমূহের কথাই কেবল আলোচ্য। বিভিন্ন নারী রচিত কবিতাবলী বহু কোষকাব্য, অলঙ্কার-গ্রন্থ ও স্তোত্র-সংগ্রহে উদ্ধৃত আছে। বত্রিশ জন নারী কবির রচিত একশত বিয়াল্লিশটী সংস্কৃত কবিতার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) অনামী

[স্ত্রীর পত্র]

হে কুলীন, স্বাধীন, ভ্রমণহীন২ প্রিয়তম! হে ক্ষমাসিন্ধু, সাধ্বীর আশ্রয়, করুণাভাজন প্রভু! (তোমার) পদ্মলোচনের দৃষ্টি দ্বারা এখন এই রমণীকে৩ করুণা কর। হে প্রাণেশ! ক্ষণমাত্রও বিলম্ব সহ্য হইতেছে না।

(২) ইন্দুলেখা

[সূর্যাস্ত]

কেহ কেহ বলেন যে, দিনান্তে প্রচণ্ডরশ্মি (সূর্য) সমুদ্রে প্রবেশ করে; অপরে বলেন যে, (ইহা) লোকান্তরে গমন করে; কেহ আবার

(১) ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সম্পাদিত "The contribution of women to Sangkrit Litarature" ১—৭ খণ্ড। (২) অর্থাৎ নিকট আসে না। (৩) অর্থাৎ আমাকে।

বলেন যে, (ইহা) অগ্নির সহিত সংযুক্ত হয়। (কিন্তু) হে প্রিয় সখি! এই সকল (মতামত) মিথ্যা, প্রমাণশূন্য। আমি মনে করি যে, রবি বিরহক্লিষ্টা রমণীর প্রত্যক্ষদৃষ্ট, তীব্রতাপযুক্ত, হৃদয়েই শয়ন করে১।

(৩) কুটলা

[অসতীর উক্তি]

সুখশয্যায় তাম্বূল (চর্বণ), গাঢ় আলিঙ্গন, চুম্বন প্রভৃতি ত্বরিত, ক্ষণস্থায়ী ও গুপ্ত অবৈধ প্রেমোপভোগের সহিত লক্ষাংশেও তুলনীয় নহে।

(৪) কেরলী

[সরস্বতী-স্তুতি]

যাঁহার সমগ্র স্বরূপ ব্রহ্মাদি পর্য্যন্ত স্পষ্ট জানিতে অক্ষম, যিনি সুকবিগণের কামধেনু, সেই সরস্বতীদেবী জয়লাভ করুন।

(৫) গন্ধদীপিকা

কর্পূর, নখ, গিরি, কস্তুরী, মাংসী ও লাক্ষার প্রত্যেকটীর এক ভাগ২; এবং চন্দন ও লৌহের প্রত্যেকটীর দুই ভাগ গুড়ের সহিত মিশ্রিত ও চূর্ণ করিয়া চতুর ব্যক্তি বস্ত্র, গৃহ প্রভৃতি ধূপান্বিত করিবেন।

(৬) গৌরী

[শিব-স্তুতি]

উৎফুল্লকপোলা, প্রস্ফুটিত মুখারবিন্দের সুগন্ধলুব্ধ মধুকর কর্তৃক

---

(১) এ স্থলে প্রশ্ন এই যে;—রাত্রিকালে সূর্য কোথায় গমন করে? অন্যান্য মতগুলি আনুমানিক মাত্র। কিন্তু রাত্রিতে পতিবিরহিণী রমণীর হৃদয়ে যে সুতীব্র তাপ বা দুঃখের সঞ্চার হয়, তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সত্য। অতএব রাত্রিতে ঈদৃশ হৃদয়েই সূর্য অবস্থিত থাকিয়া তাহাকে প্রচণ্ড ভাবে দগ্ধ করে।

(২) নখ, গিরি, মাংসী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের গন্ধদ্রব্য।

ব্যাকুলীকৃতা, গিরিজা (উমা) কর্তৃক প্রগাঢ়ভাবে আলিঙ্গিত গিরিশ (শিব) আমাদের পবিত্র করুন।

[রাজস্তুতি]

যাঁহার শ্রুতিরূপ মস্তক স্খলিত হইতেছে, যাঁহার সদ্বংশজাত বিপ্ররূপ অবলম্বন অন্তর্হিত হইতেছে, যাঁহার স্বীয় অঙ্গের বল নষ্ট হইতেছে, যাঁহার অসংখ্য বচনপূর্ণ স্মৃতিসমূহ বিনষ্ট হইয়াছে, যিনি স্বয়ং অত্যন্ত বৃদ্ধ, যিনি কলি (যুগ) রূপ মহাম্লেচ্ছ কর্তৃক নির্মূলিত হইয়াছেন—ঈদৃশ ধর্ম, হে ভূমিপতি! সম্প্রতি তোমার করাবলম্বনেই পরিচালিত হইতেছেন।১

[রাজার শত্রুর দুষ্কীর্ত্তি]

হে শ্রেষ্ঠ নৃপবৃন্দের চূড়ামণি! ব্রহ্মাণ্ডে তোমার শত্রুর দুর্যশ সর্বদাই যমুনা, কজ্জল, চন্দ্রের কলঙ্কমালা, সর্প, রাহুর মণ্ডল, নীলকণ্ঠের কণ্ঠ, শৈবাল, কোকিল, ও গাঢ় কৃষ্ণ মেঘজালের সহিতই তুলনীয়।২

[রাজার ভূশণ্ডী]

প্রতাপজ্বরে ঘূর্ণায়মানা গোলাসংযুক্তা, জীবের ধ্বংসকারিণী ভূশণ্ডী৩ তোমার হস্তে মহাচণ্ডীর ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে।

[রাজার ভূশণ্ডী]

বহ্নিচূর্ণদ্বারা যাহার অভ্যন্তর পরিপূর্ণ সেইরূপ গোলাবিশিষ্টা, বিষাক্ত মুখব্যাদানকারিণী এই ভূশণ্ডী, যাঁহার হস্তে ভীষণ ভুজঙ্গসমূহ

(১) ধর্মকে অতি বৃদ্ধ ব্যক্তির সহিত তুলনা করা হইয়াছে—যাঁহার মস্তক পতনশীল,'দেহ অবলম্বনহীন বলিয়া দোদুল্যমান, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলহীন, স্মৃতিশক্তি বিনষ্টা। (২) অর্থাৎ ইহা অতি ঘন কৃষ্ণ অথবা অত্যধিক। (৩) অস্ত্রবিশেষ

বিরাজমান, তাঁহার (অর্থাৎ, শিবের) দ্বারা ধৃতা দুষ্টা ভুজঙ্গীর ন্যায়১ শোভা পাইতেছে।

[রাজার লৌহদংষ্ট্রা]

নীলকোষে ন্যস্তা, স্ফুরিত কান্তিবিশিষ্টা, (শত্রুর) যকৃতের মাংস-সমন্বিতা লৌহদংষ্ট্রা২ তোমার হস্তে যমদংষ্ট্রারই ন্যায় শোভা পাইতেছে।

[রাজার যুদ্ধ]

(হে রাজন্!) ধনুর্গ্রহণ, তীরধারণ, জ্যা-আকর্ষণ, বাহুস্ফুরণ, বাণের গমন (প্রভৃতি কিছুই) তোমার রণে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু পূর্ণ-বয়স্ক গজরাজবৃন্দের কুম্ভ৩ হইতে স্খলিত অসংখ্য মুক্তাবলী ও বৈরী রাজগণের শিরঃস্থিত দীপ্যমান মণিসমূহে এই ভূমি দীপ্তি পাইতেছে৪।

[রাজার শত্রুপত্নী]

যাঁহার আনন চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, যাঁহার গাত্র চন্দ্রকের৫ ন্যায় চারু, যাঁহার চকোরনেত্র ক্রোধে কম্পমান, তোমার ঈদৃশী শত্রুপত্নী পর্বতে কামাসক্ত পর্বতাধিবাসিগণ কর্তৃক৬ আলিঙ্গিতা হইতেছেন।

[ললনা বর্ণনা]

অর্দ্ধনারীরূপধারী স্বয়ং বিশ্বেশ্বর কর্তৃক ইনি যত্নের সহিত বিনির্মিতা

---

(১) অথবা, "যাঁহার হস্তে ভীষণ ভুজঙ্গমসমূহ (অর্থাৎ অস্ত্রাবলী) বিরাজমান, তাঁহার (অর্থাৎ, রাজার) দ্বারা ধৃতা এই ভূশণ্ডী, দুষ্টা ভুজঙ্গীর ন্যায় শোভা পাইতেছে।" (২) অস্ত্রবিশেষ। (৩) রগ। (৪) অর্থাৎ, বৈরী রাজগণ ও তাঁহাদের হস্তিযূথ নিমেষ মধ্যেই নিহত হইয়া ভূপাতিত হইতেছে। অতএব, রাজার ধনুর্গ্রহণ প্রভৃতি কার্য কেহই দেখিতে পাইতেছে না। (৫) চন্দ্রক—ময়ূরপুচ্ছের উপরের গোলাকৃতি চক্ষু। (৬) "শৈলেয়ভুগ্‌ভিঃ"—অর্থাৎ যাহারা পর্বতজাত দ্রব্যাদি ভোজন করে, বা পর্বতের অধিবাসী।

হইয়াছেন। অতএব গৌরী ত্রিভুবনের (সকল) মহিলাগণের মধ্যে অতুলনীয়া রূপে শোভা পাইতেছেন।১

[স্নানপ্রত্যাগতা রমণীর বর্ণনা]

জল হইতে নিঃসরণশীলা, রতিপরাভবকারিণী২, রক্তপদ্মের ন্যায় সুন্দর লোচনবিশিষ্টা, স্বীয় দীপ্তিতে দীপ্যমানা তিনি জনগণ কর্তৃক জলেশবন্দনীয়া জলাধিদেবী রূপেই পরিগৃহীতা হইতেছেন।

[সুন্দরীর ভ্রূ বর্ণনা]

চকোর, খঞ্জন, মৎস্য ও মৃগের পরাজয়ে তুষ্ট৩ হইয়া বিধাতা শোভন চক্ষুদ্বয়কে ভ্রূ-যুগলের ছলে মরকতবর্ণ৪ ছত্রদ্বয় অর্পণ করিয়াছেন।

[চক্ষু]

লাবণ্যামৃতপূর্ণ মুখরূপ প্রেমসরোবরে যুগ্ম শফরীরূপ, কামক্রীড়ার উদ্রেককারি নয়নযুগল শোভা পাইতেছে।

[কটাক্ষ]

হে তন্বঙ্গি! বিচিত্র ভুজঙ্গমসদৃশ তোমার কটাক্ষ দৃষ্ট হওয়া মাত্রেই দেবগণের পর্যন্ত মূর্চ্ছার কারণ হয়।

[অধর]

ইহার অধর সুধা ও প্রবালের সার হইতে বিধাতা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, কারণ প্রেমভুজঙ্গদষ্ট ব্যক্তিকে ইহা মুহূর্ত্ত মধ্যেই পুনরুজ্জীবিত করে।

(১) অর্থাৎ, এই নারীর সৃষ্টির সময়েই কেবল শিব অর্দ্ধনারীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, অন্যান্য নারীর সময়ে নহে। সেই জন্যই ইনি অন্যান্য নারী অপেক্ষা অধিকতর নারীজনোচিত গুণমণ্ডিতা। (২) অর্থাৎ, যিনি কামদেবের পত্নী রতিকে সৌন্দর্যে পরাভূতা করিয়াছেন। (৩) সুন্দরীর চক্ষু চকোর প্রভৃতির চক্ষু অপেক্ষা সুন্দরতর। (৪) গাঢ় সবুজ অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ।

[পদদ্বয়]

যেহেতু প্রবাল (কেবল) প্রবালই, এবং কমল (কেবল) কমলই —এই চিন্তা করিয়া বিধাতা (সুন্দরীর) চরণযুগল কুঙ্কুম দ্বারা রঞ্জিত করিলেন ।১

[পদাঙ্গুলি-নখ]

ললনার রক্তিমাভা-বিমণ্ডিত-শ্রীবিশিষ্টা২ পদাঙ্গুলির নখাবলী প্রেমকল্পবৃক্ষের পল্লবমধ্যস্থিত কোরকের উজ্জ্বল পংক্তির ন্যায় শোভা পাইতেছে ।

[প্রভাতবায়ু]

অতি সুগন্ধময়ী, সুন্দর পল্লববিশিষ্টা, কুসুমযুক্তা স্বর্ণলতাকে রসিক জনের ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া, সরোবরে সুস্নাত (অর্থাৎ, শীতল), এই সমীর ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে ।

[মধ্যাহ্ন]

ভূতলে প্রচণ্ড রৌদ্রের আবির্ভাব হইলে, হরিণশাবক ব্যাঘ্রীর পার্শ্বে সর্প ময়ূরের অভ্যন্তরে, মৎস্য বেগে মাছরাঙ্গার পক্ষতলে, কন্দর্প সত্রাসে

(১) প্রবাল রক্তবর্ণ হইলেও সুকঠিন ; কমল কোমল হইলেও কণ্টকবেষ্টিত । প্রবালেব রক্তবর্ণ ও কমলের কোমলতা, উভয়ের এই দুই উপাদেয় গুণ সংমিশ্রিত ও অন্যান্য হেয়গুণ বর্জ্জন করিয়া বিধাতা চবণযুগল সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই জন্যই তাহা এরূপ সুন্দর। অথবা, অপর একটী ব্যাখ্যা :—প্রবাল বা "বিদ্রুম" তুচ্ছ মাত্র। ("বিদ্রুমঃ") "দ্রুম-বহির্ভূতঃ", অর্থাৎ, অগ্রাহ্য । "কমল" তুচ্ছ, কারণ ইহা জলের ("ক") ময়লা ("মল") মাত্র। তজ্জন্য বিধাতা ইহাদের ত্যাগ করিয়া কুঙ্কুমেরই শবণাপন্ন হইলেন। (২) নখাবলীর শ্রী অলক্তকরঞ্জিত হইয়া সংবর্দ্ধিতা হইয়াছে ।

হরিণনয়না (ললনার) নবনীততুল্য স্তনে, বৃক্ষ ছায়ায়,১ সিংহ গিরি-কন্দরে এবং প্রেমিক প্রিয়রূপ লতায় উপনীত হইতেছে।

[দিবস]

হে সখী! প্রেমিকজনের বিপদ্‌সূচনাকারিণী পতাকার ন্যায়, কেলিরূপ লতাবনের উপর বজ্রপাতের ন্যায়, প্রোষিতভর্তৃকাবধূর সংহারকালের ন্যায় আশাহীন গ্রীষ্মের দিবস শোভা পাইতেছে।

[কল্পতরু]

নন্দনকাননে সত্যই শত শত সুন্দর বৃক্ষ আছে যাহারা যথাকালে লক্ষ লক্ষ দেবগণকে পুষ্প ও ফল দ্বারা তৃপ্ত করে। (কিন্তু) তাদের মধ্যে একটীই কেবল দেবরাজের মনোভিলাষ তৎক্ষণাৎ (যথোচিত) দান দ্বারা পূর্ণ করিতে সমর্থ—তাহা (এই) কল্পবৃক্ষ।

(৭) চন্দ্রকান্তা ভিক্ষুণী২

[অবলোকিতেশ্বর-স্তুতি]

(১) ত্রিভুবনবন্দিত লোকগুরু, দেবরাজ স্তুত৩ ব্রহ্মশ্রেষ্ঠ, মুনিরাজ-শ্রেষ্ঠ, ঐক্যসিদ্ধির কারণ, অবলোকিতেশ্বর নামধারীকে প্রণাম করি।

(২) যিনি সুগতপুত্রের ন্যায় স্বরূপধারী, যিনি বহু সুলক্ষণভূষিত-

---

(১) রৌদ্রের তাপে উদ্ব্যস্ত বৃক্ষ যেন অপর এক বৃক্ষের ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। বৃক্ষ স্বয়ং ছায়া প্রদান করে, এবং অপর বৃক্ষের ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইলে উহা তাহার মৃত্যুরই কারণ হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রৌদ্রের তাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য হরিণ-শাবক ব্যাঘ্রীর, সর্প ময়ূরের, মৎস্য মাছরাঙ্গার নিকট যেরূপ প্রাণভয় ভুলিয়া গমন করিতেছে, সেইরূপ এক বৃক্ষও যেন অপর বৃক্ষের ছায়ায় নিরুপায় হইয়াই আশ্রয় খুঁজিতেছে।

(২) এই স্তুতি স্থলে স্থলে দুর্বোধ্য। (৩) এ স্থলে শ্লোকস্থ "স্তুতি" শব্দের অর্থ "স্তুত"।

দেহবিশিষ্ট, যিনি তথাগত অমিতাভের ন্যায় মস্তকবিশিষ্ট, যাঁহার বাম হস্ত কনকপদ্মবিভূষিত।

(৩) যিনি কুঞ্চিত, নির্মল, পিঙ্গল ও ধূসর জটাসমন্বিত, যাঁহার পূর্ণমুখ শশিচক্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল, যিনি পদ্মের ন্যায় আয়তলোচনবিশিষ্ট, যিনি সুন্দরকরবিশিষ্ট, যিনি শিলাখণ্ড ও চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় (শুভ্র) তিলকবিমণ্ডিত।

(৪) যাঁহার অধর পদ্মকোষের সমতুল, যাঁহার চঞ্চল কর শুভ] কুণ্ডলমণ্ডিত, যিনি বিমল, যাঁহার নাভিস্থল পদ্মের অভ্যন্তরের ন্যায় (কোমল), যাঁহার মণিমণ্ডিত মস্তকে সর্বোৎকৃষ্ট সুবর্ণ (বিরাজিত)।

(৫) যাঁহার কটিতে বিচিত্র ও শোভন বস্ত্র বেষ্টিত হইয়া আছে, জিনজ্ঞানের মহাসমুদ্র[১] যিনি পার হইয়াছেন, যিনি মহাপুণ্যবান্, যাঁহার দ্বারা (প্রার্থিত) বর[২] উপার্জিত ও লব্ধ হইয়াছে, যিনি জ্বর ব্যাধির হরণকারী, যিনি প্রভূত সুখের কারণ।

(৬) যিনি মঙ্গল ও শান্তির কারণ, যিনি ত্রিভুবনের হন্তা,...[৩] যিনি মূর্তিমতী স্তুতি, যাঁহার দ্বারা বিবিধ উপায়ে মারের[৪] বল পরাভূত হইয়াছে, যিনি দশবিধ[৫] উৎকর্ষ ও পরমার্থের প্রদায়ক।

(৭) যিনি চিত্তবিহারকারী ও বিবেকসম্পন্ন, যিনি এক সত্য বিষয়ে জ্ঞানদাতা, যাঁহার পদযুগল মণিময় নূপুরে রঞ্জিত, যিনি মত্তহস্তী ও হংসের ন্যায় মন্থরগতি।

(৮) যিনি পরিপূর্ণ মহামৃত (পান করিয়া) শান্তি [illegible] করিয়াছেন,

---

(১) জৈন মতে "জিন" অর্থ, অবিদ্যামুক্ত সাধু। (২) ব[illegible] মুক্তি। (৩) এ স্থানটী অবোধ্য। (৪) "মার" শব্দের অর্থ পাপপথে প্ররোচক শয়তান। (৫) যথা—দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান, প্রজ্ঞা, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা।

যিনি ক্ষীরসমুদ্রের ন্যায় নিত্যগতিশীল, যিনি পোতলকে বাস করিতে আনন্দানুভব করেন, যিনি করুণাপূর্ণ, নির্মল ও চারু নয়নবিশিষ্ট।

(৮) চণ্ডালবিদ্যা[১]

[জ্যোৎস্না]

প্রাত্যহিক কর্মক্লান্ত জগৎ যেন ক্ষীরসমুদ্রের জলে অবগাহন করিতেছে। সেই আলোড়নে[২] লোহিত তারকাবৃন্দ জলবুদ্বুদের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। চন্দ্র যেন সহস্র ধারে অবিরত ক্ষীর ক্ষরণ করিতেছে। অন্য উদ্‌গ্রীব কুমুদ যেন তৃষিতের ন্যায় জ্যোৎস্নারূপ দুগ্ধ পান করিতেছে।

(৯) চিন্নম্মা

[শিবস্তুতি]

কল্পান্তে (স্বকর্তৃক) নিহত ত্রিবিক্রমের[৩] মহাকঙ্কাল যাঁহার দণ্ড, যিনি দীপ্যমান শেষ (নাগ) দ্বারা নৃসিংহের[৪] হস্ত বন্ধন করিয়াছিলেন, যিনি আদিম বরাহের[৫] গাত্রে নখ প্রোথিত করিয়াছিলেন, যিনি বিশ্ব এক সমুদ্ররূপ প্রাপ্ত হইলে অত্যন্ত আনন্দিত সেই মৎস্য[৬] ও কূর্ম[৭] উভয়কে আকর্ষণ করিয়া ধীবররূপ ধারণ করিয়াছিলেন—সেই মহা-ভৈরব মহামোহ নিবারণ করুন।[৮]

---

(১) এই শ্লোক চণ্ডালবিদ্যা, বিক্রমাদিত্য ও কালিদাসের একত্রে রচিত বলিয়া উল্লেখ আছে। (২) অর্থাৎ, ক্লান্ত জগতের ক্ষীর সমুদ্রে মজ্জনে জলে যে আলোড়ন হয়। (৩) বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার। অসুররাজ বলি স্বর্গ অধিকার করিয়া দেবগণকে বিতাড়িত করিলে, বিষ্ণু বামনরূপ ধারণ করিয়া স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল তিন পদে পুনরধিকার করেন। (৪) বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার। (৫) বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার, হিরণ্যাক্ষ নিধনকর্তা। (৬) বিষ্ণুর প্রথম অবতার। হয়গ্রীব বেদ অপহরণ করিলে, বিষ্ণু মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া তাহা উদ্ধার করেন। (৭) বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার। সমুদ্রমন্থন কালে, বিষ্ণু কূর্মরূপে মন্দার পর্বত পৃষ্ঠে ধারণ করেন। (৮) এই শ্লোকে বিষ্ণুর উপরে শিবের আধিপত্য দর্শিত হইতেছে।

(১০) জঘনচপলা

[অসতীর উক্তি]

বর্ষণমুখর রাত্রে বায়ু প্রবাহিত হইলে, নগরের বীথিসমূহ জনশূন্য হইলে, পতি বিদেশ গমন করিলে,১ জঘনচপলার পরম সুখ হয়।

(১১) ত্রিভুবনসরস্বতী

[রাজস্তুতি]

শ্রীমান্ রূপবিটঙ্কদেব !২ সকল ভূপতিগণের চূড়ামণি! রাত্রিতে পর্যন্ত আপনার চন্দ্রের সহিত এমণ কি যুক্তিযুক্ত?৩ আপনার বদন অবলোকন করিয়া শশী যেন লজ্জাকাতর না হয়; ভগবতী অরুন্ধতীও যেন দুষ্কর্মে লিপ্তা না হন।৪

[হরিস্তুতি]

সমুদ্রমন্থনকালে কমলাকে অবলোকন করিয়া যাঁহার হস্ত হইতে সর্পরূপ রজ্জু৫ অজ্ঞাতে স্খলিত হইয়াছিল, (কিন্তু) যিনি (তথাপি অন্যমনস্কভাবে) বৃথাই বাহু সম্প্রসারণ ও সঙ্কুচিত করিতেছিলেন—সেই হরি ত্রিভুবন রক্ষা করুন।৬

(১) অর্থাৎ অবৈধ প্রেমের সুযোগ ঘটিলে। (২) "অথবা, সর্বাপেক্ষা রূপবান্ দেব।" (৩) দিবসে চন্দ্রের অভাবে রাজার মুখচন্দ্রের উদয় সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। কিন্তু রাত্রিতে এক চন্দ্রের উপস্থিতিতে দ্বিতীয় মুখচন্দ্রের সার্থকতা কি?

(৪) রাজার রূপ দর্শনে চন্দ্র যেন ক্ষুণ্ন না হয়, অথবা বশিষ্ঠ পত্নী অরুন্ধতী (নক্ষত্র) যেন রাজার প্রতি প্রেমাসক্তা না হন। (৫) এ স্থলে "নেত্র" শব্দের অর্থ "রজ্জু"। সমুদ্র-মন্থনকালে বাসুকীনাগ মন্থনরজ্জু হইয়াছিলেন। (৬) অর্থাৎ, লক্ষ্মীর রূপ দর্শনে বিমোহিত বিষ্ণুর হস্ত হইতে মন্থনরজ্জু স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেলেও তিনি অজান্তে পূর্ববৎ যেন মন্থনকার্যে ব্যাপৃত আছেন, সেইভাবে হস্তসঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

(১২) নাগম্মা

[সূর্যস্তুতি]

পদ্মবনের বন্ধু প্রচণ্ডরশ্মি সবিতার শুকচঞ্চুর ন্যায় (রক্ত) বর্ণ এবং পূর্বদিকের কুণ্ডলস্বরূপ এই উদিত মণ্ডলকে বন্দনা করি।

(১৩) পদ্মাবতী

[রাজস্তুতি]

যিনি নৃপগণের অগ্রগণ্য ও শরণ্য, যাঁহার হস্তে সুন্দর ধনুঃ ও গলদেশে নীলবস্ত্র, মৃগানুসারী (সেই রাজাকে) অরণ্যে অবলোকন করিয়া, চঞ্চলনেত্র হরিণীগণ কামদেব বলিয়া মনে করিতেছে।

[কৃপণ]

কোষে বিন্যস্ত, বদ্ধমুষ্টি, দৈত্যের ন্যায় ভীষণাকার 'কৃপাণ' ও 'কৃপণের'র মধ্যে ভেদ কেবল আকারতঃই[১]।

[খল]

'খল' ও 'হলে'র বক্রতা স্বভাবসিদ্ধ। ইহাদের দুজনের মুখের

(১) এই কবিতায়, প্রত্যেক শব্দ দ্ব্যর্থবোধক, এবং 'কৃপাণ' ও 'কৃপণ' উভয় পক্ষেই প্রযোজ্য। "কোষে নিষণ্ণস্য"—কৃপাণের পক্ষে ইহার অর্থ—কোষে (খাপে) ন্যস্ত। কৃপণের পক্ষে ইহার অর্থ: যাহার অর্থ ধনকোষে লুক্কায়িত। "বদ্ধমুষ্টেঃ"—কৃপাণের পক্ষে, যে তরবারির বাঁট বদ্ধমুষ্টির ন্যায় আকারসম্পন্ন। কৃপণের পক্ষে—অর্থ ব্যয়ে অনিচ্ছুক। "মলিম্লুচাকার-বিভীষণস্য"—কৃপাণের পক্ষে—যাহার আকার রাক্ষসের (মলিম্লুচের) ন্যায় ভীষণ। কৃপণের পক্ষে—যাহার আকার চোরের ন্যায় ভীষণ। (২) 'কৃপাণ' ও 'কৃপণের' মধ্যে গুণতঃ কোনো ভেদ নাই, কেবল আকারতঃই মাত্র ভেদ, অথবা উভয়ের মধ্যে ভেদ কেবল একটী 'আকারে'ই ("আ"—কৃপাণ ও কৃপণ)।

আঘাত কেবল একজনই সহ্য করিতে পারেন—তিনি ধরিত্রী১।

[সুন্দরীর কেশদাম]

ইহারা কি চারুচন্দনলতাশ্রিতা ভুজঙ্গী২ ? অথবা, ইহারা কি প্রস্ফুটিত পদ্মের মধুসংশ্লিষ্টা ভ্রমরী৩ ? অথবা, ইহারা কি মুখচন্দ্র—বিজয়ী রাহুসদৃশ বিষাক্ত অলি৪ ? অথবা, গুর্জরদেশীয়া শ্রেষ্ঠা ললনাদের কেশদামই কি শোভা পাইতেছে ?

[মুখ]

তোমার সুন্দর মুখেন্দুর কান্তিরূপ পীযূষধারা সদ্য আস্বাদন করিয়া চতুর চকোরীবৃন্দ তাহাদের প্রভূত মধুলিপ্ত চঞ্চুর জড়তা অপনয়নের জন্য চন্দ্রমণ্ডলকে অম্ল পানীয়রূপে ভ্রম করিতেছে৫।

---

(১) এ স্থলেও শব্দগুলি দ্ব্যর্থবোধক এবং 'খল' ও 'হল' উভয় পক্ষেই প্রযোজ্য। "বক্রত্ব'—'খলে'র পক্ষে, অসাধুতা। 'হলে'র পক্ষে আকারের বক্রতা। "মুখাক্ষেপ"—'খলের' পক্ষে—বাক্যের (মুখের) কর্কশতা। 'হলের' পক্ষে—ভূমিকর্ষণ কালে হলের অগ্রভাগের (মুখের) দ্বারা ভূমিতে সজোরে আঘাত। "ক্ষমা"—'খলের' পক্ষে ক্ষমা, কারণ ক্ষমাশীল ব্যক্তিরাই কেবল খলের কর্কশবাক্য সহ্য করিতে পারেন। 'হলের' পক্ষে—পৃথিবী, কারণ সর্বংসহা ধরিত্রীই কেবল হলের কঠোর আঘাত সহ্য করিতে সমর্থা (২) 'চারুচন্দনলতা' শুভ্র মুখ, ও 'ভুজঙ্গী' কুঞ্চিত কেশগুচ্ছকে বুঝাইতেছে। (৩) 'প্রস্ফুটিত পদ্ম' সুন্দর মুখ ও 'ভ্রমরী' কৃষ্ণকেশদামের দ্যোতক। (৪) 'রাহু' অলিতুল্য কেশগুচ্ছ বুঝাইতেছে। যেরূপ শুভ্র চন্দ্রমা কৃষ্ণ দৈত্য রাহু কর্তৃক বিজিত অথবা গলাধঃকৃত হয়, সেইরূপ শুভ্র মুখ কৃষ্ণ কেশদাম কর্তৃক বিজিত অথবা পরিবেষ্টিত।

(৫) অর্থাৎ কেহ ক্রমাগত মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ করিলে, তাহার জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া যায়, এবং সে আর মিষ্ট আস্বাদনে সমর্থ হয় না। তখন সে কিছুকালের জন্য কোনো অম্লদ্রব্য আস্বাদনে রত থাকে যাহাতে সে পুনরায় মিষ্টরসোপভোগে সমর্থ হয়। এ স্থলেও, চকোরীগণ সুন্দরীর মুখচন্দ্রের সুমিষ্ট অমৃত ক্রমাগত পান করিয়া বীতশ্রদ্ধ হইয়া, সম্প্রতি অম্ল চন্দ্ররশ্মি পানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ, মুখচন্দ্রের তুলনায় চন্দ্রও পরিম্লান, এবং মুখচন্দ্রের মিষ্টতার তুলনায় চন্দ্রের সুধাও অম্ল। অর্থাৎ, সুন্দরী চন্দ্র হইতেও অধিক সুন্দরী।

[নাসিকা]

আমি মনে করি, এই নাসিকা দন্তাবলীরূপ দাড়িম্ববীজ ভক্ষণে উৎসুক মন্মথরূপ শুকের চঞ্চুমাত্র।

[তিলক]

পঞ্চবাণবিশিষ্ট (কন্দর্পের) ধনুর মধ্যবর্তি বাণফলকের ন্যায়, তোমার এই কস্তুরী দ্বারা অঙ্কিত, ভ্রূমধ্যবর্তি তিলক শোভা উৎপাদন করিতেছে।

[কণ্ঠ]

ইহা ত কণ্ঠ নহে, কিন্তু কামদেবের জয়শীল শঙ্খ মাত্র, কারণ অদ্যাপি (তাঁহার) অঙ্গুলির চিহ্ন ইহাতে রেখাচ্ছলে শোভা পাইতেছে১।

[বাহুদ্বয়]

ইহারা কি প্রেমসমুদ্রের কল্পলতা ; অথবা, মৃণাললতা ? ইহারা কি বক্ষোরূপ পর্বতের চন্দনলতা ; অথবা, কন্দর্পের পাশলতা ? ইহারা কি লাবণ্যসুধাসিন্ধুর প্রবাল লতা ? ইহারা কি—যেরূপ আমি মনে করি—গুর্জরদেশীয়া কুলস্ত্রীর পত্ররূপ অঙ্গুলিসংযুক্তা সুললিতা বাহুলতা ?

[সিংহ]

হে গর্বদীপ্ত, প্রচণ্ডদণ্ডতুল্য ভুজবিশিষ্ট, পশুরাজ সিংহ ! তুমি মাননীয়। বলশালী হস্তীর মাংস (ভক্ষণে) রত হইয়া তুমি হরিণ বধ কর না।

---

(১) কণ্ঠকে এস্থলে কন্দর্পের শঙ্খের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কণ্ঠের তিনটী রেখা যেন কন্দর্পের অঙ্গুলির চিহ্ন মাত্র। তিনি শঙ্খটীতে ফুৎকার দিবার জন্য তাহা যখন হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন সেই সময়ে ঐ তিনটী রেখা অঙ্কিত হইয়াছিল।

[অশ্ব]

অবরুদ্ধ, উন্নতকেশর, ভ্রমরীগণ কর্তৃক নিবিড়ভাবে আবৃত, পদ্মসদৃশ অশ্ব প্রকম্পিত হইতেছে।১

[কাক]

শত শত কোকিল কর্তৃক অনুসৃত, উত্তরোত্তর গর্বোদ্ধত, হে কাক! পক্ষিরাজকে অবমাননা করিয়া এই স্থান পরিত্যাগ করিওনা। তোমাকে কাক বলিয়া জানিতে পারিলে, তাহারা তোমাকে রত্নসমূহ হইতে ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডের ন্যায়ই পরিত্যাগ করিবে।

[দীপ]

অগ্নিজাত, সুজনের মঙ্গলের কারণ, কৃষ্ণের সম্মুখস্থিত দীপ অভিমন্যুর ন্যায় শোভা পাইতেছে।২

[প্রভাত বেলা]

অঙ্কুরিত-অংশুমালা-বিশিষ্ট৩ সূর্যমণ্ডলরূপ আরতিপাত্র হস্তে

(১) এই কবিতার পদগুলি দ্ব্যর্থবোধক, অশ্ব ও পদ্ম উভয় স্থলেই প্রযোজ্য। "বারিতঃ"—অশ্ব স্থলে, অশ্বশালায় অবরুদ্ধ; পদ্মস্থলে, জল হইতে (বারি তঃ)। "প্রস্ফুরতি"—অশ্ব স্থলে, প্রকম্পিত হইতেছে; পদ্ম স্থলে, প্রকম্পিত হইতেছে, অথবা দীপ্তি পাইতেছে। "সমুদঞ্চিতকেশরঃ"—অশ্ব স্থলে, উন্নতকেশরবিশিষ্ট; পদ্মস্থলে, উন্নতপরাগবিশিষ্ট। "ভ্রমরী-কীর্ণ"—উভয় স্থলেই, ভ্রমরীবৃন্দ কর্তৃক আচ্ছাদিত। সম্ভবতঃ প্রচুর ঘর্ম নির্গত হইতেছে বলিয়াই অশ্বটী ভ্রমরাচ্ছাদিত। অথবা, অশ্বস্থলে "ভ্রমরী" শব্দের প্রকৃত অর্থ "ভ্রমর" অথবা, "আবর্ত" অর্থাৎ, দেহলোমের কুঞ্চন। কুঞ্চিত দেহলোম অশ্বের উৎকর্ষ সূচনা করে। শিশুপাল-বধ ৫—৪ মল্লিনাথের টীকা দেখুন। (২) এই কবিতার পদগুলি দ্ব্যর্থবোধক—দীপ ও অভিমন্যু উভয় স্থলেই প্রযোজ্য। "ধনঞ্জয়-সম্ভূত" —দীপ স্থলে, অগ্নি হইতে উৎপন্ন; অভিমন্যু স্থলে, অর্জুন হইতে উৎপন্ন। "সুভদ্রোৎসাহবর্দ্ধনঃ"—দীপ স্থলে, ভদ্র মহোদয়গণের (চোরের নহে) মঙ্গলের কারণ; অভিমন্যু স্থলে, মাতা সুভদ্রার আনন্দবর্দ্ধক। "কৃষ্ণপুরঃসরঃ"—দীপ স্থলে, কৃষ্ণ বিগ্রহের সম্মুখে স্থাপিত; অভিমন্যু স্থলে, মাতুল কৃষ্ণের সম্মুখীন। (৩) "অঙ্কুরিত" শব্দটী সূর্য যে সদ্যোত্থিত হইতেছে, তাহাই সূচনা করিতেছে।

ধারণ করিয়া, কন্দর্পরাজপুত্রী প্রভাতবেলা (উষা) সমুদ্রকন্যা (লক্ষ্মীকে) আরতি করিবার জন্য আগমন করিতেছেন।

[রাত্রি]

ত্রিভুবনের বিজয়াভিযানে উন্মুখ কন্দর্পের জন্য চন্দ্ররূপ১ কুঙ্কুমপাত্র ধারণ করিয়া, প্রদীপ্তশোভাময়ী তারকাবলীকে আতপ তণ্ডুলের ন্যায় প্রকাশিত করিয়া, পুরন্ধ্রী নিশা তাঁহার (অর্থাৎ, কন্দর্পের) মঙ্গলের জন্য আগমন করিতেছেন।২

[গ্রীষ্ম]

প্রিয়া জায়া পদ্মিনীকে শীতক্লিষ্টা দর্শন করিয়া, প্রচণ্ডজ্যোতি, উষ্ণরশ্মি (সূর্য) গ্রীষ্মকালকে স্বীয় সখারূপে গ্রহণ করিয়া, জয়াভিলাষী৪ হইয়া দীপ্তি পাইতেছে।

[গ্রীষ্মবায়ু]

ধূলি ও কঙ্কর বহুল, প্রচণ্ডতপনশিখার মালাধারী, স্পর্শমাত্রেই মুহূর্ত মধ্যে নদীজল ও বৃক্ষপত্রের সম্পূর্ণ শোষণকারী, (নাগরাজ কর্তৃক) পীত ও উদ্গ.. (অতএব) নাগরাজের ফূৎকৃতির সহিত নির্গত বিষাক্ত শিখাযুক্ত হইয়াছে যেন৫ এই গ্রীষ্মের বাতাস স্বচ্ছন্দে বারংবার পরিভ্রমণ করিতেছে।

---

(১) "আত্রেয়"—অত্রিপুত্র চন্দ্র। অথবা "আরত্রি (ক)" এই পাঠ গ্রহণ করিলে, ইহার অর্থঃ—আরতি পাত্র ধারণ করিয়া। (২) রাজা যুদ্ধ জয়ে বহির্গত হইবার সময়ে তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া পুরস্ত্রীগণ তাঁহার সম্মুখে কুঙ্কুম পাত্র প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য সংস্থাপন করেন (অথবা, দীপাদি দ্বারা তাঁহার আরতি করেন), এবং আতপ, তণ্ডুল প্রভৃতি লাজ বর্ষণ করেন। এ স্থলেও, কন্দর্প যেন রাজার ন্যায় ত্রিভুবন জয়ে বহির্গত হইতেছেন। সেই সময়ে পুরস্ত্রী নিশা যেন রক্তবর্ণ পাত্রসদৃশ চন্দ্রকে কুঙ্কুমপূর্ণ পাত্রের ন্যায় ধারণ করিয়া, এবং শুভ্র তারকাগণকে লাজের ন্যায় বর্ষণ করিয়া, কন্দর্পের মঙ্গল কামনা করিতেছেন। অর্থাৎ, জ্যোৎস্নাদীপ্ত, তারকাখচিত রাত্রিই প্রেমের প্রকৃষ্ট সময়। (৩) অথবা, নিজ সখা গ্রীষ্মকালকে আনয়ন করিয়া। (৪) অর্থাৎ, শীতকে জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া। (৫) বায়ুভুক্ সর্প বায়ু পান ও উদ্গার করে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। গ্রীষ্মবায়ু এরূপ বিষের ন্যায় জ্বালাময় যে, মনে হয়, ইহা যেন বিষধর নাগরাজ কর্তৃক পীত হইয়া বিষযুক্ত ফূৎকৃতিসহ নির্গত হইতেছে।

[বর্ষা]

ইহা ত (মেঘ) গর্জন নহে, কিন্তু মদনের নির্গমনের১ গর্জনধ্বনি। ইহারা ত মেঘ নহে, কিন্তু মদনের শক্তিশালি হস্তিযূথ। ইহা ত বিদ্যুৎ নহে, কিন্তু তাঁহার হস্তে জয়িনী কোনও শক্তি। ইহা ত ইন্দ্রধনু নহে, কিন্তু মদনের জগন্মোহনকারি অস্ত্র মাত্র।

[বীভৎসরস]

কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, বিষ্ঠানুলিপ্ত, কৃমিসমূহ কর্তৃক আবৃত, পূঁযধারাসিক্ত, মক্ষিকাপরিবেষ্টিত, হস্তধৃত প্রসারিত নিম্বশাখার উগ্র গন্ধযুক্ত২, রক্তক্ষরণশীল গলিত হস্তপাদযুক্ত, নিষ্ঠীবনত্যাগী জনগণ কর্তৃক চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত৩ এক ব্যক্তি (স্বীয়) দুষ্কর্মের ফল ভোগ করিতেছে।

(১৪) ফল্গুহস্তিনী

[চন্দ্রোদয়]

ত্রিনয়ন (শিবের) জটাবল্লীর পুষ্প, নিশার আননের স্মিত হাস্য, (চন্দ্র) গ্রহের কিশলয়, সন্ধ্যানারীর নিতম্বের নখক্ষত, আকাশের তিমির-বিদারী শৃঙ্গ, মনসিজ (মদনের) ধনু৪—প্রতিপদে (ঈদৃশ) নব চন্দ্র-গণ্ডলের উদয় আমাদের সুখের কারণ হউক।

[দৈব]

(বিধাতা) অশেষগুণাকর, পৃথিবীর অলঙ্কারস্বরূপ পুরুষরত্ন সৃষ্টি

---

(১) বর্ষাকালে মদন পৃথিবী জয়ে নির্গত হন।

(২) এই স্থানের অর্থ অবোধ্য। (৩) চতুর্দিকস্থ জনতা তাহাকে দেখিয়া ঘৃণায় নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতেছে। (৪) কৃষ্ণ আকাশপটে বক্রাকৃতি শুভ্র প্রতিপদের চন্দ্র যেন ঘনকৃষ্ণ শিবের জটায় একটী ক্ষুদ্র শুভ্র পুষ্প, নিশার কৃষ্ণ-মুখে ঈষৎ শুভ্র হাসি, নবোদ্‌গত কিশলয়ের ন্যায় চন্দ্রের কিশলয় বা প্রথম অবস্থা; সন্ধ্যার কৃষ্ণ অঙ্গে শুভ্র নখ চিহ্ন, কৃষ্ণ আকাশে শুভ্র, অমানাশক, বক্রাকার শৃঙ্গ, মদনের বক্রাকার, শুভ্র ধনু।

করেন; তৎপরে তাহাকে ক্ষণভঙ্গুরও করেন। হায়! বিধাতার এইরূপ মূর্খজনোচিত কার্য দুঃখেরই বিষয়।

(১৫) ভাবদেবী

[তরুণীর বক্ষঃস্থল]

(তরুণীর স্তনযুগল) একত্রে জাত, তুল্যরূপ অভিজাতবংশীয়১, জন্ম হইতে একত্রে বর্দ্ধিত, প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, "স্তন" এই (একই) নামধারী—এইরূপে ইহাদের উচ্চতাও সমান। (তথাপি) মণ্ডলাকার ইহাদের কেবল সীমা বিষয়েই যে পরস্পরের সহিত স্পর্দ্ধা-যুদ্ধ, তাহা কঠিনিমা যে নমস্ত (তাহারই প্রমাণ)।২

[নায়কের প্রতি মানিনীর বচন]

প্রথমে আমাদের তনু অভিন্ন ছিল। তাহার পরে, তুমি প্রিয়তর হইলে, আমিও হতাশা প্রিয়তমা হইলাম। সম্প্রতি তুমি নাথ, আমিও কলত্র মাত্র।৩ অপর কি (মন্দ অবস্থা আর হইতে পারে?) আমার বজ্রকঠোর প্রাণের এই ফলই আমি প্রাপ্ত হইয়াছি।৪

---

(১) অভিজাতবংশীয়া তরুণীর অঙ্গ বলিয়া স্তনদ্বয়ও অভিজাতবংশীয়।

(২) অন্যান্য অপর সকল বিষয়ে স্তনযুগল একই স্বভাববিশিষ্ট বলিয়া সখ্যভাবাপন্ন। কিন্তু পরস্পরের সীমা লইয়াই কেবল তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ হইতেছে। অর্থাৎ, তাহারা পূর্ণ বর্দ্ধিত হইয়া পরস্পর ঠেলাঠেলি করিতেছে। স্তনদ্বয়কে প্রতিবেশী নৃপতিদ্বয়ের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। নৃপদ্বয় যেরূপ স্ব স্ব রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াও রাজ্যসীমা বর্দ্ধিত করিবার জন্য পরস্পরের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন, সেইরূপ ইহারাও স্ব স্ব স্থান অধিকার করিয়া, সম্প্রতি অপরের স্থান অধিকারে সমুৎসুক। নৃপপক্ষে "কঠিনি-মা"র অর্থ, দৃঢ়তা বা শক্তি, স্তনপক্ষে, অশ্লথতা বা নবীনতা। (৩) প্রেমের ক্রমশৈথিল্যের বর্ণনা। প্রথমাবস্থায়, উভয়ে এক দেহাত্মা; দ্বিতীয়াবস্থায়, বিচ্ছেদের প্রারম্ভ—প্রিয়ার প্রেম সত্ত্বেও প্রিয়ের ঔদাসীন্য। তৃতীয়াবস্থায় প্রেমহীন প্রভু ও দাসীর সম্পর্ক মাত্র। দ্বিতীয় অবস্থায় ঔদাসীন্য মাত্র ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় প্রভুত্বই তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। (৪) অর্থাৎ, আমার বজ্রকঠোর প্রাণ এত দুঃখেও দেহত্যাগ করিতেছে না বলিয়াই আমাকে জীবিত থাকিয়া এত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইতেছে।

[নায়কের প্রতি মানিনীর উক্তি]

কেন পাদান্তে পতিত হইতেছে? বিরত হও। স্বামিগণ নিশ্চয়ই স্বাধীন। কিছুকাল তুমি অন্যস্থানে (অর্থাৎ অন্য স্ত্রীতে) রত ছিলে। তজ্জন্য, তোমার অপরাধ আর কি? স্বামিগণই স্ত্রীদের প্রাণ। তজ্জন্য, তোমার বিয়োগেও যে আমি অদ্যাপি জীবিতা আছি, তাহাতে আমিই পাপ করিয়াছি, আমারই কর্তব্য তোমার অনুনয় করা।

(১৬) মদালসা

[ধর্ম]

হে বৎস! প্রাতে উত্থিত হইয়া পরলোকহিতের কথা চিন্তা কর। ইহলোকে তোমার কর্মের ফলই কেবল (তোমার ভাগ্য) নির্ণয় করিবে।

[মেঘগর্জন]

"ঘনসন্নিবিষ্ট১, দীপ্যমান্, শব্দায়মান২, স্থির (অর্থাৎ, অভ্রান্ত) বাণ দ্বারা এই জগৎ মদনকর্তৃক জিত হইয়াছে"—এই কথাই দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত মেঘসমূহ গর্জন করিয়া নিবেদন করিতেছে।

(১৭) মধুরবর্ণী

[অসতীর উক্তি]

আকারে শশী, বচনে কোকিল, চুম্বনে পারাবত, গমনে হংস, পত্নীর সহিত প্রণয়ে মত্ত গজ—এইরূপে আমার ভর্তায় যুবতীগণের আদরণীয় গুণের কিছুমাত্রও অভাব নাই। কিন্তু, তাঁহার এই একটী মাত্র দোষ যদি না থাকিত,—যথা, (তিনি আমার) বিবাহিত (পতি যদি না হইতেন)!

---

(১) অর্থাৎ এইরূপ অধিক সংখ্যক ও অনবরত নিক্ষিপ্ত যে বাণসমূহের মধ্যে ব্যবধান প্রায় নাই।

(১৮) মদিরেক্ষণা

[বসন্তের আবির্ভাব]

যে স্থলে তাহাদের বারংবার গতিবিধি আছে, সেই দীঘির উপকণ্ঠে যাতায়াত-মত্ত মধুকরগণ পদ্মের কোরকসমূহ যে জলের দ্বারা আবৃত হইয়া আছে, তাহাই সূচনা করিতেছে।১

(১৯) মারুলা

[বিরহিণীর প্রতি সখীর উক্তি]

গুরুজনগণের সম্মুখে বিরহজনিত দুঃখ গোপন করিয়া তুমি কি জন্য, হে মুগ্ধা,২ (আমার সম্মুখেও) নয়নবিগলিত অশ্রুধারা রুদ্ধ করিতেছ ? প্রতিরাত্রে নয়নসলিলে সিক্ত, এবং (পরদিবসে) রৌদ্রে শুষ্কীকৃত তোমার শয্যার প্রান্তই তোমার (শোচনীয়) দশা প্রকাশ করিতেছে।

[প্রেমিক-প্রেমিকার আলাপ]

(প্রশ্ন) তুমি কৃশা কেন ? (উত্তর) ইহাই আমার অঙ্গের স্বভাব। (প্রশ্ন) তুমি মলাচ্ছন্না কেন ? (উত্তর) গুরুজনগৃহে পাকহেতু। (প্রশ্ন) তুমি কি আমাদের কোনো সময়ে স্মরণ কর ? (উত্তর) না, না, না—এই বলিয়া প্রেমাবেগে কম্পিতা বালা আমার বক্ষোলগ্না হইয়া রোদন করিতে লাগিল।

(১) অর্থাৎ পদ্মকোরকসমূহ বাহির হইতে মানুষের দৃষ্টিগোচর না হইলেও অসংখ্য ভ্রমরের সে স্থলে গমনাগমন হইতে জলাচ্ছাদিত কোরকের অস্তিত্ব জানা যাইতেছে।

(২) মুগ্ধা—অলঙ্কার শাস্ত্রমতে নায়িকা তিন প্রকারের—মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা।

(২০) মোরিকা

[বিরহিণীর অবস্থা]

ধারাবিগলিত অশ্রুজলের দ্বারা ধৌত গণ্ডতটবিশিষ্টা বালা (ভূমিতে) রেখা অঙ্কিত করিতেছে। (কিন্তু) যদি (বিরহ) কালের অবসান না হয়, (সেই ভয়ে) শঙ্কিতা হইয়া তাহা গণনা করিতেছে না।১

[দূতীর উক্তি]

হে নিষ্পাপ! (তাহার) প্রিয়তম তুমি তাহারই যোগ্য; (তোমার) প্রিয়তমা সে তোমারই যোগ্যা। বস্তুতঃ, নিশারহিত শশী শোভা পায় না, ইন্দুরহিতা নিশাও শোভা পায় না।

[নায়কের প্রতি নায়িকার উক্তি]

হে নারীর প্রিয়!২ শত শত প্রিয় (বাক্য ও কার্য) দ্বারা তুমি আমার দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়াছ। তুমি প্রাঙ্গণে বহির্গত হইলেই (এই) বালা৩ চরম দশা প্রাপ্ত হয়। অধিকন্তু, যাহার৪ বক্ষোবাসের সূত্র প্রতিদিনই ছিন্ন হইতেছে, স্তনভার বহনে অক্ষম, অনঙ্গাকুল তাহার৫ সেই দেহ দ্বারা আমাদের গৃহ সূত্রহীন হইয়াছে।৬

[নায়কের উক্তি]

গমনের চেষ্টা কেবল আমার হৃদয়েই নিবদ্ধ থাকুক। প্রাণসমা (প্রিয়তমার) সম্মুখে নিষ্ঠুর জন কর্তৃক ইহা কিরূপে উচ্চারিত হইতে

---

(১) বিরহিণী নারী বিরহের প্রথম দিন হইতে প্রত্যেক দিবসের অবসানে এক একটী রেখা অঙ্কিত করিতেছে। কিন্তু পাছে গণনা করিলে প্রকৃত রেখার সংখ্যা তাহার ধারণানুযায়ী সংখ্যা হইতে কম হয়, সেই ভয়ে সে আর রেখার সংখ্যা গণনাই করিতেছে না। (২) অর্থাৎ, স্বয়ং নায়িকার প্রিয়। (৩) নায়িকা স্বয়ং। (৪) নায়িকা স্বয়ং। (৫) নায়িকা স্বয়ং। (৬) অর্থাৎ ক্রমবিবর্দ্ধিত স্তনযুগলের জন্য প্রত্যহই বক্ষোবাস ছিন্ন হওয়ায়, উহার সংস্কারের জন্য প্রত্যহই সূত্রের প্রয়োজন হইতেছে। এইরূপে গৃহ সূত্রহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহা নায়িকার নবোদ্গত যৌবন সূচনা করিতেছে। নায়িকা স্বীয় যৌবনশোভার প্রতি নায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

পারে? ইহা উচ্চারিত হইলে, ধারা বিগলিত অশ্রুসিক্ত প্রিয়ার মুখ দর্শন করিয়াও, (লোকে) তথাপি প্রবাসে গমন করে। হায়! স্বল্পধন প্রাপ্তির এই স্পৃহা সত্যই আশ্চর্য্যজনক!১

(২১) রাজকন্যা

[কাশ্মীর রাজদুহিতা চন্দ্রকলা ও তাঁহার প্রিয় কবি বিহ্লণের উক্তি প্রত্যুক্তি]

(রাজকন্যা) সানন্দে মত্ত হস্তীসথের২ শোণিতপায়ী সিংহের ইহাই প্রাঙ্গণ। (বিহ্লণ) উজ্জ্বলা, তরুণী, কেলিযোগ্যা, পল্লবযুক্তা শল্লকী লতাকে২ কি হস্তী পরিত্যাগ করে?৩

(রাজকন্যা) যে নলিনী কর্তৃক৪ চন্দ্রকিরণ দৃষ্ট নাই, তাহার জন্ম নিরর্থক। (বিহ্লণ) যে চন্দ্র কর্তৃক বিনিদ্রা (অর্থাৎ, পূর্ণ প্রস্ফুটিতা) নলিনী দৃষ্ট হয় নাই, তাহার জীবনও নিষ্ফল।৪

(২২) রসবতী প্রিয়ম্বদা

[কৃষ্ণস্তব]

যমুনা পুলিনে কেলিরত, কংস প্রভৃতি দৈত্যের শত্রু, গোপীগণ কর্তৃক স্তুত, ব্রজবধূগণের নেত্রোৎপল কর্তৃক অর্চিত, ময়ূরপুচ্ছালঙ্কৃত মস্তক বিশিষ্ট, সুললিত অঙ্গে ত্রিভঙ্গযুক্ত, ব্রজসুন্দর, ভবপরিত্রাতা বংশীধর, শ্যামল গোবিন্দকে ভজনা করি।

---

(১) অর্থাৎ, প্রিয়ার অশ্রু উপেক্ষা করিয়াও লোকে ধনলাভের জন্য বিদেশে গমন করে। পুরুষের এইরূপ স্বার্থপরতা আশ্চর্য্যের বিষয়। (২) হস্তীর বিশেষ প্রিয় লতাবিশেষ। (৩) রাজকন্যা প্রেমিককে পরীক্ষা করিবার জন্য খেলাচ্ছলে বলিতেছেন, "ইহা সিংহের (অর্থাৎ, আমার পিতার) বাসস্থান—যিনি হস্তীর (অর্থাৎ, তোমার) শোণিত পানে সদাই উদ্‌গ্রীব।" বিহ্লণও তৎক্ষণাৎ উত্তর প্রদান করিতেছেন, "তাহা হইলেও, অর্থাৎ, জীবনের ভয় থাকিলেও কোন্ হস্তী এই সুন্দরী তরুণীলতাকে পরিত্যাগ করিবে?" অর্থাৎ জীবনের ভয়েও আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি। (৪) প্রিয়হীন নারীর জীবন বৃথা, প্রিয়াহীন পুরুষেরও তাহাই।

(২৩) লক্ষ্মী

[দৈব]

বনান্তে নবমঞ্জরী গুচ্ছের মধ্যে ভ্রমণশীল ভ্রমর গন্ধফলী আঘ্রাণ করে নাই। ইহা (অর্থাৎ, গন্ধফলী) কি (ভ্রমরের) উপভোগ্য ছিল না? উহা (অর্থাৎ ভ্রমর) কি (গন্ধফলীর) আনন্দদায়ক ছিল না? ঈশ্বরেচ্ছাই কেবল বলীয়সী১।

(২৪) লক্ষ্মী ঠাকুরাণী

[লোভী ব্যক্তির প্রতি]

তুমি (তোমার) চপল অশ্বকে নৃত্য করাইতেছ, এবং পথে পৌরজনকে দলিত করিতেছ। (কিন্তু) তোমার ধন পরিশ্রম বা ভাগ্যলব্ধ নহে; (এই) ধন (তোমার) ভগিনীর সৌন্দর্য ও সম্পত্তি (বিক্রয় হইতেই) উৎপন্ন।

(২৫) বিকটনিতম্বা

[রাজার শত্রু]

(হে রাজন্)! তোমার শত্রুসৈন্য নববধূসদৃশ—যুদ্ধার্থে আহূত হইলেও যুদ্ধ যাত্রায় পরাঙ্মুখ, (বিভিন্ন) সৈন্যদল প্রকটভাবে প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক, তোমার নিকট পৌরুষ প্রকাশে অক্ষম২।

---

(১) সুগন্ধলুব্ধ হইলেও ভ্রমর গন্ধফলীর (প্রিয়ঙ্গুর) প্রতি আকৃষ্ট হয় না কেন? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, ভগবানের ইচ্ছা নহে বলিয়া। সকল কার্য ও ঘটনা একমাত্র ঈশ্বরেচ্ছাতেই সংঘটিত হয়—আমরা সকল সময়ে তাহার কোনো কারণ খুঁজিয়া না পাইলেও। (২) এই কবিতা দ্ব্যর্থবোধক—ইহার পদগুলি নববধূ ও শত্রুসৈন্য উভয়ের প্রতিই প্রযোজ্য। "অভিহিতাঽপ্যভিযোগপরাঙ্মুখী" —শত্রুপক্ষে, উপরে দেখুন; বধূপক্ষে তিরস্কৃতা হইলেও অভিযোগে অনিচ্ছুকা। "প্রকটমঙ্গবিলাসমকুর্বতী"—শত্রুপক্ষে, পদাতিক, অশ্বারোহী প্রভৃতি বিভিন্ন সৈন্যদল প্রকাশ্যে প্রদর্শনে ভীত; বধূপক্ষে, বেশভূষা প্রভৃতিতে এবং প্রকাশ্যে অঙ্গভঙ্গী করিতে অনিচ্ছুকা। "উপার তে পুরুষায়িতুমক্ষমা"—শত্রুপক্ষে, উপরে দেখুন; বধূপক্ষে, স্বামীর প্রতি কর্তৃত্বে অসমর্থা।

[রাজার যশ]

তোমার যশকে দিগ্‌বধূর বদনচুম্বন করিতে দর্শন করিয়া, প্রদীপ্ত আকাশ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া সুনিবিড় মেঘের সঞ্চার করিল১। (তাহার পরে) সেও (অর্থাৎ, আকাশও) তাহার (অর্থাৎ যশের) দ্বারা সমগ্রভাবে আলিঙ্গিত হইল।২

[অভিসারিকা]

"হে হস্তিশুণ্ডের ন্যায় উরুবিশিষ্টা! ঘনান্ধকার রাত্রে কোথায় যাইতেছ?" "যেথায় আমার মনঃপ্রিয়, প্রাণাধীশ্বর বাস করেন।" "তুমি একাকিনী, হে বালা, বল, তুমি কেন ভয় করিতেছ না?" "কিন্তু পালকযুক্ত-বাণধারী মদন আমার সহায়।"

[বরের প্রতি বধূর সখীর উক্তি]

ইনি বালিকা, তন্বী ও কোমলাঙ্গী হইলেও, ইহার সম্বন্ধে শঙ্কা পরিত্যাগ করুন। ভ্রমরভারে মঞ্জরী ভগ্ন হয়,—ইহা কি কদাপি দৃষ্ট হয়? অতএব আপনি ইহাকে নির্জনে নির্দয় ভাবে পীড়ন করিবেন। স্বল্পপিষ্ট হইলে ইক্ষুদণ্ড সমগ্র রস দান করে না।

[মানিনীর প্রতি উক্তি]

প্রেমের পরিণতি সম্বন্ধে বিবেচনা না করিয়া, সুহৃদ্ (বাক্য) অবহেলা করিয়া, তুমি কেন অকারণে সরল প্রেমিকের উপর মান করিয়াছ? বিরহাগ্নির জ্বলন্ত শিখাবিশিষ্ট (এই) অঙ্গার তুমি স্বহস্তেই সমাকর্ষণ করিয়াছ। এক্ষণে, অরণ্যরোদনে আর ফল কি?

(১) অর্থাৎ দিগ্‌বধূকে আচ্ছাদিত করিয়া যশকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য। "পৃথুপয়োধরোদ্‌গমম্"—ইহার অন্য অর্থ এই যে—আকাশ দিগ্‌বধূর সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া যশকে স্বীয় বক্ষের সৌন্দর্য দ্বারা আকৃষ্ট করিতেছে। (২) অর্থাৎ রাজার যশ দিগ্‌বিদিক্‌প্রসারিই শুধু নহে, আকাশচুম্বিও বটে।

[নায়িকা বর্ণনা]

কে এই দ্বিতীয়া লাবণ্যসিন্ধু—যে স্থানে শশীর (প্রতিবিম্বের) সহিত নীলোৎপল ভাসিতেছে ; যে স্থান হইতে বিশাল হস্তিকুম্ভদ্বয় নির্গত হইতেছে ; যে স্থানে অপরাপর কদলীকাণ্ড ও মৃণালদণ্ড (বিরাজ করিতেছে) ?১

[মধ্যভাগ]

হে সাহসকারিণি ! কেন তুমি বারংবার যাতায়াত করিতেছ ? স্তনদ্বয়ের ভারে তুমি ঠস্ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

[সখীর প্রতি উক্তি]

প্রিয় আমার নিকটবর্ত্তী হইলেই আমি অত্যন্ত বিত্রস্ত হইয়া পড়ি। হে সখি ! আমি কেবল এই মাত্রই জানি। কিন্তু, সখি, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে তাহার পরে কি ঘটিল, সে সম্বন্ধে আমার কিছুই স্মরণ নাই।২

[মধুকরের প্রতি উক্তি]

হে ভৃঙ্গ !৩ তোমার ভার বহনে সমর্থ অন্যান্য পুষ্পলতায় তোমার লোলুপ মনকে সন্নিবিষ্ট কর। কেন তুমি এই নির্ম্মলা, পরাগহীনা, নবমালিকাকে অকালে বৃথা কলুষিতা করিতেছ ?

[ভ্রমরের প্রতি]

হে মধুকর ! দুরে অপসৃত হও। কেতকী কুসুম প্রভৃত গন্ধবিশিষ্ট

(১) সুন্দরীকে লাবণ্যসিন্ধুর সহিত তুলনা করা হইতেছে। "শশী" মুখ ও "নীলোৎপল" চক্ষুদ্বয়, "হস্তিকুম্ভ(রগ)দ্বয়" স্তনযুগল, "কদলীকাণ্ড" উরু ও "মৃণাল দণ্ড" বাহু।

(২) ভাবার্থ মাত্র প্রদত্ত হইল, আক্ষরিক অনুবাদ নহে। (৩) "ভ্রমর" প্রেমিক ও "নবমালিকা কলিকা" অপ্রাপ্তযৌবনা বালিকা।

হইলেও, ইহা হইতে তোমার মধুর লেশমাত্রও লাভ হইবে না ; উপরন্তু (তোমার) বদন ধূলিধুসরিত হইয়া পড়িবে।

[বসন্ত]

হে হতভাগিনী !১ দ্বারদেশে সংবর্দ্ধিত আম্রবৃক্ষে প্রয়োজন আর কি ? ইহা বিষবৃক্ষ, পাপমাত্র। ইহা স্বল্পমাত্রও বিকশিত হইলে মদন-জ্বরের বিকার সংবর্দ্ধিত হয়।

(২৬) বিজ্জা

[রাজস্তুতি]

চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় নৃপগণের মধ্যে কাহারা না (পৃথিবীর অংশবিশেষ) লাভ করিয়াছেন ?২ কিন্তু, হে দেব ! আমরা একমাত্র তোমাকেই ভুবনপতিরূপে গণ্য করি—যিনি অঙ্গ৩ অধিকার করিয়া, তৎপরে কুন্তল৪ রাজ্যান্তর্ভুক্ত করিয়া, বিস্তৃত চোল৫ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া, মধ্যদেশ প্রাপ্ত হইয়া, সম্প্রতি কাঞ্চী৬ অভিমুখে হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন।৭

---

(১) কবি স্বয়ং। (২) "আসাদিতঃ"—"আসাদিতবস্তুঃ"। অথবা, ইহার অর্থ—"কাহাকে না আমরা সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছি ?" (৩) ভাগলপুর ও সন্নিকটস্থ দেশ। (৪)বিদর্ভ কুন্তলের রাজধানী ছিল। ইহা নর্মদা নদীর উৎপত্তিস্থলরূপেও প্রখ্যাত। এই দেশের ভাষা ছিল পৈশাচী প্রাকৃত। লক্ষ্মীধরের "ষড্‌ভাষাচন্দ্রিকা" দেখুন। (৫) দক্ষিণ ভারতে কোরোমাণ্ডেলস্থ দেশ। মনুসংহিতার ২-১১ দেখুন। (৬) মান্দ্রাজের নিকটবর্ত্তি কঞ্জিবরম্। (৭) এই কবিতার শেষ দুটী লাইন দ্ব্যর্থবোধক। প্রথম অর্থ, অন্যান্য নৃপগণ পৃথিবীর অংশবিশেষমাত্র জয় করিয়াছেন, কিন্তু এই রাজা ক্রমশঃ সমগ্র পৃথিবীই জয় করিতেছেন (উপরে দেখুন)। দ্বিতীয় অর্থ :—পতি (নৃপ) পত্নীর (পৃথিবীর) অঙ্গ (দেহ) স্পর্শ করিয়া, কুন্তল (কেশ) আকর্ষণ করিয়া, চোল (বক্ষোবাস) পরিনিক্ষেপ করিয়া, মধ্যদেশ (কটিদেশ) প্রাপ্ত হইয়া, অধুনা কাঞ্চীর (মেখলার) প্রতি হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন।

[রাজার খড়্গ]

হে দেব ! সমরে তোমার অসিলতিকা যশোরূপ পুত্র প্রসব করিয়াছে। (সেই উৎসবের জন্য) সমীর বস্ত্ররাশির ন্যায় ধূলীরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছে, শৃগালগণ উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছে, মস্তকহীন কবন্ধগণ নৃত্য করিতেছে, ভববন্ধ হইতে শত্রুগণ মুহূর্ত্ত মধ্যে মোক্ষ লাভ করিতেছে।১

[কবিবিশেষের প্রশংসা]

নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যামবর্ণা আমাকে, বিজ্জকাকে, না জানিয়াই দণ্ডী বৃথাই বলিয়াছেন যে সরস্বতী সর্বশুক্লা২।

[সাধারণ ভাবে কবিগণের প্রশংসা],

কবির (প্রকৃত) অভিপ্রায় শব্দে ব্যক্ত হয় না, কেবল ভাবগর্ভ পদে সামান্য স্ফুরিত হয়। রোমাঞ্চিত অঙ্গদ্বারা (স্বীয় মনোভাব) প্রকাশকারী জনের ইহাই নীরব শ্রদ্ধাঞ্জলি।৩

[অসতীর উক্তি]

হে প্রতিবেশিনি ! অল্পক্ষণের জন্য হইলেও আমাদের গৃহের প্রতি দৃষ্টি রাখিও। এই শিশুর পিতা প্রায়ই বিরস কূপের জল পান করেন না। (সুতরাং) একাকিনী হইলেও আমি সত্বর তমালাচ্ছাদিতা

---

(১) পুত্রের জন্ম হইলে, উৎসবের জন্য বস্ত্রাদি চতুর্দিকে উড্ডীয়মান করা হয়, নৃত্যগীতাদি হয়, এবং জনগণকে নানাবিধ উপহার প্রদান করা হয়। এস্থলে, তরবারি হইতে যশের জন্ম হইলে ধূলীরূপ বস্ত্র বিস্তৃত করা হইতেছে, শৃগালগণের গান ও কবন্ধগণের নৃত্য হইতেছে, ও জনগণকে মৃত্যু-রূপ উপহার প্রদান করা হইতেছে। অর্থাৎ, রাজার তরবারির প্রকোপে শত্রুসৈন্য ধ্বংসীভূত হইতেছে। (২) কাব্যাদর্শ ১—১। অর্থাৎ, কৃষ্ণা বিজ্জাই স্বয়ং সরস্বতী। (৩) অর্থাৎ, এই ব্যক্তি মুখে কবির প্রশংসা করিতেছে না বটে, কিন্তু তাহার রোমাঞ্চিত দেহই কবির প্রতি তাহার সুগভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে।

নদীতে গমন করিতেছি! ঘনসন্নিবিষ্ট, কঠিন অংশবিশিষ্ট নলগ্রন্থিসমূহ আমার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করুক।

[অসতীর উক্তি]

আমরা বাল্যে বালক, যৌবনে যুবক, ও পরিণত বয়সে বৃদ্ধ অভিলাষ করি, কারণ ইহাই (আমাদের) কুলের সমুচিত প্রথা। তুমি একই পতির সহিত জীবনযাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছ। হে পুত্রী! আমাদের বংশে এরূপ সতীত্বের চিহ্ন কদাপি দৃষ্ট হয় নাই।

[অসতীর উক্তি]

হে মুরলা! বল, বালুময় তলদেশবিশিষ্ট, ঘনচ্ছায়াযুক্ত, তটান্তব্যাপী, শীতলবায়ুর নিত্য আবাসস্থল, নিনাদশীল জলজ কুক্কুটপূর্ণ, বিনয়রহিত (স্ত্রীগণের) নিরবচ্ছিন্ন প্রেম ব্যাপারের অনুকূল, এই বেতসীলতাকুঞ্জ কাহার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে?

[গ্রাম্যরমণী]

কর্কটীক্ষেত্রে[১] মঞ্চোপরি শায়িতা, রোমাঞ্চিতাঙ্গী, প্রেমমর্দিততনু, প্রেমিকের অঙ্গে নিলীনা, সানন্দে তাহার কণ্ঠ ভুজদ্বারা আলিঙ্গনকারিণী, এক নিম্নজাতীয়া স্ত্রী রাত্রে শৃগালগণের ভীতি উৎপাদন করিবার জন্য বেড়ার উপরি ভাগ হইতে লম্বিত শঙ্খমালা পদদ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতেছে[২]।

[বিরহিণী]

হে কন্দর্প! মৃগাঙ্কমৌলি[৩] দেব কর্তৃক তুমি প্রথম জিত হইয়াছিলে; তৎপরে উন্নতবুদ্ধি বুদ্ধ কর্তৃক; তৎপরে আমার ভ্রমণরত প্রেমিক

---

(১) কর্কটী—কাঁকুড়। (২) অর্থাৎ, দৃশ্যতঃ এই রমণী শৃগাল বিতাড়নে ব্যাপৃত থাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে প্রেমিকের সহিত মিলনই তাহার উদ্দেশ্য। (৩) শিব।

কর্তৃক। ইঁহাদের সকলকে পরিবর্জন করিয়া তুমি অতি কৃশা, অনাথা বালা, স্ত্রী, আমাকে বধ করিতেছ। তোমাকে ধিক্, তোমার পৌরুষে ধিক্, তোমার দীপ্তিকে ধিক্, তোমার ধনুকে ধিক, তোমার বাণকে ধিক্।

[বিরহিণী]

আকাশ মেঘে (সমাচ্ছন্ন), বসুমতী নবজলে (সিক্তা), দিক্ সমূহ বিদ্যুতে (দীপ্ত), গগন বৃষ্টিধারায় (সমাচ্ছন্ন), বন সকল কুটজপুষ্পে (পূর্ণ), নদীসমূহ জলধারায় পরিপূর্ণ। একটী মাত্র বিয়োগবিধুরা, দীনা, হতভাগিনী স্ত্রীকে বধ করিবার জন্য, হে নিষ্ঠুর বর্ষাকাল! বল, কেন মিথ্যা এরূপ আড়ম্বর করিতেছ ?১

[সুন্দরীর মুখ]

কোষ স্ফীততর হইয়াছে, পত্রসমূহ চতুর্দিকে বিরাজমান, জল দুর্লঙ্ঘ্য, সূর্য-মণ্ডল উজ্জ্বল, এইরূপে কণ্টকসমূহ চিরকালের নিমিত্ত নিম্নে নীত হইয়াছে। তথাপি, হে মুগ্ধা! ভ্রমরবৃন্দের আকর্ষণকারি, (সকল প্রকার) আয়োজন উদ্যোগকারি, জয়াভিলাষি এই পদ্ম কর্তৃক তোমার মুখ পরাজিত হয় নাই—ইহাই আশ্চর্য্য।২

(১) বর্ষা বিরহের কাল। মেঘ, জল, বিদ্যুৎ, বৃষ্টিধারা, পুষ্প, নদীস্রোত প্রভৃতি দ্বারা বর্ষাকাল মহাড়ম্বরে স্বীয় অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। কিন্তু একটীমাত্র অবলা নারীকে নিধন করিবার জন্য এই সকল কিছুরই প্রয়োজন ছিল না।

(২) এই কবিতায় পদ্মকে যোদ্ধার সহিত তুলনা করা হইয়াছে, এবং প্রত্যেক শব্দই দ্ব্যর্থবোধক—'পদ্ম' ও 'যোদ্ধা' উভয় পক্ষেই প্রযোজ্য। "কোষ"—পদ্ম পক্ষে পদ্মকোষ, কর্ণিকা; যোদ্ধৃপক্ষে ধনকোষ। অর্থাৎ, যোদ্ধা ধনগর্বে গর্বিত। "পত্র"—পদ্মপক্ষে, পদ্মপত্র; যোদ্ধৃপক্ষে, রথ। "দুর্গ"—পদ্মপক্ষে দুর্গম; যোদ্ধৃপক্ষে, দুর্গ (কেল্লা)। "জল"—পদ্মপক্ষে, পদ্মবেষ্টনকারী জল; যোদ্ধাপক্ষে, দুর্গের জল। "মিত্রমণ্ডল"—পদ্মপক্ষে, সূর্যমণ্ডল; যোদ্ধৃপক্ষে, সুহৃদ্‌মণ্ডল। "উজ্জ্বল"—পদ্মপক্ষে, উজ্জ্বল; যোদ্ধৃপক্ষে, ধনী। "কণ্টক"—

[দৃষ্টি]

হে জননাথ! নবনীলোৎপলের ন্যায় মনোরম তোমার এই দৃষ্টি আশ্রিত বন্ধুবর্গের সৌভাগ্য, শত্রুগণের পরাজয়, ও নারীগণের (হৃদয়ে) প্রেম উৎপাদন করে।

[দূতীর নিকট স্বীয় অবস্থা বর্ণনা]

প্রেমপাশ ছিন্ন হইলে, হৃদয়ের উচ্চ সম্মান তিরোহিত হইলে[১], সদ্ভাব নিবৃত্ত হইলে, সেই জন (আমার সম্মুখে সাধারণ) জনেরই ন্যায় গমন করিলে,—সেই সকল বিগত দিনের কথা চিন্তা করিয়াও, আমি জানিনা, হে প্রিয়সখী! কি কারণে আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না!

[সখীর প্রতি]

প্রিয়ার সহিত দৃষ্টি বিনিময় হইবার পরেও যদি প্রিয়ের সন্তুষ্টি না হয়, তাহা হইলে সেই নারীকে ধিক্। আলিঙ্গনের পরেও যে অধিক কিছু কামনা করে, সেই অযোগ্যা স্ত্রীকে ধিক্[২]।

[বিরহিণীর পত্র]

হে জীবনবন্ধু! ইহাই আমার (তোমার নিকট) প্রার্থনা—ঐ স্থানেই কতিপয় দিবস যাপন করিও, (কারণ) সম্প্রতি এই স্থান বাসের অযোগ্য,—চন্দ্রকিরণ পর্যন্ত তাপ বিকিরণ করিতেছে।[৩]

পদ্মপক্ষে, পদ্মের নিম্নে নীত কণ্টক; যোদ্ধৃপক্ষে বিজিত শত্রু। "আকৃষ্ট-শিলীমুখ"—পদ্মপক্ষে, যে পদ্ম কর্তৃক ভ্রমরগণ আকৃষ্ট হইয়াছে; যোদ্ধৃপক্ষে, যে যোদ্ধা কর্তৃক ধনুতে জ্যা রোপিত হইয়াছে। "রচনাং কৃত্বা"—পদ্মপক্ষে, উদ্যোগায়োজন করিয়া; যোদ্ধৃপক্ষে, সৈন্যসমাবেশ করিয়া। "জীগিষুণা"—পদ্মপক্ষে, মুখকে জয় করিতে ইচ্ছুক; যোদ্ধৃপক্ষে শত্রুকে জয় করিতে ইচ্ছুক। অর্থাৎ, পদ্ম যোদ্ধার ন্যায় মুখকে জয় করিতে উৎসুক হইয়াও সমর্থ হইতেছে না—মুখই সুন্দরতর। (১) অর্থাৎ, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব ঘটিলে। (২) ভাবার্থ মাত্র প্রদত্ত হইল, আক্ষরিক অনুবাদ নহে। (৩) ইহা শ্লেষের (বাংলা অর্থে) একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত। প্রিয়ের অভাবে বিরহিণীর নিকট ঐস্থান অত্যন্ত

[সখীর সহিত আলাপ]

তুমিই ধন্যা,—(যেহেতু) তুমি প্রিয়ের সহিত মিলিতা হইলেও, সেই সময়ে তাঁহার কথিত শত শত চাটুবাক্য (পরে) আবৃত্তি করিতে পার। কিন্তু প্রিয় আমার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, হে সখি! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমার কিছুই আর স্মরণে থাকে না।

[প্রেমকেলি]

কেশাকর্ষণ পূর্বক মুখোত্তোলন করিয়া যখন প্রেমিক (প্রেমিকাকে) বলপূর্বক চুম্বন করে, মানিনীর তখনকার সেই অস্পষ্ট "হুঁ হুঁ" ধ্বনি জয়লাভ করুক।

[দৈব]

যাহার নির্মল তরঙ্গসমূহ মত্ত হস্তিযূথের মদসিক্ত কুম্ভের প্রক্ষালনে আলোড়িত হইয়া অপ্রতিহত ভাবে দিক্‌চক্রবাল স্পর্শ করিত, হায়! ভাগ্যবিপর্যয়ে কালক্রমে সেই কল্পান্তরস্থায়ি সরোবরের জলই একটী মাত্র বক বিচরণ করিলেই কলুষতা প্রাপ্ত হয়!

[দৈব]

প্রিয় সখি! মৃত্তিকার ন্যায় 'মনকে' সজোরে পিণ্ডীভূত করিয়া, 'বিপদ্' রূপ দণ্ডপ্রান্তের আঘাতে অনবরত ঘূর্ণায়মান 'চিন্তা' রূপ চক্রে চতুর কুম্ভকারের ন্যায় উহা স্থাপন করিয়া, খল বিধাতা তাহা ঘূর্ণিত করিতেছেন। আমরা জানিনা (তিনি) এস্থলে কি করিবেন।১

উত্তপ্ত ও জ্বালাময় বলিয়া বোধ হইতেছে। সেই জন্য তিনি প্রিয়কে অভিমান করিয়া লিখিতেছেন যে, তাঁহার আর এই উত্তপ্ত স্থানে আসিয়া কাজ নাই।

(১) বিধাতাকে কুম্ভকারের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। মানবহৃদয় মৃত্তিকাপিণ্ড ; মানবের চিন্তাদুঃখাদি চক্র ; বিপদ্ প্রভৃতি দণ্ড। কুম্ভকার যেরূপ দণ্ডদ্বারা চক্র বিঘূর্ণিত করে, এবং সেই সঙ্গে চক্রোপরি স্থাপিত মৃত্তিকাপিণ্ডও

[দৈব]

হে জড়বুদ্ধি বিধাতা! বিপদে মহৎ ব্যক্তিগণের ধৈর্যভ্রংশ দর্শনের জন্য তোমার যে ইচ্ছা, তাহার পূরণার্থ বিফল চেষ্টা ও কঠোর অধ্যবসায় হইতে বিরত হও। প্রলয়কালে পর্যন্ত যাহারা স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করে না, সেই প্রধান প্রধান পর্বতশ্রেণী বা সমুদ্র ক্ষুদ্র নহে।

[ধান ভানিবার গীত]

সুশোভন মুসলের (উত্থানপতন হেতু) চঞ্চল, সুন্দর ভাবভঙ্গিবিশিষ্ট বাহুপল্লবে পরস্পর স্খলনশীল বলয়ের শিঞ্জিনীর সহিত সংমিশ্রিত, কলহুঙ্কার হেতু সাতিশয় কম্পিত বক্ষঃস্থল হইতে নির্গত কৃত গম্ভীর-নাদসঙ্কুল, কলম (ধান্য) পেষণের গীত জয়লাভ করুক।

[চম্পক]

হে চম্পক তরু! তুমি কোনো ব্যক্তির দ্বারা কুগ্রামনিবাসী পামর জনের (গৃহ) সন্নিকটস্থ উদ্যানে রোপিত হইয়াছ—যে স্থানে পূর্ণ বর্দ্ধিত নব শাকাদি প্রাপ্তিতে অধিকতর লোভ বশবর্ত্তী হইয়া (সে তোমার এরূপ অবস্থা করিয়াছে যে সম্প্রতি) তোমার পল্লবাদি (কেবল) ভগ্ন বেড়া মেরামতের কার্যেই ব্যবহৃত হইবার যোগ্য।

বিঘূর্ণিত হয়, সেইরূপ বিধাতা জগতে নানাবিধ বিপদ প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া তাহার দ্বারা মানবকে চিন্তা, দুঃখাদিতে অভিভূত করিতেছেন, এবং এই সকল দুঃখাদি দ্বারা মানব মন বিঘূর্ণিত হইতেছে।

(১) মুসলের সাহায্যে ধান্যের তুষ নির্গত করিবার সময় সেই সকল রমণীর উত্থানপতনশীল সুন্দর বাহুতে বলয়সমূহ পরস্পর আঘাত করিয়া সুমধুর শিঞ্জিনীর সৃষ্টি করিতেছে এবং উহা গানের শব্দের সহিত সংমিশ্রিত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, অস্পষ্ট হুম্ হুম্ শব্দের জন্য বক্ষঃস্থল প্রকম্পিত হইতেছে বলিয়া গানের গমক কাটিয়া যাইতেছে। (২) চম্পক তরুর তলদেশে শাকসব্জি প্রভৃতি রোপণ করা হইয়াছে, এবং আলোক ও বায়ুর চলাচলের জন্য চম্পক তরুর শাখা-পল্লবাদি ছেদন করা হইয়াছে।

[তরু]

স্নিগ্ধছায়াদাতা, ফলভারাবনত শিখরবিশিষ্ট, সর্বজনের অতি শান্তি প্রদায়ক, সুবৃক্ষ তোমাকে অবলোকন করিয়া আমরা পথ ত্যাগ করিয়া (তোমার নিকটে) আগমন করিয়াছি। (কিন্তু) যদি (তোমার) কোটরের অভ্যন্তরে সঞ্চরণশীল সর্পশ্রেণীর প্রদীপ্ত মুখ হইতে নির্গত বিষানলে তোমার অন্তর্দেশ অতি ভয়জনক হয়, তাহা হইলে তুমি ধন্য!

[সূর্যোদয়]

প্রস্ফুটিত পদ্মের রেণুতে রঞ্জিত হইয়া ভ্রমরগণ গৃহসন্নিকটস্থ দীঘিতে সুমধুর গান করিতেছে। নবপ্রস্ফুটিত বন্ধুজীব১ ফুলের পাঁপড়ির ন্যায় আভাবিশিষ্ট, উদয়াচলচুম্বি সূর্যমণ্ডল দীপ্তি পাইতেছে।

[বর্ষা]

প্রিয়বিরহজনিত দুঃখসমুদ্রে মগ্না দীনা স্ত্রী (আমাকে) দর্শন করিয়াও নবজলভারাক্রান্ত, উৎসাহী মেঘপুঞ্জ গর্জন করুক; কদম্বরেণুমিশ্রিত বায়ু প্রবাহিত হউক; ঐ ময়ূরগণ নৃত্য করুক। (কিন্তু) হে বিদ্যুৎ! (আমারই) ন্যায় স্ত্রী হইয়াও, নির্দয়া তুমিও স্ফুরিতা হইতেছ!২

[বর্ষা]

অস্থির, অনেকরাগ রঞ্জিত, গুণরহিত, নিত্যবক্র, দুষ্প্রাপ্য যুবতি-চিত্তের ন্যায় ইন্দ্রধনু বর্ষাকালে শোভা পাইতেছে।৩

(১) রক্তবর্ণ পুষ্পবিশেষ। ইহা দ্বিপ্রহরে প্রস্ফুটিত হয়, এবং পরদিন সূর্যোদয় হইলে ঝরিয়া পড়ে। (২) মেঘ, বায়ু, ময়ূর প্রভৃতি পুরুষ বলিয়া বিরহিণী নারীর দুঃখ না বুঝিতে পারে। কিন্তু বিদ্যুৎ স্ত্রী হইয়াও যে নারীর দুঃখ বুঝে না, তাহাই আশ্চর্য্য! অর্থাৎ বর্ষা সমাগমে, মেঘগর্জন, বায়ুপ্রবাহ, ময়ূরনৃত্য, বিদ্যুৎস্ফুরণ প্রভৃতি বিরহিণীর দুঃখ সমধিক বর্ধিত করিতেছে। (৩) এই কবিতার বিশেষণগুলি ইন্দ্রধনু ও যুবতিচিত্ত উভয় পক্ষেই প্রযোজ্য।

[বর্ষা]

স্তিমিত অগ্নির ধূমের ন্যায় শ্যাম মেঘপুঞ্জ দ্বারা দিগ্‌দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছে। উদ্‌গতপল্লব, ঘনসন্নিবিষ্ট তৃণের দ্বারা ভূমি হরিদ্বর্ণ ধারণ করিয়াছে। বস্তুতঃ, প্রেমের প্রকৃষ্ট সময় সমাগত হইয়াছে—সেই সময়, যখন বিরহিগণের মরণই একমাত্র আশ্রয় হয়।

[বসন্ত]

পলাশ-কলিকার অন্তর্গত, চন্দ্রকলার সমতুল কেশর লাক্ষাদ্বারা বদ্ধ রক্তবর্ণ কোষে ন্যস্ত কামদেবের ধনুর ন্যায় শোভা পাইতেছে।১

[সমস্যা]

জল গলাধঃকরণ না করিয়া, থুথু পূর্বক বমনশীল, তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ ও শুষ্কতালু, বিরক্ত পথিকগণ সমুদ্রকে নিন্দা করিতেছে:—"কাহার দ্বারা বৃথাই, হে লবণাক্ত খল, তোমার 'পাথোধি', 'জলধি,' 'পয়োধি,' 'উদধি,' 'বারিনিধি,' 'বারিধি' প্রভৃতি অমৃততুল্য নাম সমূহ নির্মিত হইয়াছে!"

(২৭) বিদ্যাবতী

[দুর্গাস্তুতি]

(১) যে দেবী জগতের কর্ত্রী, যিনি (সকল মঙ্গলাধার) শঙ্করেরও (মঙ্গলের কারণ) শঙ্করী—সেই মঙ্গলমূর্তি সুমীনাক্ষী দেবীকে নমস্কার।

"অস্থিরম্"—ইন্দ্রধনুপক্ষে, অল্পক্ষণস্থায়ী; যুবতিচিত্তপক্ষে, চঞ্চল, একনিষ্ঠ নহে। "অনেকরাগম্"—যথাক্রমে, বহুবর্ণবিশিষ্ট, বহুলোকের প্রতি অনুরাগ সম্পন্ন। "গুণবর্জিতম্"—যথাক্রমে, ছিলাহীন; নির্গুণ। "নিত্যবক্র"—যথাক্রমে, সতত-বক্র; সর্বদা কুটিল। "দুষ্প্রাপম্"—যথাক্রমে, দুষ্প্রাপ্য, অল্পই দৃষ্ট; জয়করা দুষ্কর।

(১) রক্তবর্ণ লাক্ষাদ্বারা বদ্ধমুখ রক্তবর্ণ খাপের অন্তর্গত শুভ্রধনুর ন্যায়, রক্তবর্ণ পলাশফুলের বদ্ধমুখ, অর্থাৎ অপ্রস্ফুটিত, কলিকার মধ্যে বদ্ধ শুভ্রকেশর শোভা পাইতেছে।

(২) যাঁহাকে একবার মাত্র আরাধনা করিয়া লোকে সকল অভীষ্ট-বস্তু লাভ করে—সেই মঙ্গলমূর্তি সুমীনাক্ষী দেবীকে নমস্কার।

(৩) যাঁহার লেশমাত্র প্রসাদ দ্বারা ভোগ ও মোক্ষ সুলভ হয়—সেই মঙ্গলমূর্তি ইত্যাদি।

(৪) যে দেবী মুমুক্ষুগণকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করেন—সেই মঙ্গলমূর্তি ইত্যাদি।

(৫) যাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া শিব পঞ্চকৃত্য[১] সম্পাদন করেন—সেই মঙ্গলমূর্তি ইত্যাদি।

(৬) যাঁহার প্রীতি সম্পাদনের জন্য শিব দিবারাত্রে নৃত্য করিয়াছিলেন—সেই মঙ্গলমূর্তি ইত্যাদি।

(৭) যাঁহার তেজের কণামাত্র হইতে লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রমুখ (দেবদেবীগণ) উদ্ভূত হইয়াছিলেন—সেই মঙ্গলমূর্তি ইত্যাদি।

(৮) যাঁহার প্রসাদমাত্রেই সকল সম্পদ্ বর্দ্ধিতা হয়—সেই মঙ্গলমূর্তি ইত্যাদি।

(৯) যিনি স্তুতা হইলে সকল পাপ হরণ ও সকল উপদ্রব বিনাশ করেন—সেই মঙ্গলমূর্তি ইত্যাদি।

(১০) যে পরম শক্তি উপাসিতা হইলে সকল সিদ্ধির কারণ ও মঙ্গলময়ী হন—সেই মঙ্গলমূর্তি ইত্যাদি।

(১১) যাঁহার অভাবে স্বয়ং শিবও ব্যর্থতা প্রাপ্ত হন—সেই মঙ্গলমূর্তি ইত্যাদি।

(১২) যাঁহার পদ হইতে সমগ্র বিশ্বচরাচর উদ্ভূত হইয়াছে—সেই মঙ্গলমূর্তি ইত্যাদি।

(১৩) এইরূপে মহাদেবীর স্তুতি করিয়া, এবং তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া, (তাঁহার) সুকন্যা আমি, সুমীনাক্ষীর আদেশানুসারে

(১) জন্ম, স্থিতি, ধ্বংস, মোক্ষ ও প্রসাদ।

ইহাই প্রার্থনা করি যেন, হে মাতঃ! তোমার পদধ্যানে আমার মন নিশ্চল হয়।

(২৮) শীলা ভট্টারিকা

[অভিমানী প্রেমিকের প্রতি]

বিরহে ক্লেশজনক, (আমার প্রতি) বিমুখ প্রেম (আমার) তনু ক্ষীণ করিতেছে। দিবস গণনায় অক্ষম যম (আমার প্রতি) নির্দয় হইয়াছেন১। তুমিও মানব্যাধির বশবর্ত্তী হইয়াছ। হে নাথ, চিন্তা কর, কিশলয়ের ন্যায় কোমল নারী কি প্রকারে এইভাবে জীবন ধারণ করিতে পারে?

[বিরহীর অবস্থা বর্ণনা]

প্রিয়াবিরহিত ইহার হৃদয়ে চিন্তা সমাগতা হইয়াছে—এই মনে করিয়া নিদ্রা প্রস্থান করিয়াছে। কৃতঘ্নকে কে ভজনা করে?২

[নায়কের নিকট দূতী প্রেরণকালে দূতীর প্রতি নায়িকার সাবধান-বাক্য]

হে দূতী! তুমি তরুণী। সেও চপল যুবক। সকল দিক্ অন্ধকারে কৃষ্ণ। (যে) বার্ত্তা (তুমি বহন করিতেছ), তাহা রহস্যমণ্ডিতা। সঙ্কেতানুযায়ী স্থানও জনশূন্য। এই বসন্ত বায়ু পুনঃ পুনঃ চিত্তকে অন্য-দিকে লইয়া যাইতেছে। (আমাদের মধ্যে) অচিরে মিলন সংঘটন করিবার জন্য সাবধানে গমন কর। দেবতাগণ (তোমাকে) রক্ষা করুন।৩

---

(১) অর্থাৎ আমার মরণের দিন সমুপস্থিত হইলেও যমরাজ তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন। (২) চিন্তা ও নিদ্রা যেন সপত্নীদ্বয়। তজ্জন্যই যেন চিন্তার উপস্থিতিতে নিদ্রা, ও নিদ্রার উপস্থিতিতে চিন্তা থাকিতে পারে না। বিরহী প্রিয়ার বিষয়ে চিন্তা করিতেছে বলিয়া তাহার পক্ষে নিদ্রা অসম্ভব হইয়াছে।

(৩) অন্ধকার বসন্তের রাত্রিতে, নির্জন স্থানে দূতীর সহিত নায়কের সাক্ষাৎ হইবে। দূতী স্বয়ং যাহাতে নায়কের সহিত প্রেমকেলিতে লিপ্তা না হয়, সেজন্য নায়িকা তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেছেন।

[দূতীর প্রতি নায়িকার উপহাস বাক্য]

(প্রশ্ন) সজোরে নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতেছ কেন ? (উত্তর) (আমি) ত্বরিৎ গতিতে আসিয়াছি। (প্রশ্ন) (তুমি) পুলকিতা হইয়াছ কেন ? (উত্তর) আমি অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি। (প্রশ্ন) (তোমার) বেণীও স্খলিতা হইয়াছে। (উত্তর) (তাহার) পদে পতনের জন্য। (প্রশ্ন) (তোমার) নীবি স্খলিতা। (উত্তর) গমনাগমনের জন্য। (প্রশ্ন) তোমার মুখ ঘর্মাক্ত। (উত্তর) সূর্যের জন্য। (প্রশ্ন) (তুমি) দুর্বলা কেন ? (উত্তর) অত্যধিক কথোপকথনের জন্য। (প্রশ্ন) (কিন্তু) হে দূতি ! ম্লান পদ্মের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট (তোমার) ওষ্ঠের) (বিষয়ে) তুমি কি বলিবে ?১

[অসতী]

যিনি (আমার) কুমারী জীবনের প্রথম প্রেমিক, তিনিই (আমার) স্বামী (রূপে উপস্থিত আছেন)। সেই একই চৈত্ররজনী (সমুপগতা)। প্রস্ফুটিত মালতীপুষ্পের সুগন্ধযুক্ত সেই একই প্রবল বায়ু কদম্ববৃক্ষের মধ্য দিয়া (প্রবাহিত হইতেছে)। আমিও সেই একই রহিয়াছি। তথাপি, রেবাতীরে বেতসীতরুতলে গোপন প্রেমলীলার জন্য চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

[প্রশ্নোত্তর]

(শীলা) জরা পর্যন্ত যে পুরুষদের প্রেমলীলায় ঔৎসুক্য, তাহা অনুচিত ও অস্বাভাবিক।২ (ভোজরাজ) অন্যদিকে নারীদের যে অল্প সময়াবধি ঐ বিষয়ে ঔৎসুক্য, তাহাও অনুচিত।

(১) দূতী নায়কের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলে, নায়িকা উপহাসভবে তাহার নিকট হইতে প্রশ্নচ্ছলে জানিয়া লইতেছেন যে, দূতী স্বয়ং নায়কেব সঙ্গে প্রেমকেলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল কিনা।

(২) ভাবার্থ মাত্র প্রদত্ত হইল, আক্ষরিক অনুবাদ নহে।

(২৯) সরস্বতী

[রাজস্তুতি]

হে দেব। তুমিই শ্রেষ্ঠ রক্ষক১, তুমি আশার কারণ, তুমি চামরব্যজনের যোগ্য, এক হইয়াও তুমি ত্রিভুবন স্বরূপ২।

[কেতকী পুষ্পের প্রতি]

সহস্র কণ্টকবেষ্টিত বলিয়া তোমার পত্রসমূহের সমীপে গমন দুষ্কর। (তোমাতে) মধুর লেশ মাত্রও নাই। (তুমি) ধূলায় অন্ধকার। (কিন্তু তথাপি) হে কেতকী! সুগন্ধমাত্র লোলুপ মধুকর কর্তৃক (তোমার) দোষসমূহ দৃষ্ট হয় নাই।৩

(৩০) সরস্বতীকুটুম্বদুহিতা

[প্রেম]

হে ভোজরাজ! আপনার ন্যায় ব্যক্তি যাহার আনুষঙ্গিক ফল, যাহা জগতের আনন্দের কারণ, সেই প্রেমলীলাকে নমস্কার।

(৩১) সীতা

[চন্দ্র]৪

হে শশাঙ্ক! ভয় করিওনা। আমার মধ্যে রাহু৫ নাই; রোহিণী৬ আকাশে বিরাজ করিতেছে। হে ভীরু! ভয় করিতেছ কেন?

---

(১) পাতা+অলম্। (২) কবিতার পদগুলি দ্ব্যর্থবোধক। কবিতার দ্বিতীয় অর্থ:—"হে দেব তুমিই একমাত্র পাতাল; তুমি (দশ) দিকের (অর্থাৎ, পৃথিবীর) বন্ধন; পুনরায় তুমি অমর (দেবগণ) ও মরুৎ (বায়ু) গণের লোক (অর্থাৎ স্বর্গ) (চ+অমর+মরুদ্+ভুমিঃ)। অতএব তুমিই ত্রিভুবন—স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল। (৩) অর্থাৎ প্রেমিক প্রিয়ার সকল দোষ ক্ষমা করেন। (৪) প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী নারী প্রেমিকের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য তাহাকে বলিতেছেন।

(৫) অর্থাৎ, আমার স্বামী বা গুরুজন এইস্থানে নাই। (৬) অর্থাৎ, তোমার স্ত্রী দূরে গমন করিয়াছেন।

প্রেমলীলায় দক্ষ স্ত্রীগণের সহিত প্রথম মিলনকালে প্রায়ই পুরুষগণের মন বিচলিত হয়—তাহা আর বিচিত্র কি ?

(৩২) সুভদ্রা

[দুগ্ধ]

যাহা দোহন করা হইয়াছিল, যাহা তাহার পরে উত্তপ্ত করা হইয়াছিল, তাহার পরে যাহার সারভাগ হরণ করা হইয়াছিল, এবং যাহা সজোরে মথিত হইয়াছিল,—তাহাই পুনরায় ঘৃত প্রস্তুত করিবার জন্য নবনীতে পরিণত করা হইল। স্নেহই১ অনর্থপরম্পরার কারণ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রাকৃত নারী কবি।

রাজা হাল সাতবাহন তাঁহার "গাথা সপ্তশতী" নামক সুবিখ্যাত প্রাকৃত কোষকাব্যে অনুলক্ষ্মী প্রভৃতি আটজন প্রাকৃত নারী কবির তেরটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত সুপ্রসিদ্ধ কবি রাজশেখরের বিদুষী পত্নী অবন্তিসুন্দরীর তিনটী প্রাকৃত কবিতাও হেমচন্দ্র তাঁহার "দেশী-নাম-মালা" নামক অভিধানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই ষোলটী কবিতার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) "স্নেহ" শব্দের অর্থ তৈলাক্ত পদার্থ, ও ভালবাসা উভয়ই। দুগ্ধপক্ষে, দুগ্ধে এইরূপ দেহপুষ্টিকারক তৈলাক্ত পদার্থ বিদ্যমান আছে বলিয়াই তাহা বাহির করিবার জন্য লোকে ইহাকে দোহন, অগ্নিতে উত্তপ্ত, মন্থন ইত্যাদি করিয়া নানা প্রকারে কষ্ট দেয়। মানবপক্ষে, স্নেহশীল, কোমলহৃদয় ব্যক্তিই পৃথিবীতে নানা দুঃখভোগ করেন—কঠোরহৃদয় ব্যক্তি নহে।

(১) অনুলক্ষ্মী

[অসতীর উক্তি]

হে সুন্দর! তোমার স্ত্রী যে সতী, কিন্তু আমরা যে অসতী, তাহার মূল কারণ কি ইহাই যে তোমার সমতুল যুবক আর নাই?

[নিরুৎসাহ নায়কের প্রতি প্রগল্‌ভার বচন]

নিপুণ প্রেমিকের পুনঃ পুনঃ প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গনও সদ্ভাব ও স্নেহ হইতে উৎপন্ন আলিঙ্গনাদির ন্যায় (হৃদয়) হরণ করে না—যে কোনো স্থানেই অথবা যে কোনো প্রকারেই তাহা সংঘটিত হউক না কেন।

[সখীর প্রতি নায়িকার বচন]

দৃঢ়মূল শৃঙ্খলগ্রন্থির তুল্য (তাহার গলদেশে বদ্ধ) আমার বাহুদ্বয় সে কোনো প্রকারে উন্মোচিত করিয়াছিল, এবং তাহার বক্ষে প্রোথিত স্তনদ্বয় আমি কোনো প্রকারে উৎখাতিত করিয়াছিলাম।১

[বট]

পত্র ও ফল সদৃশ শুকবৃন্দ উড়িয়া গেলে, শুষ্ক বটবৃক্ষের সমীপে আগত পথিকগণ করধ্বনি পূর্বক হাস্য২ করিয়াছিল।

(২) অবন্তিসুন্দরী

[বিরহিণীর প্রলাপ]

হে নির্দয়! হায়! তুমি কি বিস্মৃত হইয়াছ যে, গুরুজনগণের

(১) অর্থাৎ, আমরা অতি নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়াছিলাম। (২) দূর হইতে শুকের সবুজ গাত্র বটের সবুজ পত্র, ও রক্তবর্ণ চঞ্চু বটের রক্তবর্ণ ফলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল বলিয়া শ্রান্ত পথিকগণ বটের ছায়ায় বিশ্রাম করিবার জন্য সেইস্থানে আগমন করে। কিন্তু, শুকসমূহ পথিকগণের পদশব্দে ভীত হইয়া উড়িয়া গেলে, শুষ্ক বটের প্রকৃত মূর্তি প্রকাশিত হয়।

মধ্যেও স্খলিতাংশুকা আমি তোমার দিকে ধাবিতা হইয়া তোমাকে ধরিয়াছিলাম ?

[বিরহীর বিলাপ]

সেই ক্ষণমাত্র কলুষিতার দোদুল্যমান-লতার ন্যায় কেশদামে বেষ্টিত, ভ্রমরভারাবনত পদ্মের ন্যায়[১] মুখ আমি স্মরণ করি।

[পত্নীর উদ্দেশ্যে পতির পরিহাস]

হে পদ্মনয়না ! কৌমারশোভাবিমণ্ডিতা তোমার মুখের শোভা দর্শন করিয়া ইন্দ্র সম্প্রতি ইন্দ্রাণীকে উপহাস করিতেছেন।

(৩) অসুলদ্ধী

[সখীর প্রতি প্রোষিতভর্তৃকার[২] উক্তি]

হে সখি ! কদম্বপুষ্প আমাকে যেরূপ ব্যথিতা করে, অন্যান্য পুষ্প সেরূপ নহে। বস্তুতঃ, সম্প্রতি কামদেব গোলাকার (কদম্বপুষ্পের) ধনুঃ বহন করিতেছেন।[৩]

[নায়কের প্রতি দূতীর উক্তি]

আমি (তাহার দ্বারা প্রেরিতা) দূতী নহি, তুমিও (তাহার) প্রিয় নহ—এই ব্যাপারে আমাদের আর কি ? (কিন্তু) সে মরণাপন্না, (এবং সেই জন্য) তোমারই অযশ হইবে—সেই কারণে আমি ধর্মের নামে তোমাকে ইহা বলিতেছি।

---

(১) কৃষ্ণ ভ্রমরপুঞ্জে আচ্ছাদিত শুভ্র পদ্মের ন্যায় কৃষ্ণ কেশগুচ্ছে আবৃত শুভ্র মুখ। (২) যাহার স্বামী বিদেশে গমন করিয়াছে। (৩) অর্থাৎ, বসন্তকাল অপেক্ষাও বর্ষাকাল বিরহিণীর পক্ষে অধিকতর দুঃসহ।

(৪) প্রহতা

[স্ত্রৈণের পত্নীর গর্বোক্তি]

(তাহাকে) প্রহার (করিয়া) আমার এক হস্ত আঘাত প্রাপ্ত হইলে, সে যখন মুখদ্বারা তাহাতে ফুৎকার প্রদান করিতেছিল, তখন আমি সহাস্তে অপর হস্তদ্বারা তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিলাম।

(৫) মাধবী

[দুর্বিনীত নায়কের প্রতি সখীর উক্তি]

যাহারা প্রভুত্ব প্রদর্শন করে না, যাহারা কুপিতা (প্রিয়াকে) দাসের স্তায় প্রসন্ন করে, কেবল তাহারাই মহিলাগণের প্রিয় ;—অবশিষ্ট সকলে হতভাগ্য প্রভু মাত্র।

(৬) রেবা

[অনুতপ্ত নায়কের প্রতি ক্রুদ্ধা নায়িকার উক্তি]

হে নির্লজ্জ! বল, (তোমার) কোন্ অপরাধগুলি সম্প্রতি ক্ষমা করিতে হইবে? যাহা তুমি করিয়াছিলে, অথবা করিতেছ, অথবা, হে সুন্দর! ভবিষ্যতে করিবে?

[মানিনীর প্রতি সখীর উক্তি]

হে মানিনী! মানবশতঃ (তুমি) পশ্চাদ্ধাবনশীল প্রিয়ের প্রতি পরাঙ্মুখা হইয়াছ। (কিন্তু তোমার) রোমাঞ্চিত পৃষ্ঠদেশ তোমার হৃদয় যে (তাহার) সম্মুখীন ইহাই সূচনা করিতেছে।[১]

---

(১) এ-স্থলে "পরাঙ্মুখ" ও "সম্মুখে"র মধ্যে প্রভেদ লক্ষ্যের বিষয়। অনুতপ্ত-প্রেমিক তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেও, মানিনী মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহার বদন প্রিয়ের প্রতি "পরাঙ্মুখ" হইলেও, তাহার হৃদয় তাহার "সম্মুখীন" অথবা তাহার প্রতি পূর্বেরই স্তায় প্রেমাসক্ত।

(৭) রোহা

[মানিনীর প্রতি দূতীর উক্তি]

যাহার অভাবে (তোমার) জীবন ধারণ অসম্ভব, অপরাধী হইলেও তাহাকে অনুনয় করা কর্তব্য। নগর দগ্ধ করিলেও, বল, অগ্নি কাহার না প্রিয় ?

(৮) শশিপ্রভা

[অত্যন্ত ক্ষমাশীলা নায়িকার দূতীর প্রতি উক্তি]

(তাহার) প্রেম একনিষ্ঠ না হইলেও প্রিয় যেরূপ বাদ্য করেন, আমিও সেইরূপ নৃত্য করি। বৃক্ষ স্বভাবতঃ, অচল অটল হইলেও, লতা (তাহার) অঙ্গ বেষ্টন করে।